পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেত: ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনু: ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 155 Thursday, 7 May, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ১৫৫ সংখ্যা ❋ ২৩ বৈশাখ ১৪৩৩, বৃহস্পতিবার, ৭ মে ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

‘জেড প্লাস’ নিরাপত্তাই বহাল থাকবে মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ মে: রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদল হলেও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোনও কাটছাঁট হবে না। তিনি আগের মতোই সর্বোচ্চ স্তরের নিরাপত্তা পাবেন। এমনটাই স্পষ্ট করে জানালেন রাজ্যের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্ত। তাঁর কথায়, মমতার জন্য যে ‘জেড প্লাস’ নিরাপত্তা আছে, তা ভবিষ্যতেও বহাল থাকবে। পুলিশকে সেই অনুযায়ী নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। বুধবার ভোর থেকেই কলকাতার কালীঘাট এলাকার চেনা ছবিতে বড়সড় পরিবর্তন চোখে পড়ে। সকাল সাড়ে ছ’টা নাগাদ পরিকল্পনা মাফিক সরিয়ে নেওয়া হয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতিরিক্ত নিরাপত্তা বলয়। বহু বছর ধরে হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট কিংবা ক্যামাক স্ট্রিট এলাকায় যে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপস্থিতি ছিল, তা আচমকাই অনেকটাই শিথিল হয়ে যায়। একসময় যেখানে ব্যারিকেড, নিরাপত্তারক্ষীদের কড়া নজরদারি এবং যানবাহনের নিয়ন্ত্রণ ছিল নিত্যদিনের বিষয়, সেই জায়গাগুলিই বুধবার সকাল থেকে অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। নিরাপত্তাকর্মীদের জন্য তৈরি অস্থায়ী কিয়স্কগুলি খালি পড়ে থাকতে দেখা যায়। দীর্ঘদিনের পরিচিত ব্যারিকেড, বিশেষ করে ১৮৮এ হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের মুখে থাকা ‘সিজারস ব্যারিকেড’ও সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তবে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই পরিবর্তন কেবল অতিরিক্ত নিরাপত্তা ঘিরেই। নিয়ম অনুযায়ী একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং একজন সাংসদ হিসেবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকারী, তা পুরোপুরি বহাল রয়েছে। অর্থাৎ প্রোটোকল মেনে তাঁদের নিরাপত্তায় কোনও ঘাটতি রাখা হচ্ছে না। পুলিশ প্রধান সিদ্ধিনাথ গুপ্ত আরও জানান, কিছু পুলিশকর্মীকে অন্যত্র দায়িত্ব পালনের জন্য সরানো হয়েছে। তবে এর সঙ্গে নিরাপত্তা কমানোর কোনও সম্পর্ক নেই। প্রয়োজন অনুযায়ী বাহিনীর পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে বলেই তিনি দাবি করেন। দীর্ঘ রাজনৈতিক লড়াইয়ের পর রাজ্যের ক্ষমতার সমীকরণে যে পরিবর্তন এসেছে, তার প্রথম প্রতিফলন দেখা গেল কালীঘাটের অলিগলিতে। এতদিন সাধারণ মানুষের প্রবেশে যেখানে একাধিক বিধিনিষেধ ছিল, সেই জায়গাগুলিতে এখন অনেকটাই স্বস্তির পরিবেশ। স্থানীয় বাসিন্দারাও বদলে যাওয়া পরিস্থিতি লক্ষ্য করছেন। একসময় হরিশ মুখার্জি রোড মানেই ছিল কড়া পুলিশি নজরদারি এবং ভিভিআইপি চলাচলের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা। কিন্তু সরকার বদলের পর সেই চেনা নিরাপত্তা বলয়ে স্পষ্ট পরিবর্তন এসেছে। যদিও প্রশাসনের বক্তব্য, নিয়মমাফিক নিরাপত্তা বজায় রেখেই এই পরিবর্তন আনা হয়েছে। সব মিলিয়ে, রাজনৈতিক পালাবদলের পর নিরাপত্তা ব্যবস্থায় দৃশ্যত কিছু পরিবর্তন এলেও, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষেত্রে মূল সুরক্ষা বলয় অটুট থাকছে - এটাই স্পষ্ট করে দিয়েছে পুলিশ।

‘এমন কাজ করব ১০০ বছর বাংলায় থাকবে বিজেপি’

ভোটে জেতার পর নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়ে মন-খোলা শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি, নন্দীগ্রাম, ৬ মে: আগামী শনিবার রাজ্যে নতুন বিজেপি সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হওয়ার কথা রয়েছে। একদিকে যখন মুখ্যমন্ত্রী পদ নিয়ে রাজনৈতিক মহলে প্রবল জল্পনা চলছে, ঠিক তখনই নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়ে ১০০ বছর বাংলা শাসন করার হুঙ্কার দিলেন বিজয়ী বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী। বললেন, আগামী বছরগুলিতে এমন কাজ করব যে, বিজেপি ১০০ বছর থাকবে। ২০১৬ এবং ২০২১-এর পর ২০২৬ - টানা তিনবার নন্দীগ্রামের মাটি থেকে জয় ছিনিয়ে এনেছেন ভূমিপুত্র শুভেন্দু অধিকারী। এবারের নির্বাচনে ৯ হাজারেরও বেশি ভোটের ব্যবধানে জিতে বুধবার সকালে নিজের খাসতালুকে পা রাখতেই জনজোয়ারে ভাসলেন তিনি। আর সেই আবেগের আবহে দাঁড়িয়েই শুভেন্দু অধিকারী হুঙ্কার দিলেন, ‘‘আগামী ১০০ বছর বাংলা শাসন করবে বিজেপি।’’ তাঁর দাবি, ভবিষ্যতে এমন কাজ করা হবে যাতে রাজ্যে বিজেপির আসন দীর্ঘস্থায়ী হয়। ভোটারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি এদিন বলেন, ‘‘নন্দীগ্রামের মানুষের ঋণ আমি চিরকাল মনে রাখব এবং তা শোধ করবই।’’ একইসঙ্গে তিনি

স্পষ্ট করে দেন যে, প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের কারণে তাঁকে কোনও একটি আসন ছাড়তে হলেও তিনি সবসময় নন্দীগ্রামের মানুষের পাশে থাকবেন। তাঁর কথায়, ‘‘দল যে সিদ্ধান্ত নেবে তা মাথা পেতে নেব, কিন্তু ভবানীপুর হোক বা নন্দীগ্রাম - আমি আপনাদের সঙ্গেই আছি।’’ গত সোমবার নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অশান্তির খবর আসছে। কোথাও মূর্তি ভাঙচুর বা দলীয় কার্যালয় দখলের মতো ঘটনাকে ‘ভোট-পরবর্তী হিংসা’ হিসেবে দেখা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের উদ্দেশে কড়া বার্তা দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি সাফ জানান, ‘‘কোনও অবস্থাতেই আইন হাতে তুলে নেওয়া যাবে না।’’ কর্মীদের উদ্দেশে তাঁর আর্জি, ‘‘তৃণমূল বিগত বছরগুলিতে যে অত্যাচার করেছে, আমরা তা ভুলব না। কিন্তু আমরা তাদের মতো কাজ করব না। যারা অন্যায় করেছে, আইনি পথেই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’’ রাজনৈতিক মহলের মতে, শুভেন্দুর এই সংযত অথচ আত্মবিশ্বাসী বার্তা আদতে নতুন সরকারের শাসনকাল শুরুর প্রাক্কালে এক বড় ইঙ্গিত। তিনি দলীয় কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করে বলেন, ‘‘ভবিষ্যতে এমন উন্নয়নের জোয়ার আনতে হবে যাতে সাধারণ মানুষ একজোট হয়ে বিজেপিকে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত ভোট দেয়।’’ রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করাই এখন তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। সব মিলিয়ে, নন্দীগ্রামের মাটি থেকে একদিকে যেমন তিনি উন্নয়নের জয়গান গাইলেন, তেমনই অন্যদিকে দলের নেতা-কর্মীদের সংযত থাকার নির্দেশ দিয়ে প্রশাসনিক পরিপক্কতার পরিচয় দিলেন। মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন সেই উত্তর এখনও মেলেনি ঠিকই, তবে শুভেন্দু বুঝিয়ে দিলেন, রাজ্যের চালকের আসনে থেকে বাংলাকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়াই এখন তাঁর একমাত্র অঙ্গীকার।

বিজেপির বঙ্গ জয়ের পরই বন্দে মাতরম নিয়ে বড় পদক্ষেপ কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ৬ মে: ভারতের রাষ্ট্রীয় গীত বন্দে মাতরম নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের। বন্দে মাতরমকে জাতীয় সংগীত জনগণমন-র সমমর্যাদায় উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নিল নরেন্দ্র মোদির মন্ত্রিসভা। বন্দে মাতরম গাওয়ার ক্ষেত্রে কোনওরকম অনীহা, অসম্মান করলে হতে পারে আর্থিক জরিমানা। এমনকি তিন বছরের জেলও। ন্যাশনাল অনার অ্যাক্ট অনুযায়ী এতদিন জাতীয় পতাকা, সংবিধান এবং জাতীয় সংগীতের সমমর্যাদায় উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র। বিজেপির বাংলা জয়ের পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। বন্দে মাতরমের সার্ধশতবর্ষ দেশজুড়ে পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কেন্দ্র। এমনকি, সংসদেও বন্দে মাতরম নিয়ে আলোচনা হয়। চলতি বছরের জানুয়ারিতে অমিত শাহর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক একটি নির্দেশিকাও জারি করে। সেই নির্দেশিকায় বলা হয়,

জাতীয় সংগীত জনগণমনকে অসম্মান করলে আর্থিক জরিমানা এবং জেলে পাঠানোর আইনি সংস্থান ছিল। এবার এই আইনের সেকশন ৩ সংশোধন করে বন্দে মাতরমকেও সমমর্যাদায় উন্নীত করার সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। রাষ্ট্রীয় গীত বন্দে মাতরম গাওয়ার ক্ষেত্রে কী কী পালন করা হবে সেই সংক্রান্ত বিস্তারিত নির্দেশিকা গত জানুয়ারি মাসে জারি করেছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা গানের ৬টি স্তবকই গাওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। এবার বন্দে মাতরমকে জাতীয় সংগীত ‘জনগণমন’-র মতো এবার থেকে সরকারি অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রীয় গীত ‘বন্দে মাতরম’ গাওয়া এবং বাজানো বাধ্যতামূলক করা হল। ওই নির্দেশিকায় আরও বলা হয়, যদি রাষ্ট্রীয় গীত ‘বন্দে মাতরম’ এবং জাতীয় সঙ্গীত ‘জনগণমন’ একসঙ্গে গাওয়া বা বাজানো হয়, তাহলে প্রথমে ‘বন্দে মাতরম’ বাজানো হবে। বন্দে মাতরমের ৬টি স্তবকই গাইতে হবে বলে জানায় কেন্দ্র। নির্দেশিকায় আরও বলা হয়, ‘বন্দে মাতরম’ গান গাওয়া বা বাজানোর সময় শ্রোতাদের উঠে দাঁড়াতে হবে।

শনিবার ব্রিগেডে শপথ নেবেন বাংলার নতুন মুখ্যমন্ত্রী, ঘোষণা করলেন শমীক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ মে: দুই শতাধিক আসন পেয়ে ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে ঐতিহাসিক জয় বিজেপির। নতুন সরকার গঠন শুধু সময়ের অপেক্ষা। আগামী শনিবার, ৯ মে বাংলার নতুন মুখ্যমন্ত্রী শপথগ্রহণ করবেন। আজ, বুধবার দুপুরে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানিয়েছেন, শনিবার সকাল ১০টায় ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে শপথগ্রহণের অনুষ্ঠান। তার আগে ৮ মে বিধায়কদলের বৈঠক হবে নিউটাউন বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে। শনিবার ব্রিগেডে শপথগ্রহণের অনুষ্ঠানের আগেই নিরাপত্তা আঁটসাঁট করতেই ময়দানে নেমেছেন পুলিশ আধিকারিকরা। কলকাতায় ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে ইতিমধ্যেই খুঁটিনাটি পরীক্ষা করতে এদিন হাজির হয়েছিলেন পুলিশ কর্মকর্তারা। ব্রিগেডেই বাংলার নতুন মুখ্যমন্ত্রীর শপথের জন্য মঞ্চ তৈরির কাজ শুরু হবে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার কিনা, তা খতিয়ে দেখতে হাজির থাকবেন এসপিজে আধিকারিকরাও। গত সোমবার বাংলা এবং অসমের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের পরেই গতকাল মঙ্গলবার দিল্লিতে গুরুত্বপূর্ণ দু’টি বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সূত্রের খবর, এই বৈঠকে মূলত মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন এবং সম্ভাব্য মন্ত্রিসভার রূপরেখা নিয়েই আলোচনা হয়েছে। বাংলার নতুন ক্যাবিনেটে কারা জায়গা পেতে পারেন, তা নিয়েও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে, বাংলার মসনদে কে বসবেন তার সিদ্ধান্তও এদিনই হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

এরপর রাজ্য বিজেপির সল্টলেকের দপ্তরেও একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ছিল গতকাল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী, শমীক ভট্টাচার্য, রাহুল সিনহা-সহ কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতৃত্ব। ওই বৈঠকেও রাজ্যের সম্ভাব্য মন্ত্রিসভা এবং ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কৌশল নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বিজেপির তরফে ঘোষণা করা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে দলের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক হিসেবে অমিত শাহ এবং কেন্দ্রীয় সহপর্যবেক্ষক হিসেবে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরন মাঝিকে নিযুক্ত করা হয়েছে। রবান্নে প্রবেশের আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দলের অবস্থান স্পষ্ট করেন। নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যে অশান্তির খবর পাওয়া যাচ্ছে, তা নিয়ে অত্যন্ত কঠোর মনোভাব প্রকাশ করেন তিনি। শমীক সাফ জানান, ‘‘রাজ্যে কোনও ভাবেই ভোট-পরবর্তী হিংসা বরদাস্ত করা হবে না। প্রশাসনকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে হবে এবং শান্তি বজায় রাখতে হবে।’’ নতুন সরকার যে বিশৃঙ্খলা দমনে বিন্দুমাত্র আপস করবে না, তাঁর বক্তব্যে সেই ইঙ্গিতই স্পষ্ট ছিল। পাশাপাশি, দলের অন্দরের শুদ্ধিকরণ নিয়েও বড় মন্তব্য করেছেন শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, ‘‘বিজেপিতে কোনও ভাবেই ‘তৃণমূলীকরণ’ চলতে দেওয়া হবে না।’’ অর্থাৎ, অন্য দল থেকে আসা নেতা-কর্মীদের দাপট বা পুরনো দলের সংস্কৃতি যাতে বিজেপির কর্মপদ্ধতিতে প্রভাব ফেলতে না পারে, সে বিষয়ে দল অত্যন্ত সতর্ক। আগামী শুক্রবারের বিধায়ক দফার বৈঠকে এই বিষয়টি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হতে পারে। প্রসঙ্গত, শনিবার বিজেপির মুখ্যমন্ত্রীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তবে মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, তা নিয়ে জল্পনা এখনও অব্যাহত। শনিবার শপথ গ্রহণের আগে শুক্রবার এই নিয়ে বৈঠক করবে বিজেপি। এগারো সালে বাংলায় বিধানসভা ভোটে পরিবর্তনের মুখ ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার ‘পাল্টানো দরকার’ ক্যাম্পেনে বিজেপি কোনও একজনকে মুখ করেনি। তৃণমূলকেও এ ব্যাপারে কোনও ন্যারেটিভ তৈরির সুযোগ দেয়নি। দল লড়েছিল সমষ্টিগত লড়াই দিয়ে। তবে সব সময়েই সব ক্ষেত্রে একজন ‘ফার্স্ট এমং ইক্যুয়াল’ থাকেন। অর্থাৎ পদাধিকারে কমবেশি সমকক্ষ হলেও অন্যদের তুলনায় এগিয়ে। বাংলায় পালাবদলের পর নতুন সরকার নিয়ে এমনিতেই উৎসাহ তৈরি হয়েছে। সেই উৎসাহ ও উন্মাদনাকে মর্যাদা দেওয়ার কথাটাও সব দলকে মাথায় রাখতে হয়। তাই শুধু পরিষদীয় দলের নেতা নির্বাচন নয় অমিত শাহ, শুভেন্দু অধিকারী, শমীক ভট্টাচার্যদের দায়িত্ব এখন অনেক। সেক্ষেত্রে রাজ্য মন্ত্রিসভায় কাদের আনা হবে, সেটাও দেখার মতো বিষয় হবে।

অভিষেকের বাড়ি থেকে স্ক্যানার মেশিনও তুলে নিয়ে গেল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ মে: হরিশ মুখার্জি রোডে ২৩ পল্লী দুর্গামণ্ডপের বিপরীতে শান্তি নিকেতন নামক বাড়িটিই গত ১০ বছরে বাংলায় অন্যতম ক্ষমতার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। যে বাড়ির অধিপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে পুলিশের রক্তচোখ, যান চলাচলে বাধা ইত্যাদি মিলিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ ছিল আকাশছোঁয়া। অনেকেই মনে করতেন, এটা হল দম্ভের প্রতীক। তবে ঘটনা হল, সাধারণ মানুষ তো শুধু বহিরঙ্গটাই দেখেছেন। অভিযোগ ছিল, ওই

বাড়িতে নিরাপত্তার কড়াকড়ি আসল ভোগ করেছেন তৃণমূলের নেতা মন্ত্রীরা। যাঁদের ব্যাগ স্ক্যান করা হত, মোবাইল জমা রেখে তবেই ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হত। বুধবার অভিষেকের সেই শান্তি নিকেতনের সামনে কিছুটা হলেও হই হট্টগোলে শান্তিভঙ্গ হল। কারণ, বাড়ির সামনে থেকে অতিরিক্ত পুলিশি নিরাপত্তা শুধু সরিয়েই নেওয়া হল না, বাড়ি থেকে স্ক্যানার মেশিনগুলিও তুলে নিয়ে গেল পুলিশ। কারণ, সেগুলি সরকারি সম্পত্তি। পুলিশই ওই মেশিন সেখানে বসিয়েছিল। বাংলায় ক্ষমতা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই ছবি অনিবার্যই ছিল। এমন নয় যে সরকার গঠনের আগে থেকেই প্রতিহিংসার রাজনীতি শুরু হয়ে গেছে। কারণ, রাজ্যে এখনও বিজেপির সরকার শপথই নেয়নি। তবে যা ঘটছে তা হল, মানুষের আকাঙ্খা ও ক্ষোভকে গুরুত্ব দিয়ে এতদিন ধরে চলে আসা ক্ষমতার অপব্যবহারের মিনারটা ভেঙে ফেলছে পুলিশ প্রশাসনই। এতদিন যে পুলিশ ও প্রশাসনই ছিল তৃণমূলের ক্ষমতার কেন্দ্রে। এবার সেই পুলিশই ভুল শুধরোতে নেমে পড়েছে। যা দেখে আমোদিত হতে শুরু করেছেন বাংলায় বিপুল সংখ্যক মানুষ। সেই সঙ্গে তৃণমূলের বহু নেতা, মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক, চেয়ারম্যান, জেলা সভাপতি প্রমুখ।

জেসিবি নিয়ে মিছিল নয়, ভাড়া দিলে মালিকদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা!

কড়া বার্তা সিপি অজয় নন্দর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ মে: সোমবার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে বিক্ষিপ্ত অশান্তির খবর সামনে আসছে। কোথাও মূর্তি ভাঙচুর, কোথাও দলীয় কার্যালয় দখল, আবার কোথাও রাজনৈতিক কর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগ উঠছে। এই পরিস্থিতিকে অনেকেই ‘ভোট-পরবর্তী হিংসা’ হিসেবে চিহ্নিত করছেন। উদ্ভূত এই পরিস্থিতিতে শহরের আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে বুধবার কড়া বার্তা দিলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দ। এদিন সাংবাদিক বৈঠক থেকে তিনি সাফ জানান, শান্তি বিঘ্নিত করার চেষ্টা করলে কাউকেই রেয়াত করা হবে না। আগামী শনিবার রাজ্যে নতুন বিজেপি সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হওয়ার কথা রয়েছে। একদিকে যখন মুখ্যমন্ত্রী পদ নিয়ে রাজনৈতিক মহলে প্রবল জল্পনা চলছে, ঠিক তখনই বিভিন্ন প্রান্তে অশান্তির ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যবাসীকে আশ্বস্ত করে পুলিশ কমিশনার অনুরোধ করেছেন, কেউ যেন কোনও ভাবেই গুজবে কান না দেন। তিনি জানান, নির্বাচন পর্ব অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে মিটেছে এবং মানুষ নির্ভয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। সেই গণতান্ত্রিক পরিবেশ যেন কোনও ভাবেই কলুষিত না হয়, সেদিকে কড়া নজর রাখছে পুলিশ। এদিনের বৈঠক থেকে মিছিল এবং বিজয় র‍্যালি নিয়েও পুলিশের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছেন সিপি। তিনি জানান, নির্বাচনের আগে প্রতিটি মিছিল অনুমতির ভিত্তিতেই হয়েছে। এখন থেকে বিনা অনুমতিতে কোনও সভা বা মিছিল করলে পুলিশ কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেবে। বিশেষ করে ‘জেসিবি’ নিয়ে ইদানীং যে ধরনের উল্লাস প্রদর্শন দেখা যাচ্ছে, তার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন তিনি। পুলিশ কমিশনার হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘‘মিছিলে জেসিবি ব্যবহার করা যাবে না। এমনকি যেসব জেসিবি মালিকরা এই কাজের জন্য গাড়ি ভাড়া দেবেন, তাঁদের বিরুদ্ধেও আইনানুগ পদক্ষেপ করা হবে।’’ ইতিমধ্যেই অশান্তি ছড়ানোর অভিযোগে ৮০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তল্লাশি চালিয়ে বেশ কিছু অস্ত্রও উদ্ধার করেছে পুলিশ। অজয় নন্দ স্পষ্ট করে দেন,

ডিউটিতে থাকাকালীন কোনও পুলিশ কর্মীর গাফিলতি ধরা পড়লে তাঁর বিরুদ্ধেও বিভাগীয় তদন্ত ও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কোনও রাজনৈতিক হুমকি বা প্ররোচনায় পা না দিয়ে সাধারণ মানুষকে সরাসরি পুলিশের সাহায্য নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভুয়ো খবর বা ‘ফেক নিউজ’ রুখতেও সতর্ক করেছে লালবাজার। পুলিশ কমিশনারের পরামর্শ, যেকোনো খবরের সত্যতা যাচাই করতে শুধুমাত্র কলকাতা পুলিশের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট বা সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে নজর রাখতে হবে। অন্য কোনও সূত্রের অনির্ভরযোগ্য তথ্যে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য তিনি সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। প্রশাসনের এই কঠোর অবস্থানের পর শহরের স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে।

পিছন থেকে ছুরি মারল কংগ্রেস

টিভিকে-কংগ্রেস প্রসঙ্গে তোপ দিল ডিএমকে

চেন্নাই, ৬ মে: তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে নতুন করে উত্তাপ ছড়িয়েছে ডিএমকে ও কংগ্রেসের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন। অভিনেতা-রাজনীতিক বিজয়ের দল টিভিকে সরকার গঠনে সমর্থন দেওয়ার প্রশ্নে কংগ্রেসের অবস্থানকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছে ডিএমকে। ডিএমকের শীর্ষ নেতৃত্ব কংগ্রেসের এই পদক্ষেপকে ‘ব্যাকস্ট্যাবিং’ বা ‘পিছন থেকে ছুরি মারা’ বলে অভিহিত করেছে, যা জোট রাজনীতিতে বড় ফাটলের ইঙ্গিত দিচ্ছে। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার রাতে কংগ্রেস একটি ভার্চুয়াল বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা শর্তসাপেক্ষে টিভিকে-কে সমর্থন জানাতে প্রস্তুত। এই সমর্থনের বিনিময়ে কংগ্রেস মন্ত্রিসভায় নির্দিষ্ট সংখ্যক মন্ত্রিত্ব এবং বিভিন্ন সরকারি বোর্ডে চেয়ারম্যান পদ দাবি করেছে। জানা যাচ্ছে, বৃহস্পতিবার এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হতে পারে। এর পরপরই পনাইয়ুরে বিজয়ের সঙ্গে কংগ্রেস নেতাদের বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ ডিএমকে নেতৃত্ব মনে করছে, কংগ্রেস জোটের নৈতিকতা ভঙ্গ করেছে। তাদের দাবি, দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সমীকরণ ও বোঝাপড়া উপেক্ষা করে কংগ্রেস একতরফাভাবে নতুন সমীকরণ তৈরি করতে চাইছে। ডিএমকের একাধিক নেতা জানিয়েছেন, এই পদক্ষেপ শুধু রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতাকেই প্রশ্নের মুখে ফেলছে না, বরং ভবিষ্যতের জোট রাজনীতিকেও অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। অন্যদিকে, কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব এই সিদ্ধান্তকে

কৌশলগত পদক্ষেপ হিসেবে ব্যাখ্যা করছে। তাদের মতে, রাজ্যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি দ্রুত বদলাচ্ছে এবং সেই অনুযায়ী দলকে নতুন সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। কংগ্রেসের একাংশের দাবি, টিভিকে-র ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা এবং তরুণ ভোটারদের মধ্যে বিজয়ের প্রভাবকে মাথায় রেখেই এই সমর্থনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, বিজয়ের দল টিভিকে সম্প্রতি রাজনীতিতে প্রবেশ করেই উল্লেখযোগ্য জনসমর্থন অর্জন করেছে। বিশেষ করে যুবসমাজের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা তামিলনাড়ুর প্রচলিত রাজনৈতিক সমীকরণে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে কংগ্রেসের সমর্থন টিভিকে-র জন্য বড় শক্তি হয়ে উঠতে পারে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই ঘটনাপ্রবাহ তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে পারে। একদিকে পুরনো জোটে ফাটল, অন্যদিকে নতুন জোটের সম্ভাবনা-সব মিলিয়ে পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে। এখন দেখার বিষয়, কংগ্রেস ও টিভিকে-র সম্ভাব্য জোট কতটা কার্যকর হয় এবং ডিএমকে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা কীভাবে করে। এই নির্বাচনে টিভিকে ৬২ বছরের ডিএমকে-এআইএডিএমকে-র দাপট ভেঙে রাজ্যের একক বৃহত্তম দল হয়ে উঠেছে। ২৩৪টির মধ্যে জিতেছে ১০৮ আসন। দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাজাগাম পেয়েছে ৫৯ এবং সর্বভারতীয় আন্না দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাজাগাম পেয়েছে ৪৭। বিজয় নিজে লড়েছিলেন ত্রিচি পূর্ব এবং পেরম্বুর- দুটোতেই জয়। সূত্রের খবর, তিনি সম্ভবত ত্রিচি আসনটি ছাড়তে পারেন। সেই ক্ষেত্রে হবে উপনির্বাচন।

ভোট-পরবর্তী হিংসায় ক্ষুব্ধ জ্ঞানেশ, কঠোর পদক্ষেপের নির্দেশ

কলকাতা, ৬ মে ঃ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই বিভিন্ন জেলা থেকে হিংসা ও অশান্তির খবর আসছে। এরই প্রেক্ষিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। হিংসা ও ভাঙচুরের ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। তিনি রাজ্যের মুখ্য সচিব, ডিজিপি, কলকাতা পুলিশ কমিশনার, কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর মহাপরিচালক এবং সমস্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপার ও পুলিশ কর্তাদের সর্বক্ষণ টহল বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। যারা হিংসা ও ভাঙচুরে উস্কানি দেবে, তাদের অবিলম্বে গ্রেফতার করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।পশ্চিমবঙ্গে ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে কঠোর পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। কোথাও ভাঙচুর বা হিংসার ঘটনা দেখলেই অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেফতার করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। রাজ্যের মুখ্যসচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি, কলকাতার পুলিশ কমিশনার এবং কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনীর ডিরেক্টর জেনারেলকে সতর্ক থাকতে বলেছেন জ্ঞানেশ। সর্বদা নজরদারি চালাতে বলা হয়েছে জেলাশাসক এবং পুলিশকর্তাদেরও।

জলন্ধরের পর এবার অমৃতসর, বিস্ফোরণে ফের আতঙ্ক ছড়ালো পঞ্জাবে

অমৃতসর, ৬ মে ঃ জলন্ধরে বিএসএফ সদর দফতরের বাইরে বিস্ফোরণের পর এবার অমৃতসরে বিস্ফোরণের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছ়ায়েছে। জলন্ধরের ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পর অমৃতসরের সেনা ছাউনির কাছে আরও একটি বিস্ফোরণ হয়। সেনাবাহিনী ও বিএসএফ তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।ঘটনাটি খাসা রোডে সেনা ছাউনি এলাকার সীমানা প্রাচীরের কাছে ঘটেছে। কম তীব্রতার এই বিস্ফোরণে ক্ষয়ক্ষতি তেমন হয়নি। বিস্ফোরণের সঠিক প্রকৃতি এখনও নিশ্চিত করা যায়নি। অমৃতসর গ্রামীণ এসএসপি সোহেল কাসিম মীর ছাউনি এলাকার কাছে কম তীব্রতার বিস্ফোরণের শব্দ শোনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, মঙ্গলবার রাত প্রায় ১১টা ১৫ মিনিট নাগাদ খাসা রোডে একটি বিকট শব্দের খবর পাই, যার পর পুলিশের দল দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। আমরা দেখতে পাই যে সীমানা প্রাচীরে লাগানো একটি টিনের চাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে নিচে পড়ে গেছে।

ভোট-পরবর্তী হিংসাঃ আসানসোলে তৃণমূল কার্যালয়ে আগুন

আসানসোল, ৬ মে ঃ পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই বিভিন্ন জেলা থেকে হিংসা ও অশান্তির খবর আসছে । এরই প্রেক্ষিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার । হিংসা ও ভাঙচুরের ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। তার আগেই মঙ্গলবার মধ্য রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গেল আসানসোল উত্তর কেন্দ্রের একটি তৃণমূলের কার্যালয়।কোর্ট মোড় এলাকায় অবস্থিত ওই কার্যালয়ের পাশে একটি কেকের দোকান আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তৃণমূল কার্যালয় থেকে আগুন ছ়ায়ে প়ে পাশে কেকের দোকানে। গতকাল গভীর রাতে আসানসোলের কোর্ট মোড় এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের একটি কার্যালয়ে আগুন লেগে যায়। দমকল বাহিনী সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। আগুন লাগার কারণ এখনও জানা যায়নি। পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করছে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয় । এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

ভিয়েতনাম ভারতের 'অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি' এবং 'ভিশন ওশান'-এর প্রধান স্তম্ভ ঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৬ মে ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বুধবার নতুন দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি তো লামার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। পরে তাঁরা প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠকেও মিলিত হন। দুই দেশের মধ্যে বেশ কিছু ক্ষেত্রে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। পরে ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে যৌথ প্রেস বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভিয়েতনাম ভারতের 'অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি' এবং 'ভিশন ওশান'-এর প্রধান স্তম্ভ। ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলেও আমাদের একটি অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। আমাদের প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সহযোগিতা জোরদার করার মাধ্যমে আমরা আইনের শাসন, শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং সমৃদ্ধিতে অবদান রেখে যাব। ভিয়েতনামের সহযোগিতায় ভারত আসিয়ানের সঙ্গেও নিজস্ব সম্পর্ক আরও প্রসারিত করবে।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, আর্থিক সংযোগ আরও জোরদার করতে, আমরা আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। শীঘ্রই ভারতের ইউপিআই এবং ভিয়েতনামের ফাস্ট পেমেন্ট সিস্টেমও সংযুক্ত করা হবে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, এক দশক আগে, আমার ভিয়েতনাম সফরের সময়, ভিয়েতনাম আসিয়ানে ভারতের প্রথম পূর্ণাঙ্গ কৌশলগত অংশীদার হয়েছিল। তারপর থেকে, আমাদের সম্পর্ক দ্রুত ও ব্যাপকভাবে অগ্রসর হয়েছে। আমাদের সভ্যতাগত সম্পর্কের পাশাপাশি, আমাদের বাণিজ্য ও পর্যটন সম্পর্কও আরও শক্তিশালী হয়েছে।

প্রোজেক্ট ফ্রিডম কিছু সময়ের জন্য স্থগিত থাকবেঃডোনাল্ড ট্রাম্পগরম

ওয়াশিংটন, ৬ মে ঃপ্রোজেক্ট ফ্রিডম কিছু সময়ের জন্য স্থগিত থাকবে, এমনটাই জানালেন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প। বুধবার ট্রুথ সোশ্যাল সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে ট্রাম্প জানান, পাকিস্তান ও অন্যান্য দেশের অনুরোধের ভিত্তিতে, ইরানের বিরুদ্ধে অভিযানে আমরা যে, বিপুল সামরিক সাফল্য অর্জন করেছি এবং এর পাশাপাশি ইরানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে একটি পূর্ণাঙ্গ ও চূড়ান্ত চুক্তির দিকে যে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, সেই কারণে আমরা পারস্পরিকভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, অবরোধ পূর্ণমাত্রায় কার্যকর থাকা সত্ত্বেও, চুক্তিটি চূড়ান্ত ও স্বাক্ষরিত হতে পারে কি না তা খতিয়ে দেখার জন্য 'প্রোজেক্ট ফ্রিডম' (হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচল) স্বল্প সময়ের জন্য স্থগিত রাখা হবে।

তামিলনড়ু ও কেরলমে সরকার গঠনের প্রস্তুতি তুঙ্গে, জোরদার প্রস্তুতি পুদুচেরিতেও

চেন্নাই ও তিরুবনন্তপুরম, ৬ মেঃ তামিলনাড়ু ও কেরলমে সরকার গঠনের প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে, জোরদার প্রস্তুতি চলছে পুদুচেরিতেও। তামিলনাড়ুতে ইতিধ্যেই সরকার গঠনের তো়জো় শুরু হয়ে গিয়েছে। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যে অভূতপূর্ব সাফল্য পেয়েছে চিত্র তারকা তথা রাজনীতিবিদ বিজয়ের দল টিভিকে। দলের অভূতপূর্ব জয়ের পর নবনির্বাচিত বিধায়করা বিজয়কে তাঁদের দলনেতা নির্বাচিত করেছেন। বিজয়ই যে তামিলনা়ুর মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন, তা এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।বুধবারই রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে সরকার গঠনের দাবি জানিয়েছেন বিজয়। অন্যদিকে, তামিলনা়ুর রাজ্যপাল রাজেন্দ্র আরলেকের ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে এম কে স্ট্যালিনের ইস্তফা গ্রহণ করেছেন।কেরলমে এবারের বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ জোট। সেখানেও সরকার গঠনের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। ১৪০ আসনের কেরলম বিধানসভায় ইউডিএফ জিতেছে ১০২টিতে। কংগ্রেস একাই ৬৩ আসনে জিতেছে। আবার কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতে বিধানসভা নির্বাচনে এবারও জিতেছে এনডিএ। সেখানেও সরকার গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক ডঃ মনসুখ মান্ডভিয়া এবং সহ পর্যবেক্ষক নির্মল কুমার সুরানার উপস্থিতিতে বিজেপি কার্যালয়ে ইতিমধ্যেই বৈঠক হয়েছে। সেই বৈঠকে বিজেপি পরিষদীয় দলনেতা নির্বাচিত করা হয় এ নামাসিভায়মকে।

ত্রিবেণীগঞ্জে জনগণনা গৃহ-তালিকা কার্যক্রম পরিদর্শন করলেন এসডিএম

সুপাউল, ৬ মে ঃ বিহারের সুপাউলজেলার ত্রিবেণীগঞ্জ ব্লকের পিলুয়াহা পঞ্চায়েতে চলমান জনগণনা গৃহ তালিকা কার্যক্রম পরিদর্শন করলেন এসডিএম অভিষেক কুমার।বুধবার পরিদর্শনের সময় তিনি কাজের অগ্রগতি, গুণমান এবং নির্ধারিত মান বজায় রেখে কাজ হচ্ছে কি না তা খতিয়ে দেখেন। উপস্থিত কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে তিনি নির্দেশ দেন, এই কাজ

জনগণের সুস্বাস্থ্যের জন্য কাজ করছে দিল্লি সরকার ঃরেখা গুপ্তা

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৬ মেঃ দিল্লির জনগণের সুস্বাস্থ্যের জন্য কাজ করছে দিল্লি সরকার, এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রেখা গুপ্তা বলেন, দিল্লিতে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য হিট অ্যাকশন মোকাবেলা পরিকল্পনা চালু রয়েছে। আজ দিল্লি সরকার একটি বই সহ নিজস্ব হিট অ্যাকশন মোকাবেলা পরিকল্পনা চালু করেছে। ১৩টি জেলার জন্য ১৩টি ভ্যান রয়েছে, যেগুলিতে তাপ থেকে স্বস্তি দেওয়ার জন্য মানুষের মধ্যে বিতরণের জন্য ওয়াটার কুলার, প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম, ওআরএস, টুপি এবং তোয়ালে রয়েছে। দিল্লি সরকার বাইরে কাজ করা শ্রমিকদের নিয়ে চিন্তিত এবং এমনকি দুপুর ১টা থেকে ৪টা পর্যন্ত বিশ্রামের নির্দেশও দিয়েছে। দিল্লি সরকার দিল্লির মানুষের উন্নত স্বাস্থ্যের জন্য কাজ করছে বলে খবর সূত্র থেকে জানান।

নতুন সরকার গড়তে চূড়ান্ত তৎপরতাঃশুক্রবার বিধায়ক দলের বৈঠক, পরদিন ব্রিগেডে শপথ নেবে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৬ মে ঃ রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে। আগামী ৯ মে, শনিবার সকাল ১০টায় কলকাতার ঐতিহাসিক ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে ভারতীয় জনতা পার্টির নতুন মন্ত্রিসভার জমকালো শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই মেগা অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীনের উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। দলের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেয় এই ঘোষণা করা হয়েছে।শপথ গ্রহণকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলে সাজ সাজ রব শুরু হয়েছে। দফায় দফায় বৈঠক ডাকছে বিজেপি নেতৃত্ব। দলের সমস্ত নবনির্বাচিত বিধায়ককে জরুরি ভিত্তিতে কলকাতায় পৌঁছনোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একদিকে যেমন বিধানসভায় প্রশাসনিক তপরতা বেড়েছে, অন্যদিকে রাইটার্স বিল্ডিং বা মহাকরণকেও নতুনভাবে প্রস্তুত করা হচ্ছে। এদিন মহাকরণে গিয়ে দেখা গেল, অন্দরমহল সাফ-সুতরো করার পাশাপাশি বিদ্যু পরিষেবা ও অন্যান্য কারিগরি দিকগুলি খতিয়ে দেখছেন কর্মীরা।উল্লেখ্য, আগামী ৭ মে বর্তমান সরকারের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হতে চলেছে। এর পরদিন, ৮ মে শুক্রবার বিজেপির সমস্ত বিধায়ককে নিয়ে এক জরুরি বৈঠক ডাকা হয়েছে। সেই বৈঠকেই আনুষ্ঠানিকভাবে বিধায়ক দলের নেতা নির্বাচন করা হবে। তার পরদিন অর্থাৎ শনিবার ব্রিগেডের মঞ্চে নতুন সরকার শপথ নেবে বলে জানান।

৯ মে পর্যন্ত শুষ্ক আবহাওয়া জম্মু ও কাশ্মীরে, বৃষ্টি সম্ভাবনা নেই হিমাচলে

শ্রীনগর, ৬ মে ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের কোথাও আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। আগামী ৯ মে পর্যন্ত মূলত শুষ্ক থাকবে জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া। তবে, ১০ থেকে ১২ মে আবারও বদলাতে পারে আবহাওয়া। ওই সময়ে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি ও দমকা হাওয়া বইতে পারে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বুধবার থেকে শনিবার পর্যন্ত মূলত শুষ্ক থাকবে জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া। তবে, ১০-১২ মে আবারও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে।অন্যদিকে, হিমাচল প্রদেশের উঁচু ও মাঝারি পার্বত্য অঞ্চলে ৭ মে পর্যন্ত হালকা বৃষ্টিপাত হতে পারে। তারপর ৮ ও ৯ মে হিমাচল প্রদেশের সর্বত্র আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। নতুন একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে ১০ মে থেকে রাজ্যে আবারও ভারী বৃষ্টিপাত শুরু হতে পারে। আগামী কয়েকদিন হিমাচল প্রদেশের

বিধানসভা গঠনের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্নের পথে রাজ্য, লোকভবনে রাজ্যপালের সঙ্গে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের বৈঠক, নতুন সরকার গঠনে চূড়ান্ত তৎপরতা

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৬ মে- রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের সাংবিধানিক প্রক্রিয়া এবার আরও এক ধাপ এগোল। বুধবার লোকভবনে রাজ্যপাল রবীন্দ্র নারায়ণ রবির সঙ্গে সাক্ষা করেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল। এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন নির্বাচন কমিশনের এক উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দলও। দীর্ঘ প্রতীক্ষিত নির্বাচনী প্রক্রিয়ার আনুষ্ঠানিক পর্বকে সামনে রেখে এই সাক্ষাকে প্রশাসনিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।এদিন দুপুরে লোকভবনের ঐতিহাসিক থ্রোন হলে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে রাজ্যপালের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন বিধানসভা গঠনের বিজ্ঞপ্তি তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী ২৯৪টি কেন্দ্রের প্রার্থীদের শংসাপত্র সংক্রান্ত সমস্ত নথিও রাজ্যপালের কাছে জমা দেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক।এই ঘটনার মাধ্যমে রাজ্যে নতুন বিধানসভা গঠনের সাংবিধানিক প্রক্রিয়া কার্যত চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেল বলে প্রশাসনিক মহলের অভিমত। নির্বাচন কমিশনের এই পদক্ষেপের ফলে এখন রাজ্যপাল আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন সরকার গঠনের পরবর্তী ধাপগুলির দিকে অগ্রসর হবেন।লোকভবনে আয়োজিত এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিরা রাজ্যপালের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন। নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক, ভোট গণনার চূড়ান্ত রিপোর্ট, এবং নির্বাচিত বিধায়কদের তালিকা সংক্রান্ত প্রশাসনিক বিষয়গুলি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়। বৈঠক শেষে উপস্থিত আধিকারিকদের সঙ্গে একটি সৌজন্য ফটো সেশনেও অংশ নেন রাজ্যপাল ও কমিশনের প্রতিনিধিরা।প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা ও নিয়ম মেনে সম্পন্ন করা হয়েছে বলে জানানো হয় রাজ্যপালকে। নির্বাচিত বিধায়কদের শংসাপত্র হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে রাজ্যে নতুন বিধানসভা গঠনের আইনি ভিত্তি আরও দৃঢ় হলো।রাজ্য প্রশাসনের একাংশ মনে করছে, এই ধাপ সম্পন্ন হওয়ার পরই সরকার গঠনের জন্য রাজনৈতিক দলগুলির আনুষ্ঠানিক দাবি পেশের পথ আরও সুগম হবে। সাধারণত বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর রাজ্যপালই সরকার গঠনের জন্য সর্বাধিক আসন পাওয়া দল বা জোটকে আহ্বান জানান।এদিনের বৈঠককে কেন্দ্র করে লোকভবনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়। নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি দলের আগমনকে ঘিরে সকাল থেকেই প্রশাসনিক তপরতা লক্ষ্য করা যায়। থ্রোন হলে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় বৈঠকের আয়োজন করা হয়, যেখানে সাংবিধানিক রীতি অনুযায়ী সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয়।উল্লেখযোগ্যভাবে, নির্বাচনের পর এই ধরনের উচ্চপর্যায়ের বৈঠক রাজ্যের রাজনৈতিক ভবিষ্য নির্ধারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাজ্যপালের কাছে সমস্ত নথি হস্তান্তরের মাধ্যমে কার্যত নতুন বিধানসভা গঠনের প্রক্রিয়া শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যায়, যা পরবর্তী ধাপে সরকার গঠনের পথ প্রশস্ত করে।প্রশাসনিক মহল মনে করছে, এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরই রাজ্যে নতুন সরকারের শপথ গ্রহণের সময়সূচি নির্ধারণের বিষয়টি সামনে আসবে। যদিও সেই বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়নি, তবে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা ইতিমধ্যেই তুঙ্গে।এদিকে নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং জনগণের রায় যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। কমিশনের প্রতিনিধি দল রাজ্যপালকে সেই রিপোর্টও আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপন করে।রাজ্যপাল রবীন্দ্র নারায়ণ রবির ভূমিকা এই পর্যায়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রশাসনিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। কারণ সংবিধান অনুযায়ী, তিনিই নতুন সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় আহ্বান জানাবেন এবং শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দেবেন।লোকভবনের এই বৈঠকের মাধ্যমে রাজ্যে এক নতুন রাজনৈতিক অধ্যায়ের সূচনা প্রায় নিশ্চিত বলে মনে করা হচ্ছে। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা-কারা গঠন করতে চলেছে পরবর্তী সরকার এবং কবে হবে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান, সেই দিকেই নজর রাজ্যবাসীর।সব মিলিয়ে, বুধবারের এই প্রশাসনিক পদক্ষেপ রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মো। এনে দিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের আনুষ্ঠানিক নথি হস্তান্তর এবং জয়ী প্রার্থীদের তালিকা জমা দেওয়ার মধ্য দিয়ে নতুন সরকারের দিকে এক ধাপ এগিয়ে গেল রাজ্য।

রাষ্ট্রপতি ভবনে ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতিকে অভ্যর্থনা

নয়াদিল্লি, ৬ মে ঃ ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি তো লাম তিনদিনের ভারত সফরে। বুধবার সকালে রাষ্ট্রপতি ভবনে ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতিকে আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাষ্ট্রপতি ভবনে এদিন ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতিকে অভিবাদন জানানো হয়। মঙ্গলবারই বিহারের বুদ্ধগয়া সফর করেন তো লাম, এরপর নতুন দিল্লিতে এসে পৌঁছন তিনি। বুদ্ধগয়ায় মহাবোধী মন্দিরে পূজার্চনা করেন ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি। তিনি মঠও পরিদর্শন করেন। বিভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও যোগ দেন। এদিন সকালে রাষ্ট্রপতি ভবনে তাঁকে বিশেষ অভ্যর্থনা জানানো হয়। পাশাপাশি নতুন দিল্লির হায়দ্রাবাদ হাউসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন তিনি। গুরুত্বপূর্ণ সফরে তাঁর সঙ্গে রয়েছেন সে দেশের সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী ও ঊর্ধ্বতন কর্তাদের নিয়ে গঠিত একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল। এছাড়াও আছে একটি শক্তিশালী বাণিজ্যিক প্রতিনিধিদল। ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পর এটিই তো লাম-এর প্রথম ভারত সফর।

বিহারে ৭ মে মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ, সেজে উঠছে পাটনার গান্ধী ময়দান

পাটনা(সংবাদ সংস্থা), ৬ মে ঃ বিহারের নতুন মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধরির নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ ৭ মে, বৃহস্পতিবার। নতুন মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন, জেডি (ইউ) প্রধান তথা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার প্রমুখ।পটনার গান্ধী ময়দানে হবে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। সাজিয়ে তোলা হচ্ছে পাটনার গান্ধী ময়দান। এই অনুষ্ঠানের কথা মাথায় রেখে গান্ধী ময়দানে জনসাধারণের প্রবেশ সীমিত করা হয়েছে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে খবর সূত্র আজকে জানা যায়।

পঞ্জাবে বিস্ফোরণ-পরপর ঘটনায় আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন, স্বাতী মালিওয়ালের আক্রমণ

নয়াদিল্লি,অমৃতসর, ৬ মে ঃপঞ্জাবে পরপর বিস্ফোরণের ঘটনায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। এই আবহেই রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কড়া আক্রমণ শানালেন স্বাতী মালিওয়াল।বুধবার সামাজিক মাধ্যমে তিনি দাবি করেন, পঞ্জাবে একের পর এক বিস্ফোরণ ও গুলিচালনার ঘটনা রাজ্যের পরিস্থিতিকে উদ্বেগজনক করে তুলছে। সম্প্রতি রেললাইনে বিস্ফোরণের পাশাপাশি সংবেদনশীল এলাকাতেও হামলার ঘটনা সামনে এসেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এদিকে, অমৃতসর-এ ফের বিস্ফোরণের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা গিয়েছে, জলন্ধরে বিএসএফ সদর দফতরের বাইরে বিস্ফোরণের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অমৃতসরের খাসা রোডে সেনা ছাউনি এলাকার কাছে কম তীব্রতার একটি বিস্ফোরণ ঘটে। ঘটনায় তেমন কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর না মিললেও নিরাপত্তা বাহিনী তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে।অমৃতসর গ্রামীণ পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার রাত প্রায় ১১টা ১৫ মিনিট নাগাদ বিকট শব্দ শোনা যায়। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, সীমানা প্রাচীরের একটি টিনের কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিস্ফোরণের প্রকৃতি এখনও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।এই প্রেক্ষাপটে পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান-কে নিশানা করে মালিওয়াল অভিযোগ করেন, এমন পরিস্থিতির মধ্যেও সরকার যথাযথ পদক্ষেপ নিচ্ছে না। তিনি আরও বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বিধায়কদের নিয়ে দিল্লিতে ব্যস্ত থাকলেও রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটছে।সমগ্র পরিস্থিতি ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর বাড়ছে এবং পঞ্জাবের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে বিভিন্ন মহলে।

মমতার ১০০ আসন চুরির অভিযোগকে সমর্থন অধীর চৌধুরীর নিশানায় বিজেপি ও আইন-শৃঙ্খলা

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৬ মে ঃ রাজ্যের নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশের পর এক গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিক বৈঠকে একাধিক ইস্যুতে সরব হলেন কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। বিজেপি সরকার গঠনের পথে এগোলেও, বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তোলা ১০০টি আসন চুরির অভিযোগকে একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছেন না তিনি। অধীর চৌধুরীর মতে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ওপর মানুষের আস্থা বজায় রাখতে এই অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।বিজেপির জয়কে রাজ্যের রাজনৈতিক মানচিত্রে এক বড় পরিবর্তন হিসেবে স্বীকার করলেও অধীর বাবু বলেন, এটি কেবল একটি ফল নয়, বরং জনমতের পরিবর্তনের ইঙ্গিত। তবে কোনো রাজনৈতিক ঢেউকেই স্থায়ী মনে করা ভুল হবে, আগামী দিনে সমীকরণ আবারও বদলাতে পারে। ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি জানান, নতুন সরকার যদি সত্যিই 'পরিবর্তন' চায়, তবে সবার আগে আইন-শৃঙ্খলা মজবুত করতে হবে। তাঁর সাফ কথা, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার রাজনীতি থেকে দূরে সরে এসে মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই হওয়া উচিত নয়া সরকারের প্রধান লক্ষ্য।বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগপত্র এখনও রাজভবনে না পাঠানো নিয়ে রাজনৈতিক মহলে যে গুঞ্জন চলছে, সেই প্রসঙ্গে অধীর চৌধুরী বলেন, ক্ষমতা পরিবর্তন এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা, তবে সাংবিধানিক রীতিনীতি মেনে চলা জরুরি। পাশাপাশি, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে (মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন সংলগ্ন এলাকা) নিরাপত্তা শিথিল হওয়া এবং সাধারণ মানুষের যাতায়াত শুরু হওয়াকে তিনি পরিবর্তনের প্রতীক হিসেবে দেখলেও, নিরাপত্তার বিষয়ে আপস না করার পরামর্শ দিয়েছেন।পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু ও অসমের ফলাফল বিশ্লেষণ করে তিনি মেনে নিয়েছেন যে, জাতীয় স্তরে বিরোধী জোটের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। বিরোধীদের এখন গভীর আত্মবিশ্লেষণ প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।নিজের নির্বাচনী হার প্রসঙ্গে অধীর চৌধুরী অকপটে বলেন, ব্যক্তিগতভাবে আমি পরাজিত হয়েছি ঠিকই, কিন্তু মুর্শিদাবাদ জেলায় কংগ্রেস দুটি আসন পাওয়ায় কর্মীদের মধ্যে আশার আলো রয়েছে। বিশেষ করে হুমায়ুন কবীরের জয় প্রমাণ করে যে স্থানীয় স্তরে কংগ্রেসের জনভিত্তি এখনও মজবুত।পরিশেষে তিনি জানান, তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচন পূর্ববর্তী কড়া হুঁশিয়ারির জবাব মানুষ ব্যালটেই দিয়ে দিয়েছে। মানুষ এখন কেবল ক্ষমতা বদল নয়, বরং প্রকৃত উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও শান্তি চায়।

রাশিফল

মেষঃআজ স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনার পরিচিত মানুষদের মাধ্যমে উপার্জনের নতুন উৎস সৃষ্টি হবে। এছাড়াও আপনি বন্ধুদের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ তৈরি করতে পারবেন। আপনার জন্যে পরিবেশ প্রেমময় হয়ে উঠবে। শুধুমাত্র চারপাশে তাকান, সবকিছুই গোলাপী হয়ে উঠবে। আজ আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন আপনার প্রণয়ী আপনাকে কতটা ভালবাসে।

বৃষঃআজ বৃষ রাশির জন্য কিছু চ্যালেঞ্জে ভরা থাকতে পারে। আপনি মনে করতে পারেন, সবকিছু আপনার প্রত্যাশা অনুযায়ী হচ্ছে না। এটা আপনার জন্য নিজের দিকে তাকানোর এবং চারপাশের পরিস্থিতি বোঝার সময়। আজ আপনি একটু দুশ্চিন্তায় থাকতে পারেন, তাই মন শান্ত রাখা জরুরি। বিবাহের যোগ।

মিথুনঃআপনার মন ভাল জিনিষের প্রতি আগ্রহী হবে। ব্যবসায়িক কৃতিত্বের জন্য যাঁরা আপনার কাছে আসে তাঁদেরকে শুধু উপেক্ষা করুন। ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বা বন্ধুদের কাছ থেকে সুখবর দিয়ে দিনটি শুরু হবে। সতর্ক থাকুন, আপনার প্রেমের সঙ্গী আপনাকে তোষামোদ করতে পারে-আমাকে এই নিঃসঙ্গ পৃথিবীতে একা ছেড়ে যেও না বলতে পারে। আপনার লক্ষ্য পূরণে দুর্দান্ত সুযোগ পাওয়ার পক্ষে আজকের দিনটি ভালো। সন্তান হতে পারে।

কর্কট রাশি ঃ আজকের দিনটা কর্কট রাশির জন্য খুবই পজিটিভ আর উসাহজনক হবে। আজ আপনি আপনার চারপাশের মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের দিকে বিশেষ নজর দেবেন। আজ আপনার স্বতঃস্ফূর্ততা আর নম্রতা অন্যদের আপনার দিকে আকর্ষিত করবে। আপনার সম্পর্কগুলিতে আজ আবেগ আর মিষ্টতা, সঙ্গে বোঝাপড়া থাকবে।

সিংহঃ আপনার রুক্ষ মেজাজ আপনাকে কিছু ঝামেলায় ফেলতে পারে। অপ্রত্যাশিত রসিদগুলি আর্থিক বোঝা বাড়িয়ে তুলবে। আত্মীয়বন্ধুরা এক চমকার সন্ধ্যার জন্য চলে আসতে পারে। আবেগ প্রবণতাকে সামলে রাখুন নাহলে প্রেমের সম্পর্কে ভাঙন অনিবার্য।

কন্যাঃ আজকের দিনটা দারুণ সময়। আপনি এনার্জি আর উসাহে ভরপুর থাকবে, যেটা আপনার সব কাজেই পজিটিভিটি নিয়ে আসবে। আজ আপনি অনুভব করবেন আপনার চিন্তাভাবনা পরিষ্কার, যেটা আপনার চারপাশের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক আরও মজবুত করবে। শুভদিন।

তুলাঃএকটি আমোদপ্রমোদ এবং মজার দিন। একাধিক উৎস থেকে আর্থিক লাভ হবে। যারা মানসিক ভরসা চাইছেন তারা হয়তো বয়স্কদেরকে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে দেখবেন। সন্তান হতে পারে

বৃশ্চিকঃ আজকের দিনটা বৃশ্চিকের জন্য দারুণ হবে। আপনার সম্পর্কগুলোতে নতুন একটা এনার্জি অনুভব করবেন। অর্থ ব্যয়।

ধনুঃ অসুস্থতা থেকে সেরে ওঠার সুযোগ বেশী যা আপনাকে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলাতে অংশ নিতে সাহায্য করবে।

মকরঃ আজ মকরদের জন্য দিনটা চ্যালেঞ্জে ভরা থাকবে। এই সময়টা আপনার জন্য একটু অস্থির হতে পারে, কারণ চারপাশের পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে আপনার অসুবিধা হতে পারে। অর্থের ব্যয়।

কুম্ভঃআপনার মধ্যে শক্তির প্রাচুর্যতা থাকবে- কিন্তু কাজের চাপ আপনার বিরক্তের কারণ হবে। আপনার সময় এবং অর্থকে মূল্য দেওয়া উচিত অন্যথায় আসন্ন সময়টি ঝামেলা এবং চ্যালেঞ্জ দ্বারা পূর্ণ। শুভদিন

মীনঃআজকের দিনটা মীনের জন্য দারুণ একটা অভিজ্ঞতা নিয়ে আসবে। ব্যবসায় সাফল্য হতে পারে

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা ক্রমশ কমবে। বৃদ্ধি পেতে পারে গরম ও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী ২৪ ঘণ্টায় বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ায় হতে পারে ঝড়-বৃষ্টি।তবে, এবার ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা অনেকটাই কমবে। ঝ়-বৃষ্টির সম্ভাবনা কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গরমও বা়তে পারে। উত্তরবঙ্গের বাকি জেলাতেও বজ্রবিদ্যু-সহ বৃষ্টি এবং ঝোড়ো বাতাসের পূর্বাভাস রয়েছে। আগামী শনিবার থেকে উত্তরবঙ্গেও ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে বলে জানা গিয়েছে।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯০শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৬০ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হতে পারে না হতে আবহাওয়া সূত্র জানা যায়।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫৪মিনিট এবং রাত ০৬ টা ৪০মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০২টা ৫৩মিনিট এবং রাত ০১টা ৫৩ মিনিট। সূর্যউদয় সকাল ৫ টা ১১মনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০২মিনিটে হতে পারে।

ভোট ফল ঘিরে তীব্র সংঘাত, পদত্যাগে অনড় মমতা, সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার পথে তৃণমূল

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৬ মে ঃ রাজ্যের সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘিরে রাজনৈতিক উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে। ফলপ্রকাশের পর থেকেই পরিস্থিতি যে অস্বাভাবিক দিকে এগোচ্ছে, তা স্পষ্ট হযে.উঠেছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের অবস্থান থেকেই। দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাদ্যায় স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি কোনওভাবেই পদত্যাগ করবেন না। বরং প্রয়োজনে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হলেও তিনি নিজের অবস্থানে অনড় থাকবেন। বুধবার কলকাতার কালীঘাটে নবনির্বাচিত প্রার্থীদের সঙ্গে বৈঠকে একই অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেন তৃণমূল নেত্রী। বৈঠকে তিনি বলেন, আমি গিয়ে পদত্যাগ করব না। রাষ্ট্রপতি শাসন হলে হোক, রেকর্ড থাকুক। তাঁর এই মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। পাশাপাশি নতুন সরকারের শপথ গ্রহণের দিন দলীয় কার্যালয়গুলিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজানোর নির্দেশও দেন তিনি, যা প্রতীকী প্রতিবাদের ইঙ্গিত বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। নিনর্বাচন কমিশন-এর ঘোষিত ফল অনুযায়ী, এবারের নির্বাচনে ২০৭টি আসনে জয়লাভ করেছে ভবারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি), ফলে তারা স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসকে পরাজয়ের মুখ দেখতে হয়েছে। তবে এই ফলাফল মানতে নারাজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ইতিমধ্যেই ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, খুব শীঘ্রই তিনি সুমি কোর্ট-এর দ্বারস্থ হতে পারেন।এই প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমি আদালতে যাব। চন্দ্রিমাও আবার

প্র্যাকটিস করবে। নানা মামলা আমরা নিজেরাই লড়ব। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, দলের অন্যান্য নেতারা-যেমন বিপ্লব মিত্র ও বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়-আইনজীবী হিসেবে এই লড়াইয়ে অংশ নেবেন। উল্লেখ্য, অতীতেও মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি নিজে সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে মামলায় সওয়াল করেছেন, যা তার আইনি লড়াইয়ের অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরে। বৈঠকে দলের বর্তমান সংকট নিয়েও সরব হন তৃণমূল নেত্রী। তিনি দলের সকল নেতা-কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার বার্তা দেন এবং ‘ একসঙ্গে লড়াই করার আহ্বান জানান। দলের একাংশের মতে, এই ভরাডুবির পেছনে অন্তর্ঘাতের ভূমিকা থাকতে পারে। সেই প্রেক্ষিতে মমতা বলেন, যে বা যারা অন্তর্ঘাত করছে, তাদের নাম দিন। এই মন্তব্য থেকেই স্পষ্ট, দলের ভেতরে ভাঙনের আশঙ্কা তিনি নিজেও উপলব্ধি করছেন।মঙ্গলবারের সাংবাদিক বৈঠকেও তিনি এই আশঙ্কার কথা প্রকাশ করেছিলেন। তবে বরাবরের মতোই আত্মবিশ্বাসী সুরে তিনি বলেন, আমিও একসময. একা ছিলাম, লড়াই করে ঘুরে দাঁড়িয়েছি। দলও আবার ঘুরে দাঁড়াবে। তাঁর এই বক্তব্য কর্মীদের মনোবল বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই দেওয়া হয়েছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।এদিকে ভোটের ফল ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। কলকাতা-সহ একাধিক জেলায় তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে হামলার অভিযোগ উঠেছে। এই পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে আগামী সপ্তাহে একটি ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।এই বিষয়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বলেন, ভোট-পরবর্তী হিংসা হচ্ছে। যেখানে অভিযোগ নেওয়া হচ্ছে না, সেখানে অনলাইনে অভিযোগ জানান। তিনি আরও জানান, প্রয়োজনে এই বিষয়েও আদালতের দ্বারস্থ হওয়া হবে। তাঁর কথায়, আইনি ও রাজনৈতিক-দুই ক্ষেত্রেই লড়াই চালিয়ে যাবে দল।অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আরও স্পষ্ট করেন যে, দলের সাংগঠনিক দায়িত্ব মূলত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই সামলাবেন। তিনি নিজে একজন ‘ মতো তাঁর পাশে থেকে কাজ করবেন। এই মন্তব্য দলের অভ্যন্তরীণ নেতৃত্ব কাঠামো এবং ভবিষ্য কৌশলের একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে।বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজ্যের রাজনীতি এক জটিল মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে। একদিকে নির্বাচনে পরাজযের পরও তৃণমূল নেতৃত্ব ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ জানাতে প্রস্তুত, অন্যদিকে বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠনের পথে এগোচ্ছে। এই দ্বন্দ্ব আগামী দিনে আরও তীব্র হতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে।সব মিলিয়ে, আইনি লড়াই, রাজনৈতিক সংঘাত এবং সংগঠনগত চ্যালেঞ্জ-এই তিনটি দিকেই এখন তৃণমূল কংগ্রেসকে একসঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃঢ় অবস্থান এবং সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার সিদ্ধান্ত রাজ্যের রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এখন দেখার, আদালতের দ্বারস্থ হয়ে এই পরিস্থিতির কী সমাধান খুঁজে পায় তৃণমূল এবং তা রাজ্যের রাজনৈতিক ভবিষ্যকে কীভাবে প্রভাবিত করে।

নিউটাউনে বিজেপি কর্মী খুনে গ্রেপ্তার তৃণমূল নেতা-সহ চার,পালানোর ছক ভেস্তে দিল পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৬ মে ঃ রাজ্যে ভোট পরবর্তী হিংসার আবহে নিউটাউনে বিজেপি কর্মী খুনের ঘটনায় ব।স। সাফল্য পেল পুলিশ। এই ঘটনায় অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা কমল মণ্ডল-সহ মোট চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্তে নেমে টেকনোসিটি থানার পুলিশ সীমান্তবর্তী বনগাঁর গোপালনগর কল্যাণপুর এলাকা থেকে তাঁদের পাক।াও করে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, খুনের পর অভিযুক্তরা বাংলাদেশে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিল। মঙ্গলবার বিকেলে নিউটাউন চত্বরে ঘটে যাওয়া এই খুনের ঘটনাকে কেঃদ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছ।য়িয়ে প।ে। নিহত বিজেপি কর্মীর নাম মধু মণ্ডল। তিনি রাজারহাট-নিউটাউন বিধানসভা এলাকার বালিগরি অঞ্চলের বাসিঃদা ছিলেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা কমল মণ্ডলের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের জমি সংক্রান্ত বিবাদ ছিল। সাম্প্রতিক নির্বাচনে বিজেপির বিপুল জয়ের পর সেই পুরনো বিরোধ নতুন করে তীব্র আকার নেয় বলেই অভিযোগ। এদিনই বিকেলের দিকে মধু মণ্ডলের উপর আচমকা হামলা চালানো হয়। অভিযোগ, কমল মণ্ডল ও তাঁর অনুগামীরা তাঁকে ঘিরে ধরে বেধ।ক মারধর করে। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনার পরই এলাকায়

তীব্র উত্তেজনা ছ।ায়ে প।ে এবং রাজনৈতিক তরজা চরমে ওঠে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ এবং তদন্ত শুরু করে। বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালানোর পর গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তদন্তকারীরা বনগাঁর গোপালনগর কল্যাণপুর এলাকায় হানা দেয়। সেখান থেকেই ভোররাতে মূল অভিযুক্ত কমল মণ্ডল-সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগে মামলা রুজু করা হয়েছে এবং বুধবার তাঁদের আদালতে তোলা হয়েছে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কমল মণ্ডল রাজারহাট পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন সদস্য। তাঁর স্ত্রী চামেলি মণ্ডল বর্তমানে ওই পঞ্চায়েতের সদস্য হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন। এই ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা আরও বা।ে এবং ক্ষুব্ধ জনতা অভিযুক্তের বাড়ি ঘেরাও করে ভাঙচুর চালায়। এলাকার সদ্য নির্বাচিত বিধায়ক পীযূষ কানোরিয়া এই ঘটনার তীব্র নিঃদা করে দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। তবে এই ঘটনায় ফের একবার রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

এন্টালিতে রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার, যুবক খুনে গ্যাং সংঘর্ষের ইঙ্গিত-রাজনৈতিক যোগ উড়িয়ে পুলিশের দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৬ মে ঃ খাস কলকাতার এন্টালি এলাকায় এক যুবককে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মঙ্গলবার গভীর রাতে মালিপাড়া অঞ্চলে ঘটে যাওয়া এই ঘটনায় নিহত যুবকের নাম তাপস নস্কর। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লেও কলকাতা পুলিশের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, এই খুনের সঙ্গে রাজনৈতিক কোনও যোগ নেই। বরং প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, দু’টি গোষ্ঠীর মধ্যে দীর্ঘদিনের বিবাদের জেরেই এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তাপস নস্কর স্থানীয়ভাবে পরিচিত মুখ ছিলেন এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল বলে জানা যায়। তবে পুলিশের দাবি, তাঁর রাজনৈতিক পরিচয় এই ঘটনার মূল কারণ নয়। কলকাতা পুলিশের কমিশনার অজয় নন্দা জানিয়েছেন, এটি সম্পূর্ণভাবে গ্যাং সংঘর্ষের ফলাফল। ইতিমধ্যে এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তথ্য জানার চেষ্টা চলছে। স্থানীয় সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, এলাকায় এক প্রভাবশালী তৃণমূল নেতার ঘনিষ্ঠ হিসেবে তাপস প্রমোটিং সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে যুক্ত ছিলেন। অভিযোগ রয়েছে, বৈধ কাজের পাশাপাশি বেশ কিছু অবৈধ কার্যকলাপের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। পুলিশের নথি অনুযায়ী, তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ আগেই দায়ের হয়েছিল। নির্বাচনের আগে তাঁকে সতর্ক করা হয়েছিল এবং এমনকী নজরবন্দিও করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু সেই অবস্থাতেই তিনি এলাকা ছেড়ে চলে যান বলে জানা যায়। ভোট পর্ব মিটতেই ফের এলাকায় ফিরে আসেন তাপস নস্কর। আর তার কিছুদিনের মধ্যেই এই মর্মান্তিক পরিণতি। মঙ্গলবার গভীর রাতে এন্টালির চৌধুরী লেনে রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাটি দেখে

আতঙ্কিত হয়ে পড়েন তাঁরা এবং সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে খবর দেন। কলকাতা পুলিশের টহলদারি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাপসকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ জানিয়েছে, তাপস নস্করের শরীরে একাধিক ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে, যা থেকে অনুমান করা হচ্ছে তাঁকে লক্ষ্য করেই এই হামলা চালানো হয়েছিল। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে এবং সেই রিপোর্ট হাতে এলেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ও ঘটনার বিস্তারিত স্পষ্ট হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে, এই ঘটনার পর নিহতের স্ত্রী স্থানীয় থানায় একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। তাঁর দাবি, পূর্বপরিকল্পিতভাবেই তাপসকে খুন করা হয়েছে এবং এর পেছনে একাধিক ব্যক্তি জড়িত। পুলিশ সেই অভিযোগ খতিয়ে দেখছে এবং ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন সন্দেহভাজনের নাম উঠে এসেছে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনা প্রসঙ্গে কলকাতা পুলিশের কমিশনার অজয় নন্দা বলেন, এটি মূলত দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের ফল। নির্মাণ ব্যবসা সংক্রান্ত বিবাদ থেকেই এই ঘটনার সূত্রপাত। নিহত ব্যক্তি কিছুদিন এলাকা ছেড়ে বাইরে ছিলেন, সম্প্রতি ফের এলাকায় ফিরতেই এই হামলা চালানো হয়। তিনি আরও আশ্বাস দিয়েছেন, এই ঘটনায় জড়িত কাউকেই রেহাই দেওয়া হবে না এবং দ্রুত সকল অভিযুক্তকে আইনের আওতায় আনা হবে। ঘটনার পর এলাকায় পুলিশের নজরদারি বাড়ানো হয়েছে এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্য অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। যদিও এলাকায় এখন আপাত শান্তি বিরাজ করছে, তবুও এই খুনের ঘটনার অভিঘাতে আতঙ্কে রয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

সাগরে ভোট পরবর্তী হিংসা, বিজেপি কর্মীর স্ত্রীকে মারধর ও শ্লীলতাহানির অভিযোগে চাঞ্চল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা,সাগর, ৬ মে ঃ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই একাধিক জায়গায় রাজনৈতিক অশান্তির অভিযোগ সামনে আসছে। সেই আবহে এবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগর এলাকায় এক চাঞ্চল্যকর ঘটনার খবর মিলল। অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে এক বিজেপি কর্মীর বা।িতে হামলা চালিয়ে তাঁর স্ত্রীকে টেনে হিঁচ।ে বাইরে এনে বেধ।ক মারধর করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ওই মহিলার শ্লীলতাহানির অভিযোগও উঠেছে। ঘটনাকে কেঃদ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে সাগরের রামগ।চর এলাকায়। অভিযোগ, মঙ্গলবার গভীর রাতে তৃণমূলের কয়েকজন কর্মী বিজেপি কর্মী প্রণব মাটিয়ার বাড়িতে হানা দেয়। তখন বাড়িতে ওই কর্মীর স্ত্রী একাই ছিলেন। রাত প্রায় আড়াইটে নাগাদ হামলাকারীরা জোর করে বাড়িতে ঢুকে তাঁকে টেনে হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে আসে। এরপর তাঁর উপর শুরু হয় নির্মম অত্যাচার। চুলের মুঠি ধরে মারধর করা হয় এবং তাঁকে শারীরিকভাবে হেনস্থা করা হয় বলে অভিযোগ। অভিযোগ আরও গুরুতর, হামলাকারীরা ওই মহিলার শ্লীলতাহানিও করে। তাঁকে যাতে চিৎকার করতে না পারে, সেজন্য তাঁর গলা চেপে ধরা হয়েছিল বলেও অভিযোগ উঠেছে। দীর্ঘক্ষণ ধরে অত্যাচার চালানোর পর তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লে দুষ্কৃতীরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে সাগর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করেন। বর্তমানে সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে। ঘটনার পর সাগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে এবং অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। যদিও এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কি না, সে বিষয়ে স্পষ্ট কিছু জানা যায়নি। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের দিক থেকেও ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। দক্ষিণ ২৪ পরগনা দীর্ঘদিন ধরেই তৃণমূল কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত ছিল। তবে এবারের নির্বাচনে সেখানে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে বিজেপি। জেলায় মোট ১০টি আসনে জয় পেয়েছে গেরুয়া শিবির। সাগর বিধানসভা কেন্দ্রেও জয়ী হয়েছে বিজেপি প্রার্থী সুমন্ত মণ্ডল, যেখানে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ও তৃণমূল নেতা বঙ্কিম হাজরা পরাজিত হয়েছেন। এই ফলাফলের পরেই এলাকায় প্রতিহিংসার রাজনীতি শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। দলের মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক বিকাশ কাপিলা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে জানিয়েছেন, ভোটে পরাজয়ের পর তৃণমূল কর্মীরা এলাকায় ভয় দেখানো এবং হিংসার পথ বেছে নিয়েছে। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। যদিও এই ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে গোটা এলাকা। সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। সব মিলিয়ে, ভোট পরবর্তী হিংসার জেরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে উদ্বেগ বা।ছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করা হলেও এই ধরনের ঘটনা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলছে। এখন দেখার, তদন্তে কী উঠে আসে এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ নেয় পুলিশ।

নতুন সরকার, রাইটার্স থেকেই প্রশাসন চালানোর প্রস্তুতি জোরদার

দূরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক ঃ বাংলায় রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে নতুন সরকার গঠনের প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে। জানা গিয়েছে, আগামী ২৫ বৈশাখ রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী শপথ গ্রহণ করবেন। সেই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হতে পারে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে, যা ঘিরে ইতিমধ্যেই জোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। বিজেপির নেতৃত্বে গঠিত হতে চলা নতুন সরকারের এই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানকে কেঃদ্র করে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য তুঙ্গে। শুধু শপথ অনুষ্ঠানই নয়, প্রশাসনিক কাঠামোতেও ব। পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছে। এতদিন গঙ্গার ওপারে নবান্ন থেকে রাজ্যের প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালিত হলেও, এবার সেই ধারা বদলাতে চলেছে। বিজেপি নেতৃত্ব আগেই জানিয়েছিল, নতুন সরকার রাইটার্স বিল্ডিং, অর্থাৎ মহাকরণ থেকেই প্রশাসন চালাবে। সেই ঘোষণা বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই ইতিমধ্যেই মহাকরণে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে জোরকদমে। মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর কোথায় হবে, কোন মন্ত্রী কোন কক্ষে বসবেন-এসব বিষয়ে প্রাথমিক পরিকল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে। রাজ্যের পূর্ত দফতর বা পিডব্লিউডি-কে মহাকরণ পরিদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। পরিদর্শনের পর নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে পুলিশের সঙ্গে বৈঠকও হতে পারে। পাশাপাশি, রাজ্যের মুখ্যসচিবও মহাকরণ পরিদর্শনে যেতে পারেন বলে প্রশাসনিক মহলে জল্পনা রয়েছে। মহাকরণের বিভিন্ন অংশকে নতুন করে ব্যবহারযোগ্য করে তোলার কাজও শুরু হয়েছে। বিশেষ করে সামনের অংশকে পুনরায় সক্রিয় করার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। দীর্ঘদিন পর এই ঐতিহাসিক ভবনে প্রশাসনিক কাজ ফের শুরু হতে চলায় অবকাঠামোগত দিকগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতেও আলাদা করে পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, নির্বাচনের আগে থেকেই বিজেপি নেতৃত্ব দাবি করে আসছিল, তারা ক্ষমতায় এলে প্রশাসনের কেন্দ্রস্থল পরিবর্তন করবে। সেই প্রতিশ্রুতিই এবার বাস্তব রূপ পেতে চলেছে। রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য স্পষ্ট জানিয়েছেন, তাঁদের সরকার নবান্ন নয়, রাইটার্স বিল্ডিং থেকেই পরিচালিত হবে। এই সিদ্ধান্তকে অনেকেই প্রতীকী পরিবর্তন হিসেবেও দেখছেন। এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী পদ নিয়ে জল্পনা এখনও কাটেনি। পরিষদীয় দলনেতা নির্বাচনের জন্য কেঃদ্রীয় নেতৃত্ব সরাসরি উদ্যোগী হয়েছে। সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কলকাতায় এসে বৈঠক করবেন জয়ী বিধায়ক ও রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহনচরণ মাঝিও থাকতে পারেন। এই বৈঠকের পরই চূড়ান্ত হবে পরিষদীয় দলনেতার নাম, যিনি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন। সব মিলিয়ে, বাংলায় নতুন সরকারের সূচনা ঘিরে একদিকে যেমন উৎসবের আবহ, অন্যদিকে তেমনি প্রশাসনিক পরিবর্তনের প্রস্তুতিও চলছে জোরদারভাবে। এখন সকলের নজর ২৫ বৈশাখের দিকে, যেদিন আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে নতুন অধ্যায়।

হাওড়া পুরসভায় গিয়ে স্থায়ী এবং অস্থায়ী কর্মীদের সমস্যার কথা শুনলেন বিজেপির জেলা সভাপতি

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া, ৬ মে ঃ ক্ষমতায় এসেই হাওড়া পুরসভায় গিয়ে স্থায়ী এবং অস্থায়ী কর্মীদের সমস্যার কথা শুনলেন বিজেপির জেলা সভাপতি, সমস্যার সমাধান করবই জানালেন গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য। হাওড়া পুরসভায় খুব শীঘ্রই নির্বাচন হবে এবং আগামী দিন সুষ্ঠু নাগরিক পরিষেবা মানুষ এখানে পাবেন। এমনটাই দাবি করলেন বিজেপির হাওড়া জেলা সদরের সভাপতি গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য। বুধবার দুপুরে তিনি হাওড়া পুরসভায. আসেন। পুরসভার কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। স্থায়ী, অস্থায়ী কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। কন্ট্রাকচুয়াল কর্মীরা তাঁর কাছে সমকাজে সমবেতনের আবেদন জানান। গৌরাঙ্গ বাবু বলেন, ’বিজেপি সরকার নাগরিক উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। হাওড়া পুরসভায় দীর্ঘদিন নির্বাচিত পুরবোর্ড নেই। এখানে যাতে দ্রুত নির্বাচন হয় এবং পুর পরিষেবা মানুষ পান তা আমরা চাই। হাওড়া পুরসভায় গিয়ে আজ আমরা সেখানকার কর্মীদের সঙ্গে কথা বললাম। স্থায়ী এবং অস্থায়ী কর্মীদের সমস্যার কথা শুনলাম। এই সমস্যার সমাধান আমরা করবই। তারজন্য কিছুটা সময় চাই। বিজেপির মনোভাবাপন্ন যারা রয়েছেন

তাঁদের বসার জন্য যাতে একটা ঘর দেওয়া যায় এই নিয়ে কমিশনারের সঙ্গে কথা বললাম। সামনে বর্ষা আসছে কিভাবে এর মোকাবিলা করা যায় সে নিয়েও ওনার সঙ্গে আলোচনা করলাম। এর পাশাপাশি জঞ্জাল এবং নাগরিক পরিষেবা নিয়েও কমিশনারের সঙ্গে আলোচনা করলাম। এর পাশাপাশি আজকে আমরা হাওড়া জেলা হাসপাতালে গিয়েও সুপারের সঙ্গেও স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে আলোচনা করলাম।’ এদিন বিজেপির প্রতিনিধি দলে ছিলেন অজয় মান্না, দুর্গাবতী সিং সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

দুষ্কৃতিদের যেন প্রশ্রয় দেওয়া না হয়, থানায় ডেপুটেশন বিজেপির

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া, ৬ মে ঃ দলমত নির্বিশেষে রং না দেখে দুষ্কৃতিদের যেন প্রশ্রয় দেওয়া না হয়, থানায় ডেপুটেশন বিজেপির প্রাক্তন জেলা সভাপতির। গত ৪ তারিখ নির্বাচনের ফল বেরোনোর পর থেকেই হাওড়া শহরের বিভিন্ন জায়গায় দুষ্কৃতীরা রাতারাতি ভোলবদল করে বিজেপির ঝান্ডা নিয়ে তান্ডব চালাচ্ছে বলে অভিযোগ তোলেন হাওড়া জেলা সদর বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি ও রাজ্য কমিটির সদস্য দেবাঞ্জল চ্যাটার্জি। তাঁর অভিযোগ, ’হাওড়ায় অটো এবং টোটো ইউনিয়নরা রাতারাতি বিজেপির ঝান্ডা লাগিয়ে অবৈধ কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে।’ বুধবার এর বিরুদ্ধে বিজেপির এক প্রতিনিধি দল হাওড়া থানায় ডেপুটেশন দেন। আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন। এদিন দেবাঞ্জল চ্যাটার্জির নেতৃত্বে বিজেপির এক প্রতিনিধি দল হাওড়ার পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করেন। এই দলে ছিলেন মধ্য হাওড়ায় দলের আহ্বায়ক শিব শংকর সাধুখাঁ, মধ্য হাওড়া মন্ডল-২ এর সাধারণ সম্পাদক ওমরীশ ঠাকুর, সহ-সভাপতি রাখহরি সেন, মধ্য হাওড়া তিন নম্বর মন্ডলের সভাপতি সুধীর সিং। দেবাঞ্জল চ্যাটার্জি বলেন, ’আমরা লক্ষ্য করছি নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই বেশ কিছু দুষ্কৃতি রাতারাতি ভোলবদল করে ভারতীয় জনতা পার্টির নাম নিয়ে বেশ কিছু দু’নম্বরি কার্যকলাপ সংঘটিত করার চেষ্টা করছে। অটো এবং টোটো ইউনিয়নরা রাতারাতি বিজেপির ঝান্ডা লাগিয়ে তাদের অবৈধ কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য এর নির্দেশ দলমত নির্বিশেষে কোনও রং না দেখে কোনওরকম দুষ্কৃতিদের যেন প্রশ্রয় না দেওয়া হয়। আমরা প্রতিনিধি দলের তরফ থেকে পুলিশ প্রশাসনের কাছে দাবি করেছি, রাতারাতি কেউ ভারতীয় জনতা পার্টির ঝান্ডা নিয়ে ঘুরে বেরিয়ে দু’নম্বরি কার্যকলাপ সংগঠিত করলে কঠোর হাতে দমন করুন এবং এদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।’

রাজনৈতিক হিংসা নিয়ে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি হাওড়া জেলা প্রশাসনের

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া, ৬ মে ঃ ভোট পরবর্তী রাজনৈতিক হিংসা নিয়ে এবার ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি নিল হাওড়া জেলা প্রশাসন, ’অশান্তি’ হলেই কড়া ব্যবস্থা। কোনও অভিযোগ পেলেই রং না দেখে ক।। ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। বুধবার সকালে এই নিয়ে হাওড়ার নিউ কালেক্টর ভবনে এক সাংবাদিক বৈঠক করেন হাওড়ার জেলাশাসক ডঃ পি দীপাপপ্রিয়া, হাওড়া সিটি পুলিশের কমিশনার অখিলেশ কুমার চতুর্বেদী, হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিশ সুপার সুবিমল পাল সহ কেন্দ্রীয় বাহিনীর দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসাররা। তাঁরা বলেন, জেলার কিছু জায়গায় রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা ঘটেছে। সব ক্ষেত্রেই দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। উদয়নারায়ণপুরের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সহ দু’জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সমস্ত থানাগুলিকে এব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। ‘ রেসপন্স’ টিম সবসময় বিভিন্ন এলাকায় টহল দিচ্ছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে প্রতিটি থানাতেই সর্বদলীয় বৈঠক করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি এখন থেকে সমস্ত বিজয় মিছিলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। কোনও বিজয় করা যাবে না বলে মঙ্গলবার রাতে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে বলে পুলিশ কমিশনার অখিলেশ কুমার চতুর্বেদী জানিয়েছেন। অন্যদিকে, হাওড়ায় প্রাক্তন মেয়র পারিষদের উপর হামলার ঘটনায় অভিযোগ দায়ের না হলে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করবে

পুলিশ। বুধবারের ওই সাংবাদিক বৈঠকে হাওড়ার পুলিশ কমিশনার জানান, ওই ঘটনায় অভিযোগ দায়ের না হলে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করবে পুলিশ। প্রসঙ্গতঃ ’বেধড়ক’ ওই মারধরের ছবি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়। যদিও সেই ভিডিও ছবির সত্যতা যাচাই করেনি সংবাদমাধ্যম। ঘটনাটি ঘটে হাওড়া পুরসভার ২৬ নম্বর ওয়ার্ডে। ভিডিও-তে দেখা যায়, একাধিক দুষ্কৃতী তাঁকে ঘিরে ধরে মারধর করছে। কি কারণে ওই ঘটনা ঘটেছে তা পরিস্কার নয়। বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরবর্তী সময়ে ওই ঘটনায় ভাইরাল ভিডিও খতিয়ে দেখে অভিযুক্তদের সনাক্ত করার প্রক্রিয়া চলছে। তৃণমূলের দাবি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ওই হামলা চালানো হয়েছে। দলমত নির্বিশেষে রং না দেখে দুষ্কৃতিদের যেন প্রশ্রয় দেওয়া না হয়, থানায় ডেপুটেশন বিজেপির প্রাক্তন জেলা সভাপতির। গত ৪ তারিখ নির্বাচনের ফল বেরোনোর পর থেকেই হাওড়া শহরের বিভিন্ন জায়গায় দুষ্কৃতীরা রাতারাতি ভোলবদল করে বিজেপির ঝান্ডা নিয়ে তান্ডব চালাচ্ছে বলে অভিযোগ তোলেন হাওড়া জেলা সদর বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি ও রাজ্য কমিটির সদস্য দেবাঞ্জল চ্যাটার্জি।

এলাকায় বিশৃঙ্খলা অশান্তির অভিযোগে গ্রেফতার ১

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৬ মে ঃ এলাকায় বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির অভিযোগে গ্রেফতার এক যুবক জয়নগরে। সোমবার সারা রাজ্যে গেরুয়াময় হওয়ার পর থেকে বিজয় মিছিল ও আনন্দ উৎসবে সামিল হয়েছে বহু মানুষ। আর মঙ্গলবার এলাকায় গন্ডগোল পাকানো ও অশান্তি ছড়ানোর অভিযোগে জয়নগর থানার রায়নগর এলাকা থেকে বিকাশ মুখার্জি নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে জয়নগর থানার পুলিশ। ধৃতকে বুধবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে জয়নগর থানার পুলিশ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৫৫ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৩ বৈশাখ, ১৪৩৩

শহিদ প্রীতিলতা

'রুদ্র মোদের হাঁক দিয়েছে বাজিয়ে আপন তূর্য। মাথার 'পরে ডাক দিয়েছে মধ্যদিনের সূর্য।' আজ অগ্নিযুগের অগ্নিকন্যা শহিদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের জন্মদিন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ৫ মে চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন প্রীতিলতা। পিতা জগদ্বন্ধু,মাতা প্রতিভাময়ী। চট্টগ্রাম খাস্তগীর বালিকা বিদ্যালয়ের মনোযোগী ছাত্রী ছিলেন প্রীতিলতা। ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত সব বিষয়েই তাঁর দখল স্পষ্ট হয়ে ওঠে।আই.এ পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ড থেকে তিনি মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে তিনি ডিস্টিংসনে বি.এ পাশ করেন। সে সময়ে বিপ্লবী কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য ইংরেজী অনার্স তাঁকে ছেড়ে দিতে হয়। কলেজ জীবনে তিনি ঢাকায় লীলা নাগের দীপালী সঙ্ঘ এবং কলকাতায় কল্যাণী দাসের ছাত্রী সঙ্ঘের সঙ্গে জড়িত হন। এখানে তাঁর মনে একটা রাজনৈতিক ছাপ পড়ে। অবশেষে তিনি সূর্য সেনের বিপ্লবী দলে যোগদান করেন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর এবং জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধের পর আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের গোপনীয় খবর আদান-প্রদানে এবং চট্টগ্রাম ও কলকাতার বিপ্লবীদের সংযোগ রক্ষার ভার পড়ে প্রীতিলতার উপর।তখনো তাঁর সঙ্গে মাস্টারদার দেখা হয়নি কিন্তু মাস্টারদার আদেশেই তিনি পুলিশ ইন্সপেক্টর তারিণী মুখার্জীকে হত্যা করার অপরাধে ফাঁসির আদেশপ্রাপ্ত রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করতে প্রায়ই আলিপুরে সেন্ট্রাল জেলে যেতেন। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে তিনি চট্টগ্রামে ফিরে যান এবং সেখানে নন্দন-কানন গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদ গ্রহণ করেন। মাত্র তিন মাস তিনি এ-কাজ করতে পেরেছিলেন। ধলঘাট গ্রামে সাবিত্রী দেবীর বাড়িতে তখন সূর্য সেন, নির্মল সেন ও অপূর্ব সেন আত্মগোপন করেছিলেন। পুরুষের বেশে গিয়ে প্রীতিলতা সূর্য সেনের সঙ্গে দেখা করে এলেন। এই তাঁর মাস্টারদাকে প্রথম দেখা। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ২৪ সেপ্টেম্বর। প্রীতিলতার সঙ্গে আছেন আরো দশ-বারো জন বিপ্লবী। নেত্রী প্রীতিলতা। পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করলেন তাঁরা বোমা ও রিভলবার নিয়ে। ক্লাবের একজনের মৃত্যু হয় এবং কয়েকজন আহত হয়। কর্ম সমাধান হয়ে যাবার পর অক্ষতদেহে সকল বিপ্লবীরা প্রীতিলতারই নির্দেশে মাস্টারদার কাছে ফিরে যান কিন্তু প্রীতিলতা আর ফিরলেন না। তিনি দেহত্যাগ করলেন পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে। অসংখ্য রকমের তদন্তের পর প্রীতিলতার দেহ ফিরিয়ে দেওয়া হয় তাঁর বাবার কাছে। শহিদ প্রীতিলতার দেহ সেদিন অজ্ঞাত, অখ্যাতভাবে ভস্মীভূত হয়ে যায়। ভয়ে কেউ সেদিন তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে আসেনি। বয়স তখন তাঁর মাত্র একুশ বছর। এই অগ্নিকন্যাকে স্মরণ-মননের দিন। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন কালে কত যে শহীদ হয়েছেন সকলের অগোচরে তা বলা খুবই মুশকিল। ব্রিটিশ পুলিশ প্রকাশ্যে গুলি না করে গোপনে গুলি করে বহু বিপ্লবীদের হত্যা করেছে। তাদের দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়নি। তাদেরকে রাজদ্রোহী বলে গ্রেফতার করে রাতের বেলায় ফায়ারিং স্কোয়াডে দাঁড় করিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। সেই সব ইতিহাস এখনও অজানা। কত যে জালিওয়ানওয়ালা বাগের মতো গোপনে রাতের অন্ধকারে গুলি করে মারা হয়েছিল ভারতের সাহসী তরুণ তরুণীদের তার ইসিহাস নেই।

দানবীর মতিলাল

একজনের কাহিনি যাঁর সম্পর্কে হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার লিখেছিল দি মোস্ট ভারচুয়াস বাবু। বলা যায় তিনি ছিলেন 'রথসচাইল্ড অফ ক্যালকাটা'। শিবনাথ শাস্ত্রীর মতে তাঁর মতো সৎ ও বিনয়ী ব্যবসায়ী ছিলেন বিরল। তিনি মতিলাল শীল। ১৭৯২ সালে, কলকাতায়, এক সুবর্ণবণিক পরিবারে জন্ম তাঁর। পিতা চৈতন্যচরণ শীল ছিলেন চিনাবাজারে কাপড়ের ব্যবসায়ী। কিন্তু মাত্র পাঁচ বছরে পিতৃহীন হয়ে পড়ায় বেশিদূর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের সুযোগ হয়নি তাঁর। খুব অল্প বয়সেই ইংরেজ কোম্পানির অধীনে সামান্য বেতনের চাকরি দিয়ে জীবন শুরু। সতেরো বছর বয়সে ১৮০৯ সালে বিয়ে হল সুরতী বাগানের মোহন চাঁদ দে-র কন্যা নাগরী দাসীর সঙ্গে। শ্বশুরের পরামর্শে ১৮১৫ সালে ফোর্ট উইলিয়ামে কর্মচারী হয়ে যোগ দেন। পরে গুদাম-সরকার হন। এরপরে ফোর্ট উইলিয়ামের চাকরি ছেড়ে কিছুদিনের জন্য বালিখালের কাস্টমস দারোগার চাকরি করেন। কিন্তু বাণিজ্য তাঁর জন্মগত। তাই ১৮১৯ সালে পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা সামান্য কিছু মূলধন নিয়ে শুরু করলেন ব্যবসা। কীসের? বোতল-ছিপির কারবার। বিয়ার রপ্তানীকারী হাডসন সাহেবকে বোতল ছিপি জোগাতেন মতিলাল। পাশাপাশি সুতির কাপড় আর লোহা আমদানির বিনিময়ে ব্রিটিশদের রপ্তানি করতেন নীল, চিনি, রেশম, চাল, নুন। এইভাবে মতিলাল এদেশীয় ও বিদেশীয় বাণিজ্যিক লেনদেনে একটা যোগসূত্রের কাজ করে অর্থ রোজগার করেন। তাঁর দক্ষতার কারণে ব্রিটিশরা তাঁকে 'বানিয়ান' পদে নিয়োগ করল। আপন উপার্জিত অর্থে কিনে ফেললেন প্রায় বারো-তেরোটা কার্গো জাহাজ যা পাড়ি দিত সূদুর অস্ট্রেলিয়ার উপকূল পর্যন্ত। শুধু তাইই নয়, তিনিই এদেশে প্রথম স্টিম ইঞ্জিন তৈরি করেন। মতিলাল শীল শুধু উপার্জনই করেননি, তাঁর খ্যাতির কারণই ছিল অকাতরে দান করার জন্য। ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে বেলঘরিয়ায় তৈরি করেছিলেন ভিক্ষাজীবীদের জন্য আশ্রম। দৈনিক পাত পড়ত অন্তত পাঁচশো জনের। এখনও আছে সেই আশ্রম, যেমন আছে হুগলীর গঙ্গাপাড়ে বাবু মতিলাল শীল ঘাট। অন্যদিকে শেয়ার কেনাবেচা, নগদ ও সুদের কারবারও করতেন কিন্তু তা মোটেও সমকালীন সুদখোরদের বাণিজ্যের মতো ছিল না। বরং মতিলালের টাকা ধার দেওয়ার পদ্ধতিটি ছিল অনেকটাই আজকের ব্যাঙ্কিং ও বিমা ব্যবস্থার পূর্বসূরী। ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যেও মতিলাল ছিলেন অন্যতম উদ্যোক্তা। ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে গড়ে তোলেন শীল ফ্রি কলেজ।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে কিছু দান না করলে কোনও কিছুই পাওয়া সম্ভব হবে না। আর যিনি দান ধ্যান করেন তিনি পরম দেবতার সাক্ষাৎ পান। পরম দেবতা শরীরে অবস্থান করেন। তিনি মহান। তাকে কেন্দ্র করে সারা জগত প্রবাহিত হতে থাকে। তিনি হচ্ছেন জগতপতি। তিনি আছেন বলে সবাই সুস্থভাবে বেঁচেবর্তে থাকেন। তিনি না থাকলে এই জগ রক্ষা করা খুবই মুশকিল হতো। মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হবে। পাপটাকে মন থেকে দূর করতে হবে। মানবধর্মের জয় করতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তি। তিনি শক্তি দান করে থাকেন।

সাধক রামপ্রসাদ

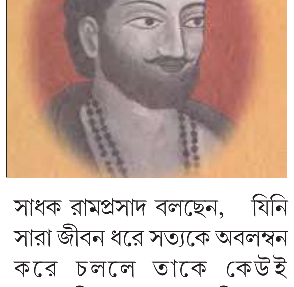

সাধক রামপ্রসাদ বলছেন, যিনি সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করে চললে তাকে কেউই কোনওদিন কোথাও পরাজিত হন না। তিনি সব সময়ে বিজয়ীর মুকুট পরে থাকেন। মাতৃভক্তদের পরাস্ত করা খুবই কঠিন। কারণ মাতৃভক্তরা সব সময়ে সত্যের পুজারি। তারা সত্যকে প্রকাশ করতে এবং গ্রহণ করতে আগ্রহী। রামপ্রসাদ সব সময়ে মা শ্যামাকে নিয়ে গান রচনা করে চলতেন। শ্যামা মায়ের সেবা করতেন। শুধু রামপ্রসাদকে নিজের সন্তানের মতো মা শ্যামা ভালোবাসতেন। শ্যামা মা তাঁর সঙ্গে দেখা করে বলতেন, রামপ্রসাদ আমার প্রাণ। নরেনের গান না শুনলে আমার ভালো করে ঘুম হয় না। প্রতিদিন ভক্ত রামপ্রসাদের শ্যামা সঙ্গীত শুনতেন মা কালী। রামপ্রসাদ তো একেবারে শ্যামা সঙ্গীত গান গেয়ে বিহ্বল হয়ে যেতেন। সঙ্গীত দিয়ে ঈশ্বরের সাধনা করা যায়। কেবল মাত্র পুজো করলেই ঈশ্বর পাওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। পুজোর মধ্যে দিয়ে ভজন করতে হবে। ধ্যান করতে হবে। সাধনা করতে হবে। তবেই পুজো সার্থক হবে। তবেই ঈশ্বর পাওয়া সম্ভব হবে।

ঐতিহ্যের সাক্ষী কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংস

রবীন্দ্রকুমার শীল

মহাকরণ বা রাইটার্স বিল্ডিংস পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সচিবালয় ভবন। পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতার বিবাদীবাগ অঞ্চলে লালদিঘির উত্তরে এই ভবনটি অবস্থিত। ইতিহাস ঃ ১৭৮০ সালে স্থাপিত ঐতিহাসিক রাইটার্স বিল্ডিংসের নকশা প্রস্তুত করেছিলেন টমাস লায়ন। ১৭৭৬ সালে লায়ন ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইউরোপীয় কেরানিদের বসবাসের জন্য উনিশটি পৃথক অ্যাপার্টমেন্ট তৈরি করেন; এগুলি

দেখতে ছিল সারিবদ্ধ দোকানের মতো। কালের স্রোতে 'করণিক' হয়ে গেল 'কেরানি'। লায়ন সাহেবের পরিকল্পনায় তৈরি সেই বাড়িতে বসে তাঁরা কাজ করতেন। তাই লাল ইটের সেই ভবনের নাম হল 'মহাকরণ'। এই কেরানিদের বলা হত রাইটার; এদের নাম থেকেই ভবনের পূর্বতন নাম রাইটার্স বিল্ডিংস-এর উদ্ভব। এই ভবন নির্মাণের জন্য যে জমি নির্ধারিত হয়েছিল, সেখানে আগে ছিল সেন্ট অ্যান চার্চ। ষোড়শ শতকের প্রথমে তৈরি এই গির্জা ছিল কলকাতায় ব্রিটিশদের তৈরি প্রথম উপাসনাস্থল। কিন্তু দু'দশকের বেশি স্থায়ী হয়নি তাঁর অস্তিত্ব। রক্ষণাবেক্ষণের অভাব এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে দ্রুত ভেঙে পড়তে থাকে গির্জাটি। শেষে কার্যত পরিত্যক্ত গির্জা এবং তার চারপাশের জমিই নির্ধারিত হল রাইটার্স বিল্ডিং তৈরির জন্য। পুরনো ফোর্ট উইলিয়মের কাছে ১৭৭৭ থেকে ১৭৮০, এই ৩ বছর ধরে তৈরি হল করণিকদের ভবন। কাজের তত্ত্বাবধানে ছিলেন তৎকালীন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস। নতুন ভবন এবং তার চারপাশের এলাকাকে সে সময় এর স্থপতির নামে বলা হত লায়ন্স রেঞ্জ, বর্তমানেও সেই নামই বহাল আছে।

২৪৭ বছরের প্রাচীন এই ভবনে যুগে যুগে বহু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। প্রশাসনিক প্রয়োজনে যুক্ত হয়েছে নতুন নতুন ভবন। কিন্তু আড়ালে চলে গেলেও স্তিমিত হয়নি ব্রিটিশসহ অন্য ইউরোপীয় প্রভাব। কলেবরের সঙ্গে বদলেছে ভবনের নামও।

লালদীঘিকে মনে রেখে ঔপনিবেশিকদের কাছে এই চত্বর হয়ে গিয়েছিল 'ট্যাঙ্কস স্কোয়্যার'। উনিশ শতকের মাঝামাঝি এই এলাকার সঙ্গে জড়িয়ে গেল তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসির নাম।

রক্তক্ষয়ী পর্বের মধ্যে দিয়ে নাম পরিচয় পাল্টে হয়ে গিয়েছে বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ। রাইটার্স বিল্ডিংয়ের গথিক বারান্দা। স্থাপন শৈলী ঃ বরাদ্দ করা জমির ৩৭,৮৫০ বর্গফুট জুড়ে তৈরি হয় ভবনের মূল অংশ। কলকাতায় এটাই নাকি প্রথম তিন তলা বাড়ি। রাইটার্স বিল্ডিংয়ে প্রথমে ১৯টি থাকার ভবন ছিল। নতুন ভবনে যাঁরা কাজ করবেন, তাঁদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের জন্য সচেষ্ট ছিল ব্রিটিশরা। ইংল্যান্ড থেকে কাজ করতে আসা তরুণরা বাধা পাচ্ছিলেন ভাষা সমস্যার জন্য। সেই ভাষা প্রশিক্ষণের জন্য তৈরি হল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। পরে কিছু জটিলতার জন্য সেই কলেজ উঠে আসে রাইটার্স ভবনে। কলেজের প্রয়োজনে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে বেশ কিছু পরিবর্তন করা হল। ৩২ জন পড়ুয়ার জন্য ছাত্রাবাস, পরীক্ষার হল, লেকচার হল, চারটি লাইব্রেরি-সহ বেশ কিছু নতুন সংযোজন হল দু'দশক ধরে। পরে কলেজটি এখান থেকে আবার স্থানান্তরিত হয়ে যায়। কলেজ তৈরির মূল উদ্দেশ্যই ছিল রাইটার্স বিল্ডিংয়ের জন্য দক্ষ কর্মী প্রস্তুত করা।

১৮৮৯ সালে ভবনটি গথিক স্থাপত্যে। ভবনের সম্মুখভাগে করিন্থীয় স্থাপত্য নব্য রেনেসাঁ স্থাপত্যশৈলীর একটি উদাহরণ। প্রধান প্রবেশদ্বারের শীর্ষে ব্রিটিশ জাতীয় ব্যাক্তিত্ব ব্রিটানিয়ার একটি মূর্তিও স্থাপিত হয়। এল গ্রেকো রোমান স্থাপত্যের সঙ্গে রাইটার্স বিল্ডিংয়ের নির্মাণশৈলিতে মিশে গিয়েছে ফরাসি নবজাগরণের প্রভাবও। ভবনের মাথায় রয়েছে প্রাচীন রোমান সভ্যতার জ্ঞান, যুদ্ধ ও ন্যায়ের দেবী মিনার্ভা-র মূর্তি। এ ছাড়াও এই ভবনে আছে প্রাচীন গ্রিক সভ্যতার দেবদেবী জিউস, হার্মিস, অ্যাথিনা এবং দেমেতের-এর মূর্তি। তাঁরা এখানে দাঁড়িয়ে আছেন যথাক্রমে বিচার, বাণিজ্য, বিজ্ঞান এবং কৃষির উন্মেষের প্রতীক হয়ে। রাইটার্স বিল্ডিংয়ে অলিন্দ যুদ্ধ তারিখটা ছিল ৮ ডিসেম্বর। ১৯৩০ সাল। বেলা ১২ টা। কলকাতার ডালহৌসি চত্বর একেবারে সরগরম। সবাই অফিস কাছারিতে কাজে ব্যস্ত। লালদীঘিটা বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। লালদীঘির দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে রাইটার্স বিল্ডিং। সেখানে প্রবেশ করেছে তিন বাঙালি বিপ্লবী ছদ্মবেশে। তাদের লক্ষ্য হচ্ছে কারা বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল কর্নেল সিম্পসনসহ বিভিন্ন পুলিশ কর্তাদের হত্যা করা। রাইটার্স বিল্ডিং গুলির শব্দে কাঁপতে শুরু করে দিয়েছে। বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই রাইটার্সের অভ্যন্তরে কী হচ্ছে। সেখানে তিনজন বিপ্লবী গুলি বর্ষন করতে শুরু করেছে তাদের রিভালবার থেকে। প্রথমে সিম্পসনের দিকে তাক করে গুলি চালায়। তারপরে যে সব সাহেবরা গুলির শব্দ শুনে ঘরের বাইরে এসে উপস্থিত হয়েছিল তাদের দিকে তাক করে গুলি চালাতে শুরু করে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিতে দিতে। রাইটার্স বিল্ডিং বাংলার প্রশাসনের সদর দফতর। পাশেই রয়েছে লালবাজার। কলকাতা পুলিশের সদর দফতর। এই লালবাজার থেকেই সারা ভারতের বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ডের ওপরে বেশি করে নজর রাখতো।কলকাতা থেকে শুরু করে সুদূর বার্মা পর্যন্ত ছিল কলকাতা পুলিশের অবাধ বিচরণ ভূমি। আর রাইটার্স বিল্ডিং থেকে লালবাজারকে নির্দেশ দেওয়া হতো। বিপ্লবীদের ওপরে কড়া নজর রাখা এবং প্রয়োজন হলে তাদেরকে গ্রেফতার করে জেলে আটকে রাখা। যার ফলে বাংলায় বিপ্লবী কর্মকাণ্ড করা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। বিপ্লবী অরবিন্দের সময় থেকেই কলকাতা পুলিশ শুরু করেছিল বাংলার বিপ্লবীদের ওপরে কড়া নজর দিতে। বিপ্লবীদের দমন করতে কলকাতা পুলিশের সম্বল ছিল গুপ্তচরদের প্রেরিত সংবাদ। বাংলার বিপ্লববাদকে একেবারে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য চার্লস টেগার্ট উদগ্রীব হয়ে পড়েন। ২৯ আগস্ট ১৯৩০ সালে বেঙ্গল পুলিশের আইজি এফ জে লোম্যানকে ঢাকায় প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করা এবং তাঁর উত্তরসূরী আই জি ক্রেইগকে ১ ডিসেম্বর ১৯৩০ সালে মারতে গিয়ে ভুলক্রমে পুলিশ অফিসার তারিণী মুখার্জিকে বিপ্লবীরা হত্যা করে বসল। লোম্যান যে ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালে আসবেন এবং ক্রেইগ যে ভোরবেলায় চাঁদপুর স্টেশন থেকে নেমে ঢাকার ট্রেন ধরবেন সে খবর বিপ্লবীদের কাছে ছিল। কালীচরণ ঘোষ তাঁর 'দ্য রোল অব অনর' বইটিতে লিখেছেন, 'The espionage system of the revoltionaries had gained a degree of perfection at the time and full use was made of it'"। ২৯ আগস্ট সকাল বেলায় ঢাকার পুলিশ সুপার হডসনকে সঙ্গে নিয়ে লোম্যান মিডফোর্ড হাসপতালে আসেন ঢাকার অসুস্থ জল পুলিশ সুপার বার্টকে দেখতে। ঠিক তখন পিছন থেকে আততায়ী এসে অতর্কিতে লোম্যান এবং হডসনকে লক্ষ্য করে গর্জে উঠল বিপ্লবী রিভালবার। তার ফলে হাডসন গুরুতর আহত হলেন আর লোম্যান ৩১ আগস্ট মারা গেলেন। ৩০ আগস্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল এই ঘটনা। বিপ্লবীদের দুঃসাহস দেখে পুলিশ লজ্জায় পড়ে গেল। এদিকে রাইটার্স থেকে চাপ আসতে শুরু করে দিয়েছে। যে করেই হোক বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকে দমন করতে হবে। 'বেণু' পত্রিকার সম্পাদক ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় বুঝতে পারেন যে এটা বিনয় বসুর কাজ। কারণ ঘটনার কিছুদিন আগেই পাঁচ ঘড়ার পিস্তল ঢাকায় পাঠানো হয়েছিল। বিনয় বসু ঢাকার বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স বিপ্লবী দলের সক্রিয় সদস্য। তিনি তখন মিডফোর্ড মেডিকেল কলেজের চতুর্থ বর্ষে ছাত্র। বিনয়ের বাড়ি ছিল ঢাকার বিক্রমপুর জেলার অন্তর্গত রাউৎভোগ গ্রামে। ১৯০৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তাঁর জন্ম। বিনয় বসুকে পুলিশ ধরার খুবই চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ধরতে পারেনি। গা ঢাকা দিয়ে ছিলেন বিনয় বসু। বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত এবং দীনেশ গুপ্ত বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স দলের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তাঁরা নেতাজির আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। বিভিন্ন সংগঠনের জনক ছিলেন হেমচন্দ্র ঘোষ। বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হতেন। দীনেশ গুপ্ত ছিলেন একজন সাহিত্যিক। কবিতা পাগল মানুষ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা ছিল তাঁর কাছে প্রিয়। ১৯২৭ সালে দীনেশ 'বেণু' পত্রিকার অফিসে এসে উপস্থিত হলেন বিপ্লবী ভূপেন্দ্র কিশোরের সঙ্গে দেখা করতে। দীনেশের সাহস দেখে ভূপেন্দ্র বাবু তাঁকে আদেশ করলেন মেদিলনীপুরে গিয়ে বিপ্লবী সংগঠনের কাজ করতে হবে। মেদিনীপুরে গিয়ে বিপ্লবী কাজকর্ম করতে শুরু করে দিয়ে ছিলেন দীনেশ। সেই সময়ে তাঁর কাছে বার্তা এসে উপস্থিত হল কলকাতায় চলে আসতে হবে। জরুরী কাজ রয়েছে। দলের নির্দেশ মতো কলকাতার নিউ পার্ক স্ট্রিটের দোতলার বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে সিদ্ধান্ত হল, সুট বুট এবং হ্যাটে সুশোভিত হয়ে রাইটার্সে প্রবেশ করে ইংরেজদের দিকে তাক করে আক্রমণ করতে হবে। ৯ ডিসেম্বর ১৯৩০ সালে রাইটার্স অভিযান করেছিল বিনয়-বাদল-দীনেশ। আনন্দবাজার পত্রিকায় ৯ ডিসেম্বর বড় করে সংবাদ প্রকাশ হল। (ক্রমশ)

দক্ষ মুখ্যমন্ত্রীর সন্ধানে বিজেপির অমিত-মোদি

বুদ্ধদেব মিশ্র

বিজেপি দল উদার রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। তাদের রাজনীতিটা বড়ই রক্ষণশীল। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে বিজেপির সঙ্গে রয়েছে আরএসআস। আরএসএস একটি রক্ষণশীল হিন্দু সংগঠন। তারা নিজেদের বাইরে সহজে কাউকে গ্রহণ করতে চায় না। বহু বাজিয়ে তবে বাইরের কাউকে দলে গ্রহণ করে থাকে। যে কেউই

বিজেপি দলে এলে নেতা হয়ে যেতে পারেন না। অনেক পরীক্ষা দিতে হয়। সেই পরীক্ষা চলে সকলের অন্তরালে। কেউ বুঝতে পারে না যে যে নতুন অতিথিদের বরণ করতে কঠিন পরীক্ষার আয়োজন করা হয়েছে একেবারে সকলের অজ্ঞাতে। এমনকী সেই ব্যক্তি পর্যন্ত বুঝতে পারেন না যে তার অগোচরে তাকে নিয়ে চলছে পরীক্ষা নিরীক্ষা। সেই কারণে বিজেপি দলে কেউ হঠাৎ প্রবেশ করে নেতা হয়ে যেতে পারেন না। বা মন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে ক্ষীণ। আরএসএস থেকে সবাইকে পাশ করতে হবে। আরএসএসএ থেকে পাশ করলেই তবে তিনি বিজেপি দলের টিকিট পাবেন। একেবারে রেজিমেন্ট সংগঠন। এর এক সময়ের কর্তা ছিলেন বর্তমান প্রতিরক্ষা মন্ত্রী।

বাংলার রাজনীতিতে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পর বাংলার এমন মার্জিত, শিক্ষিত এবং সুবক্তা নেতৃত্বের অভাব আমরা দীর্ঘকাল অনুভব করেছি। স্বপন দাশগুপ্ত আভিজাত্য ও কৃষ্টি বাংলার সেই 'ভদ্রলোক' রাজনীতির ধারাকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম।

নতুন বাংলার নতুন কান্ডারী ঃ ডঃ স্বপন দাশগুপ্তই কি হতে পারেন যোগ্য মুখ্যমন্ত্রী? ২০২৬ সালে তৃণমূলের শাসনের অবসানের পর বাংলার মানুষ এখন এক নতুন ভোরের অপেক্ষায়। দীর্ঘ সময় পর বাংলায় পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে। এই সন্ধিক্ষণে আমাদের প্রশ্ন; বাংলার মুখ্যমন্ত্রী পদে এমন একজনকে কি আমরা পেতে পারি না, যাঁর মেধা এবং পাণ্ডিত্য আমাদের গর্বিত করবে?

কেন স্বপন দাশগুপ্তই হতে পারেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রকৃত উত্তরসূরি? অতুলনীয় মেধা ও শিক্ষা স্বপনবাবু দিল্লির সেন্ট স্টিফেনস কলেজ থেকে স্নাতক এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি সম্পন্ন করেছেন। অক্সফোর্ডের মতো বিশ্বখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছোঁয়া যাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতায় রয়েছে, তাঁর দূরদর্শিতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে না। পেশাগত আভিজাত্য তিনি একজন আন্তর্জাতিক মানের বলিষ্ঠ সাংবাদিক এবং কলামিস্ট। 'দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া', 'দ্য স্টেটসম্যান' থেকে শুরু করে বহু নামী সংবাদ মাধ্যমে তাঁর বলিষ্ঠ লেখনী ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণ সমাদৃত।

সাংসদ ও আন্তর্জাতিক পরিচিতি ঃ রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে সংসদে তাঁর যুক্তিনির্ভর ভাষণ এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার অভিজ্ঞতা তাঁকে অন্য যে কারো চেয়ে আলাদা করে রাখে। মার্জিত রুচিবোধ ঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পর বাংলার রাজ নীতিতে এমন মার্জিত, শিক্ষিত এবং সুবক্তা নেতৃত্বের অভাব আমরা দীর্ঘকাল অনুভব করেছি। স্বপনবাবুর আভিজাত্য ও কৃষ্টি বাংলার সেই 'ভদ্রলোক' রাজনীতির ধারাকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম।

অন্যদের তুলনায় কেন সেরা? যেখানে বর্তমান রাজনীতির অনেক প্রার্থীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ বা অসংযত আচরণের নজির রয়েছে, সেখানে স্বপন দাশগুপ্ত এক স্বচ্ছ ভাবমূর্তি এবং মেধার মূর্ত প্রতীক। বাংলার ভেঙে পড়া শিক্ষা ব্যবস্থা এবং অর্থনীতি পুনর্গঠনে তাঁর মতো এক 'টেকনোক্র্যাট' ও 'ইন্টেলেকচুয়াল' নেতৃত্বই আজ সবথেকে বেশি প্রয়োজন। আমরা চাই এমন একজন মুখ্যমন্ত্রী, যিনি কেবল ভাষণ দেবেন না, বরং বিশ্বদরবারে বাংলাকে মর্যাদার সাথে উপস্থাপন করবেন। ডঃ স্বপন দাশগুপ্তের মেধা আর বিজেপির নতুন সংকল্প; এই দুইয়ের মেল বন্ধনেই গড়ে উঠতে পারে এক 'শ্রেষ্ঠ বাংলা'।

আসলে বাংলার নতুন মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন তা নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনও স্পষ্ট বক্তব্য জানা যায়নি দলের নেতাদের কাছ থেকে। তারা পর্যন্ত ধোঁয়াশায় রয়েছেন। বঙ্গে নতুন মুখ্যমন্ত্রীর পদে কে আসছেন তা নিয়ে হয়তো রুদ্ধদ্বার কক্ষে দিল্লিতে আলোচনা হয়েছে। সেটা এখন প্রকাশ পায়নি। তবে এটা পরিস্কার যে বাংলায় যিনি মুখ্যমন্ত্রী হবেন তিনি কিন্তু সবদিক দিয়ে দক্ষ। সেই রকম দক্ষ ব্যক্তির কথা ভাবতে শুরু করেছেন স্বরাষ্ট্র অমিত শাহ এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তবে সবার নজরে আছেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি দুটি কেন্দ্র থেকে জয়ী।

অনেকের মত, তৃণমূল সরকারের উত্থানে ছিল গ্রাম বাংলার ভোটার

অনিকেত নস্কর

পশ্চিমবঙ্গে বাম আমলের পতন ঘটিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেউ কেউ বলে থাকেন যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পিছনে কেন্দ্রীয় সরকার বা বিজেপি সরকারের মদত ছিল। বিজেপি সরকার সেই সময়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সহযোগিতা না করলে কোনও দিন তিনি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হতে পারতেন না। আর আজকে যখন সেই বিজেপি সরকার তৃণমূল সরকারের পতনের মুখ্য ভূমিকা পালন করল।

বাম আমলে সিঙ্গুরের টাটা শিল্প কারখানা চলে গেল গুজরাতে। সেই শিল্পকে বাংলায় রেখে কেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আন্দোলন করেননি তা নিয়ে প্রশ্ন এখন জাগতে শুরু করেছে। ভারতের শিল্পপতিরা খুবই রক্ষণশীল। তারা যদি দেখে কোনও রাজ্যে অপমানিত হচ্ছে তাহলে সেই রাজ্যে কোনও সময়ে শিল্পপতিরা উপস্থিত হয় না। টাটা ভাড়তের মর্যাদাপূর্ণ শিল্প সংস্থা। তাদেরকে যেভাবে অপমানিত করে বাংলা থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার সেই ক্ষত আজও সব শিল্পপতিদের গায়ে লেগে রয়েছে। সেই ক্ষতকে মুছে আবার শিল্পময় রাজ্য হিসাবে পশ্চিমবঙ্গকে গড়ে তোলাটা খুবই কঠিন পদক্ষেপ। বাংলা মানুষ যে অন্যায়ের প্রতিবাদে বাম সরকারকে সরিয়ে দিয়েছিল আজকে একই প্রতিবাদে বাংলার মানুষ তৃণমূল সরকারকে মসনদ থেকে সরিয়ে দিল।

কুমি কাপুরের 'দ্য এমার্জেন্সি' বইতে একটা নোটের উল্লেখ আছে বলে পড়েছিলাম। যে নোট, পঁচাত্তরে ইন্দিরা গান্ধীকে লিখেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায়। যেখানে এমার্জেন্সি জারি করার কয়েকমাস আগেই ইন্দিরাকে 'পরিকল্পনা' বাস্তবায়িত করার কথা বলা হয়। রামচন্দ্র গুহ-ও অবশ্য লিখেন যে ইন্দিরার পদত্যাগের সিদ্ধান্তে তাঁকে যে দু'-জন বাধা দেন তাদের একজন সঞ্জয় গান্ধী এবং অন্যজন এই সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়। ইন্দিরার মতো নেত্রী, দাপুটে, একাত্তরে নির্বাচনের পর দেব কান্ত বড়ুয়ার সেই উক্তি- 'ইন্ডিয়া ইজ ইন্দিরা, ইন্দিরা ইজ ইন্ডিয়া...'-সেই নেত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের কথায় এত বড়

সিদ্ধান্ত নেন, এমনটা জোর দিয়ে বলা যায় না। আবার, একথাও ঠিক, ইন্দিরা বঙ্গভূমি প্রসঙ্গে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত সিদ্ধার্থের কথাতেই দেন প্রশ্নহীন ভরসায়। জয়প্রকাশ নারায়ণ আর ইন্দিরার যে সময়টায় কার্যত আগুনে লড়াই চলছে ভারতীয় রাজনীতিতে, লেখা হয়- Indian democracy– circa 1975– could reconcile the valley of Kashmir to the Union of India– but not Indira with Jayprakash Narayan... যে সময়ে ইন্দিরার সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছেন জয়প্রকাশ, এমার্জেন্সি আসছে দেশে, বিরোধীরা গ্রেফতার হচ্ছেন- ঠিক এই সময়টায় কংগ্রেসের পার্টিলাইন অক্ষরে অক্ষরে মেনে বাংলার রাজনীতিতে ক্রমশ মসিহা হচ্ছেন সিদ্ধার্থ শঙ্কর। নেহেরু-গান্ধী-প্যাটেল কংগ্রেসের পার্টিলাইন বদলে যায় ইন্দিরা আমলে।

বাহাত্তরের পর থেকে সিদ্ধার্থ শঙ্কর খুব একটা উন্নয়নমূলক কাজ তো করেন ইনি, বরং, নকশাল আন্দোলনের বিরুদ্ধে তাঁর ভূমিকা, বলা ভাল নৃশংসতা। এ সময়টায়, অপরাজেয় কংগ্রেসের বাংলার পোস্টার বয় শ্রেণী রাজনীতিকে আরও উশকে দিচ্ছেন। সরাসরি বলছেন, ডিগ্রির ভিত্তিতে নেতা নেব। পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। বুঝেলেন অনেক বছর পর। শেষ জীবনে একবার মঞ্চে বক্তৃতা করতে উঠে পড়ে যান তিনি। সকলে যখন ধরে দাঁড় করান। তিনি বলেন তিনি সাহেবদের কাছে ঘোড়া চালানো শিখেছেন। সাহেবরা বলেন, পড়তে না জানলে ওঠা যায় না। তিনি বলেছিলেন- 'পতন শেখাটা তাই খুব জরুরি...'। কিন্তু সিদ্ধার্থ বঙ্গ-কংগ্রেসের পতন থেকে কিছুই প্রায় শেখেনি। সাতাত্তরে সিদ্ধার্থের মতই বিলেত ফেরত, ব্যারিস্টার জ্যোতি বসু তামাম বাংলাকে লালে-লাল করে দিলেন। বাংলার শ্রেণীর লড়াইতে এল নতুন সমীকরণ। প্রথম মন্ত্রীসভা গঠনের পর থেকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের এক-একটি পন্থাকে কাউন্টার শুরু করলেন জ্যোতি। বাংলার মাটিতে গড়ে উঠল তিন-স্তরের পঞ্চায়েত, গ্রামকে গ্রাম জমিদার জোতদারদের জমি অপারেশন বর্গা করে এল ভূমিহীন কৃষিকদের হাতে। বাংলার মাটিতে, মেহনতি মানুষের সরকার এল। সাতাত্তরে বামফ্রন্টের ক্ষমতায় আসা ছিল কংগ্রেসের থেকে পরিত্রাণের পথ। কংগ্রেস বাংলার মাটিতে ফিকে হতে শুরু করল, বিরাশির পর সাতাশিতে রাজীব গান্ধী জমা নাতেও বাংলা প্রত্যাখ্যান করল কংগ্রেসকে। বঙ্গে কংগ্রেসি রাজনীতির পিলাররা থেকে গেলেও ফিকে হল ইন্দিরা,রাজীব, সিদ্ধার্থ। সোভিয়েতের ভাঙন না-আসা অবধি বাম পতনের শব্দ রেললাইনে কান পাতলেও শোনা যাচ্ছিল না কিন্তু। উদার অর্থনীতির দরজা খুলে যেতেই সোমেন মিত্তির ছিয়ানব্বইতে একটা অ্যালার্ম দিলেন। ততদিনে মাটির অনেক নিচে শিকড় গজানো। বুদ্ধদেবের হাতে ক্ষমতা আসতে বামফ্রন্টের যে সংসদীয় গণতন্ত্রে শক্তি বাড়ল, তার পাশাপাশি পতনের জমিটিও নিঃশব্দে দেখে রাখা হল। ২০০৬ সালের নির্বাচনে বামেরা সবচেয়ে বেশি শক্তি নিয়ে বিধানসভায় আসে। ঐ ছিল নিভে যাওয়ার আগে শেষ জ্বলে ওঠা। ইতিহাস বলে, বিরোধী স্পেস কখনও শূন্য থাকে না। শাসক যখনই বিরোধীশূন্য করতে যায় তখনই আসে পতন। পাঁচ বছরের মধ্যে বামফ্রন্টের আসন নেমে এল প্রায় চারভাগের একভাগে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মানুষ নিয়ে এল ক্ষমতায়। বাংলার রাজনৈতিক ম্যান্ডেট কোন শতকে ঠিক, কখন ভুল, সে আলোচনাসাপেক্ষ- কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষমতালাভ ছিল অবশ্যম্ভাবী। বামফ্রন্ট বিরোধী আসন লাভ করলেও সেদিনের পতন থেকে ঠিক কী শিখেছিল তা বলা মুশকিল। কংগ্রেসের ট্র্যাডিশন মেনেই তাই বাংলার মাটিতে একেবারে রক্তশূন্য হয়েছে তারা প্রত্যেক নির্বাচনে।

তৃণমূলের মতো আনরেজিমেন্টেড দল পাঁচবছরের বেশি ক্ষমতায় থাকলে যে রাজনৈতিক দৈন্যে ভুগবে এ তো কারও অজানা নয়। বাম কিংবা কংগ্রেসের সাথে তাই তৃণমূলের তুলনা চলে না। প্রবল চুরি-দুর্নীতি-রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা-খুন এবং অর্থনৈতিকভাবে রাজ্যকে কয়েক যোজন পিছিয়ে দিল তৃণমূল- তারপরেও দু'-বার বাংলার জনতা তৃণমূলের পক্ষে রায় দিল। কেবল ও কেবলমাত্র বাঙালির রাজনৈতিক ট্র্যাডিশন মেনে। দক্ষিণ ভারত হলে হয়ত আরও আগেই বিদায়ঘন্টা বেজে যেত।

২০২১ সালে ক্ষমতা দখল ছিল তৃণমূলের পক্ষে সর্বাধিক আসন জিতে ক্ষমতায় আসা। ঠিক ২০০৬ সালের বামফ্রন্টের মতো। আয়রনি একেই বলে বোধ হয়! বিরোধীশূন্য বিধানসভা করার উদগ্র বাসনায় বঙ্গে বাড়তে থাকে তৃণমূল বিরোধীতাই। ঐ যে, বায়ুশূন্য স্থান যেমন হয় না, বিরোধীশূন্য রাষ্ট্রও অসম্ভব।

এই বঙ্গভূমি বিজেপি-আর এস এসের কাছে বরাবরের স্বপ্ন। এই মাটিতে পদ্ম ফোটানোর স্বপ্ন দেখেছিলেন সেকালের লালকৃষ্ণ আডবাণী। প্রায় তিরিশ বছরের চেষ্টায় অবশেষে শিকে ছিঁড়েছে। এখন প্রশ্ন হল, বিজেপিও কি বঙ্গরাজনীতির ট্র্যাডিশন মেনেই ইতিহাসের পাতায় থাকবে?

এর উত্তর - সম্ভবত, না! বিজেপি আর পাঁচটা রাজনৈতিক দলের মতো নয়। প্রশান্ত কিশোরের সেই জরুরি সাক্ষাৎকার আমাদের স্মরণে রাখা প্রয়োজন যেখানে তিনি বলছেন বিজেপি কেবল আপনার ভোট চায় না- আপনার মাইন্ডস্পেসটা নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। একইসঙ্গে রেজিমেন্টেড, একই সঙ্গে সাম্প্রদায়িক, একইসঙ্গে কেন্দ্রে ক্ষমতাধারী দল বাংলায় ক্ষমতায় এলে তার অভিঘাত সম্পূর্ণ আলাদা। সংসদীয় গণতন্ত্র-জুডিশিয়ারি-নির্বাচন কমিশন সবকিছুকে নিপুণভাবে ব্যবহার করে, ফেডারেল স্ট্রাকচারে সেন্ট্রাল-স্টেট গভর্নমেন্টের পারস্পরিক অবস্থানকে ভেঙে গুঁড়িয়ে বিজেপির ক্ষমতা দখলই প্রমাণ করে তারা আলাদা। রাজনৈতিকভাবে তারা অনেক অনেক বেশি অর্গানাইজড, অন্তত এই মুহূর্তে। বুক চিতিয়ে বঙ্গরাজনীতির প্রতিস্পর্ধী সাম্প্রদায়িক ন্যারেটিভটিকে প্রকাশ্যে বলতেও তারা দ্বিধাবোধ করে না। বাঙালির ভেতরে প্রবেশ করে একটু একটু করে বাঙালিকে নিয়ন্ত্রণ করা, বাঙালির মনকে নিয়ন্ত্রণ করাই তার উদ্দেশ্য। কিন্তু, প্রবল বিজেপি বিরোধীও একথা অস্বীকার করতে পারবে না যে এই নির্বাচনে বিজেপির আগমন অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল পূর্বসূরী তৃণমূলই।

বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস কিন্তু প্রমাণ করেছে, এই মাটি মহাশক্তিধর রাজনৈতিক শক্তিকে জন্ম ও মৃত্যু দুই-ই উপহার দেয়। জন্মস্থান ও কবরস্থান দুই-ই প্রস্তুত করে এ মাটি। তাদের প্রবল পরাক্রমী বানায়, তারপর ছুঁড়ে ফেলে দেয় আস্তাকুঁড়ে। কংগ্রেস পারেনি পতন থেকে শিখতে। বামফ্রন্ট পারেনি। তৃণমূলও নিশ্চিত পারবে না।

বিজেপি যদি বাঙালির পুরো ডি এন এ বদলে ফেলতে না পারে আগামী কিছু বছরে, তাহলে একদিন তাদের সামনেও এমন এক মুহূর্ত আসবে। গ্লোবালাইজেশন পরবর্তী সময়ে মানুষের ধৈর্য কমেছে। ৩৪ বছরের পরের টেনিওর তাই ১৫। সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের সেই কথা- 'পতন শেখাটা তাই খুব জরুরি...'- রাজনীতির নিয়ম মেনে বাংলার মানুষই হয়ত একদিন বলবেন তাঁদের। কিন্তু সে লড়াই ভয়ঙ্কর কঠিন। মানুষের পক্ষে এ লড়াই কঠিন। উত্তরভারতের অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ জয় করে এখন বিজেপি অপরাজেয় শক্তি হয়ে উঠছে ভারতে। তবে সতর্ক হয়ে পা ফেলতে হবে বিজেপিকে।

যাত্রী অভিজ্ঞতা উন্নত করতে শিয়ালদহ বিভাগ বাণিজ্যিক কর্মীদের জন্য 'সফট স্কিল' প্রশিক্ষণের আয়োজন করল

কলকাতা, ৬ মে ঃ গ্রাহক সেবার মান উন্নত করতে এবং রেল ব্যবহারকারীদের সাথে সুসম্পর্ক

গড়ে তোলার নিরন্তর প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, শিয়ালদহ বিভাগের বাণিজ্যিক দপ্তর আজ তাদের সম্মুখসারির কর্মীদের জন্য একটি বিস্তারিত 'সফট স্কিল' প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করেছে। এই কর্মশালার মূল লক্ষ্য ছিল রেলের দৈনন্দিন কার্যক্রমে 'সফট স্কিল'-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ওপর আলোকপাত করা যেখানে জোর দেওয়া হয়েছে যে, সম্মুখসারির কর্মীদের আচরণই হলো 'ভারতীয় রেল'-এর প্রকৃত মুখচ্ছবি। এই প্রশিক্ষণটি বিশেষভাবে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে কর্মীদের জনসম্পর্ক বা জনসাধারণের সাথে মেলামেশার দক্ষতা বাড়ে, কার্যকর যোগাযোগ নিশ্চিত হয় এবং যাত্রীদের সাথে আরও সহানুভূতিশীল সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই প্রশিক্ষণ অধিবেশনে কর্মীদের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট রূপরেখা বা 'রোডম্যাপ' তুলে ধরা হয়েছে- কীভাবে একটি কাঠামোগত 'করণীয় ও বর্জনীয়' কাঠামোর মাধ্যমে যাত্রীদের বিচিত্র চাহিদাগুলো সুষ্ঠুভাবে সামলানো যায়। **করণীয় বিষয়সমূহঃ** সক্রিয় শ্রবণ (Active Listening)ঃ কোনো সমাধান দেওয়ার আগে যাত্রীদের অভিযোগ ও জিজ্ঞাসাগুলো ধৈর্য সহকারে মন দিয়ে শোনা। **সহানুভূতি ও সৌজন্যঃ** সর্বদা ভদ্র ও মার্জিত ভাষা ব্যবহার করা এবং একটি সহায়ক মনোভাব বজায় রাখা-বিশেষ করে প্রবীণ নাগরিক, মহিলা এবং 'দিব্যাঙ্গজন' (শারীরিক প্রতিবন্ধী) যাত্রীদের প্রতি। যোগাযোগে স্বচ্ছতাঃ ট্রেনের সময়সূচি, টিকিট সংক্রান্ত বিষয় এবং বিভিন্ন সুযোগ- সুবিধা সম্পর্কে সঠিক তথ্য স্পষ্টভাবে ও সংক্ষেপে প্রদান করা। এবং 'সফট স্কিল'-এর ৭টি মূল নীতি মেনে চলা, যথা- যোগাযোগ দক্ষতা, আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা (Emotional Intelligence), সময় ব্যবস্থাপনা, সৃজনশীলতা, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা (Critical Thinking), মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা এবং দলগত কাজ। **বর্জনীয় বিষয়সমূহঃ বিবাদ এড়িয়ে চলা-** অত্যন্ত চাপের মুখেও উত্তপ্ত বা তীব্র তর্কে জড়িয়ে পড়া থেকে বিরত থাকা এবং তার পরিবর্তে পরিস্থিতি শান্ত করার বা উত্তেজনা প্রশমনের কৌশল অবলম্বন করা। **অস্পষ্ট উত্তর পরিহারঃ** এমন কোনো অস্পষ্ট বা যাচাইহীন তথ্য দেওয়া থেকে বিরত থাকা, যা যাত্রীদের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। **জিজ্ঞাসা উপেক্ষা না করাঃ** হেল্প ডেস্ক বা কাউন্টারে কোনো যাত্রী যেন অবহেলিত বা সেবাবঞ্চিত না হন, তা নিশ্চিত করা। বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করেছেন যে, এই প্রশিক্ষণের ফলে জনসাধারণের সাথে মেলামেশার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। যোগাযোগের ব্যবধান কমিয়ে আনার মাধ্যমে, বাণিজ্যিক দপ্তর এমন একটি পরিবেশ গড়ে তুলতে চায় যেখানে শিয়ালদহ বিভাগের ওপর নির্ভরশীল যাত্রীদের প্রতিটি মিথস্ক্রিয়া বা অভিজ্ঞতা হয়ে উঠবে অত্যন্ত মসৃণ ও আনন্দদায়ক। 'শিয়ালদহ বিভাগ' সর্বদা তাদের মূল দর্শন- 'যাত্রীই প্রথম' (Passenger First)-এর প্রতি অবিচল ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ভোটে ভরাডুবির পর তৃণমূলে 'বিদ্রোহের আগুন', প্রকাশ্যে অভিষেককে কাঠগড়ায় তুললেন ফরাক্কার মনিরুল

মিঠুন হালদার, মালদা, ৬ মে ঃ রাজ্যে পালাবদলের ৪৮ ঘন্টার মধ্যেই তৃণমূলের অন্দরে শুরু হয়ে গেল 'গৃহদাহ'। তৃণমূলের অন্দরে কোন্দল, টিকিট না-পাওয়া ও বিক্ষুব্ধ নেতারা একের পর এক মুখ খুলতে শুরু করেছেন। এবার দলের চরম বিপর্যয়ের জন্য সরাসরি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে আঙুল তুললেন ফরাক্কার বিদায়ী তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলাম। ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটে ফরাক্কা থেকে তাঁকে টিকিট দেয়নি দল। পরিবর্তে সামশেরগঞ্জের আমিরুল ইসলামকে প্রার্থী করে তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব। শুরুতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন। 'চাপের মুখে' দলের বিরুদ্ধে সুর নরম করেন মনিরুল। কিন্তু রাজ্যে বিজেপির 'অভাবনীয় সাফল্যের' পর এবার কার্যত দলের বিরুদ্ধেই তোপ দাগলেন তিনি। বিজেপি সরকারকে 'নৈতিক সমর্থন' জানিয়ে মনিরুলের সাফ কথা, পশ্চিমবাংলায় অহংকার আর ঔদ্ধত্বের পতন হয়েছে। ক্ষমতা কখনও চিরস্থায়ী নয়, এটা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বোঝেননি। একের পর এক বিস্ফোরক অভিযোগ করে মনিরুল ইসলাম বলেন, আমাদের মতো বিধায়কদের যেভাবে অপমান করেছেন অভিষেক, তারই ফল ভোগ করছে গোটা দল। ভবিষ্যতে তৃণমূল টিকে থাকলেও ওঁর পক্ষে দল চালানো সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে মনিরুল বলেন, আমি নিজে ক্যামাক স্ট্রিটে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করে শেষে ওঁর কর্মচারীর সঙ্গে দেখা করে ফিরে এসেছি। বিধায়ক-সাংসদদের উনি নিজের চাকর মনে করতেন। এই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্যই আজ তৃণমূল ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। মনিরুলের দাবি, ভোটের আগে ৭৪ জন বিদায়ী বিধায়ককে বাদ দেওয়ার যে 'ভুল' অভিষেক করেছেন, তারই মাশুল দিতে হল দলকে। ফরাক্কার মতো শিল্পাঞ্চলে আমাকে টিকিট না দেওয়ায় অন্তত ৫ হাজার মানুষ অভিমানে বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন, দাবি তাঁর। ফরাক্কার গুরুত্ব বোঝাতে মনিরুল বলেন, মুর্শিদাবাদের শিল্পবলয় বলতে ফরাক্কাকেই বোঝায়। এখানে এনটিপিসি, অম্বুজা সিমেন্ট, ফরাক্কা ব্যারেজ রয়েছে। এই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী সুনীল চৌধুরী জিতলেও মানুষের উপকার হত। কারণ উনি কাজের লোক। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের 'সন্ত্রাস নয়, সম্প্রীতির' বার্তাকে স্বাগত জানিয়েছেন মনিরুল। তাঁর কথায়, উনি সন্ত্রাস না করার যে বার্তা দিয়েছেন, তাতে ওঁর উপর আস্থা ও বিশ্বাস আরও বেড়ে গেল। উনি সম্প্রীতির কথা বলেছেন, যা তৃণমূল কোনওদিন বলেনি। উল্টো তৃণমূল ৪ তারিখের পর 'দেখে নেওয়ার' হুমকি দিয়েছে। তবে ফরাক্কার মনিরুল একা নন। ভোটে বিপর্যয়ের পর রাজ্যের একাধিক জেলা থেকে ব্লক সভাপতি, বিদায়ী বিধায়ক থেকে শুরু করে পরাজিত প্রার্থীরাও দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন। মালদার তৃণমূল নেতা কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরীর গলাতেও শোনা গিয়েছে বিক্ষোভের সুর। রাজনৈতিক মহলের মতে, ২০২১-এ ২১৫ আসন পাওয়া তৃণমূল ২০২৬-এ ৮০-এ নেমে আসার পর দলের অন্দরে এই 'ক্ষোভের বিস্ফোরণ' ছিল সময়ের অপেক্ষা। প্রার্থী বাছাই, 'এক ব্যক্তি এক পদ' নীতি, এবং জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে সমন্বয়ের অভাব নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই চাপা অসন্তোষ ছিল। ভোটের ফল সেই বারুদের স্তূপে আগুন ধরিয়েছে মাত্র।

রেল কন্টেইনারে চা পরিবহন বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্টেকহোল্ডার সভা আয়োজন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ৬ মে ঃ রেল দ্বারা কন্টেইনারের মাধ্যমে চা পরিবহনের ব্যবস্থা উন্নত করার লক্ষ্যে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ৬ মে ২০২৬ তারিখে জোনাল হেডকোয়ার্টার, মালিগাঁও-এ চা উদ্যোগের প্রধান স্টেকহোল্ডারদের-যার মধ্যে লজিস্টিক অপারেটর, চা সমিতি, রপ্তানিকারক এবং উৎপাদকগণ রয়েছেন- সাথে একটি সভার আয়োজন করে। অসম প্রতি বছর প্রায় ১৬০ মিলিয়ন কেজি রপ্তানিমুখী চা উৎপাদন করে। দক্ষ লজিস্টিক সহায়তার ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা বিবেচনা করে, এই পদক্ষেপের লক্ষ্য হলো রেল-ভিত্তিক কন্টেইনারাইজড পরিষেবার মাধ্যমে চায়ের কনসাইনমেন্ট পরিবহনের পরিমাণ বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করা। এই পরিষেবাগুলির অনেক সুবিধা রয়েছে- যেমন সাশ্রয়ী ব্যয়, নির্ভরযোগ্যতা, দ্রুত পরিবহন, পণ্য ওঠানো-নামানোর সময় ক্ষতি হ্রাস এবং পরিবেশ-বান্ধব পরিবহন।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং সংলগ্ন এলাকায় চা উদ্যোগের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে পণ্য পরিবহনের পরিকাঠামো শক্তিশালীকরণ এবং গ্রাহক-কেন্দ্রিক লজিস্টিক সমাধান গড়ে তোলার কাজে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বৈঠকে, রেলওয়ের বরিষ্ঠ আধিকারিক, চা উদ্যোগের প্রতিনিধি, লজিস্টিক অপারেটর এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ চা পরিবহনের লক্ষ্যে রেল সংযোগ, পরিচালনগত সমন্বয় এবং কন্টেইনার হ্যান্ডলিং সুবিধা উন্নয়নের বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনার গুরুত্ব এই কৌশলগুলির ওপরও ছিল, যার মাধ্যমে দক্ষ, বাধাহীন ও গ্রাহক-বান্ধব পরিবহন পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে আরও বেশি করে চা পরিবহনকে রেলওয়ের দিকে আকৃষ্ট করা যেতে পারে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে অর্থবর্ষ ২০২৫-২৬-এ পণ্য পরিবহনে এক প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেছে রেলওয়ে মোট ১১.৪ মিলিয়ন টন পণ্য লোডিং করেছে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৬ শতাংশ বৃদ্ধি নথিভুক্ত করেছে। পণ্য পরিবহন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে মাল আনলোডিং-এর পরিমাণ ৬৮৮টি রেক বৃদ্ধি হয়েছে- অর্থবর্ষ ২০২৪-২৫-এর ১২,৩৪৬টি রেক থেকে বৃদ্ধি হয়ে অর্থবর্ষ ২০২৫-২৬-এ ১৩,০৩৪ টি হয়েছে। এই অঞ্চলে পণ্য পরিবহন ও লজিস্টিক পরিকাঠামোকে আরও সুদৃঢ় করার জন্য, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আধুনিক পণ্য টার্মিনাল এবং মাল্টিমোডাল কার্গো হ্যান্ডলিং সুবিধাসমূহের বিকাশ ও সেগুলিকে চালু করছে। মিজোরামের সাইরাং এবং নাগাল্যান্ডের মোলভমে অবস্থিত নতুন টার্মিনালগুলির পাশাপাশি অন্যান্য টার্মিনালগুলি থেকে, উত্তর- পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে পণ্য পরিবহনের সুযোগ এবং সংযোগ ব্যবস্থাকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এছাড়াও, সমগ্র জোনে 'গতি শক্তি কার্গো টার্মিনাল'-এর বিকাশ, দক্ষ পণ্য এক্সপ্রেস, কন্টেইনার হ্যান্ডলিং এবং 'ফার্স্ট- মাইল- লাস্ট- মাইল' সংযোগের সক্ষমতা বৃদ্ধি করছে যার ফলে চা উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারকসহ বিভিন্ন শিল্পের জন্য রেল পরিবহন ব্যবস্থাকে অধিকতর হারে গ্রহণ করার ব্যাপকতর সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। এই পদক্ষেপটি পণ্য পরিবহন পরিকাঠামো শক্তিশালীকরণ, স্থিতিশীল পরিবহনের প্রসার এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আর্থিক বিকাশ ও ঔদ্যোগিক উন্নয়নের সহায়ক হিসেবে গ্রাহক-কেন্দ্রিক লজিস্টিক সমাধান প্রদানের প্রতি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নিরন্তর অঙ্গীকারের প্রতিফলন।

ভোট পরবর্তী কোন হিংসা বরদাস্ত করা হবে নাঃ কড়া বার্তা পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসনের

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৬ মে ঃ ৪ মে বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর রাজ্য জুড়ে কিছু বিক্ষিপ্ত হিংসার ঘটনা ঘটেছে। ব্যাতিক্রম নয় পূর্ব বর্ধমান জেলাও। তবে জেলায় কোন ধরনের ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনা বরদাস্ত করা হবে না বলে জানিয়ে দিলেন পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক শ্বেতা আগরওয়াল (আই এ এস) এবং জেলা পুলিশ সুপার সায়ক দাস (আই পি এস)। বুধবার জেলাশাসকের অফিসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জেলাশাসক জানান, জেলায় কিছু

বিক্ষিপ্ত ঘটনার কথা সামনে আসছে যা মোটেই কাম্য নয়। হিংসামুক্ত নির্বাচন করাই প্রশাসনের লক্ষ্য ছিল, এবং ভোটের ফল প্রকাশের পরও এই ধরনের কোন ঘটনা ঘটলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে। যে বা যারা এই সমস্ত হিংসাত্মক কার্যকলাপে যুক্ত থাকবে তাদের রেওয়াত করা হবে না। জেলায় শান্তি রক্ষা করতে হবে। অপরদিকে জেলা পুলিশ সুপার সায়ক দাস জানান, জেলায় যে কোন রকমের হিংসা, গুন্ডামি, হুমকি, মারধর, ভাঙচুর এই সবের ঘটনা ঘটলে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে এবং এখানে কোন রাজনৈতিক রঙ, সাম্প্রদায়, ধর্ম, জাতি কোন কিছুই দেখা হবে না। তাই যারা দুস্কৃতিমূলক কাজ কর্ম করছেন বা করার পরিকল্পনা করছেন তারা এখন থেকে না শুধরালে পরে বড় বিপদের সম্মুখীন হবে। এবিষয়ে সমস্ত থানাগুলিকে সতর্ক করা হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়াতেও যাতে কেউ উস্কানিমূলক পোস্ট না করে সে দিকে লক্ষ্য রাখছে জেলা পুলিশের সাইবার টিম। যে কোন ধরনের শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে আইনত কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পুলিশ জেলা জুড়ে নজরদারি চালাচ্ছে। পুলিশের সমস্ত টিম সক্রিয় রয়েছে। বুধবার সকাল পর্যন্ত পূর্ব বর্ধমান জেলায় প্রায় ১৫০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার।

নানুরে তৃণমূল কর্মী খুনে গ্রেপ্তার ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ৬ মে ঃ তৃণমূলের বুথ সভাপতি খুনের ঘটনায় ৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তারা সবাই বিজেপি কর্মী বলে তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি। বুধবার তাদের বোলপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক সকলকে ১২ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার নানুরের সন্তোষপুরে বিজেপির বিজয় মিছিল ছিল। সেই মিছিল থেকে জনা পঞ্চাশেক লোক ধারালো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৃণমূলের সন্তোষপুরের বুথ সভাপতি আবীর শেখ এবং সক্রিয় কর্মী চাঁদু শেখের উপরে চড়াও হয়। আবীরকে গলা কেটে খুন করা হয়। চাঁদুকে এলোপাতাড়ি ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয় বলে অভিযোগ। আবীর ঘটনাস্থলেই মারা যান। চাঁদু আশংকাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ওই ঘটনার পর গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী গিয়ে ধরপাকড় শুরু করে। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ১৪ জন সহ আরও অনেকের নামে অভিযোগ দায়ের হয়। তাদের মধ্যে ৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম হেমন্ত দত্ত, সঞ্জয় দাস, লালন দাস ও সুকুমার দাস। সকলের বাড়ি সন্তোষপুর গ্রামে। বুধবার তাদের বোলপুর মহকুমা আদালতে হাজির করানো হয়। তৃণমূলের নব নির্বাচিত প্রার্থী তথা প্রাক্তন বিধায়ক বিধানচন্দ্র মাঝি বলেন, 'রাজনৈতিক আক্রোশেই আমাদের বুথ সভাপতিকে খুন করা হয়েছে। অভিযুক্তরা সকলেই বিজেপি কর্মী।'

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ২২২-এস/১/ডবলু-II তারিখঃ ০৪.০৫.২০২৬। সিনি. ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/I/শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪-এর কর্তৃক নিম্নোক্ত কাজের জন্য অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **১) টেন্ডার নং.ঃ টিএন-১৩-২৬-২৭; কাজের নামঃ** অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার(ওয়ার্কস)/I/শিয়ালদহ-এর এখতিয়ারভুক্ত শিয়ালদহ স্টেশন, বি. আর. সিং হাসপাতাল, ওআরএম বিল্ডিং সার্কুলেটিং এরিয়া, ব্লক নং ২১০ এবং বি. সি. রায় ইনস্টিটিউট-এর রেল চত্বর/ক্যাম্পাসের মধ্যে মাসিক ভাড়ার ভিত্তিতে বিভিন্ন জাতের জীবন্ত ইনডোর ও আউটডোর পূর্ণাঙ্গ টবে লাগানো শোভাবর্ধক গাছ এবং মরশুমী ফুল সরবরাহ, প্রদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। এছাড়াও, ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার [সদর দপ্তর]/শিয়ালদহ-এর অধীনে অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার(ওয়ার্কস)/II/শিয়ালদহ-এর এখতিয়ারভুক্ত জিএম বাংলো, বেলভেডিয়ার পার্ক অফিসার্স কলোনি চত্বর, ১/১এ রেল মিনার, জাজেস কোর্ট চত্বর, নিউ আলিপুর অফিসার্স কলোনি, আলিপুর চত্বর (বার্ন স্ট্যান্ডার্ড), ইআরএসসি (বেহালা)-এর রেল চত্বর/ক্যাম্পাসের মধ্যে মাসিক ভাড়ার ভিত্তিতে বিভিন্ন জাতের জীবন্ত ইনডোর ও আউটডোর পূর্ণাঙ্গ টবে লাগানো শোভাবর্ধক গাছ এবং মরশুমী ফুল সরবরাহ, প্রদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। **টেন্ডার মুল্য ঃ** ₹ ১,৮৭,৪৭,৪০১.১০; **বায়না রাশিঃ** ₹ ৩,৭৫,০০০.০০; **২) টেন্ডার নং. টিএন-১৪-২৬-২৭; কাজের নামঃ** অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার/শিয়ালদহ-এর এখতিয়ারভুক্ত এসএসই/পিডব্লিউ/এসডিএএইচ সেকশনে এনসিসি পিট লাইন নং ২, ৫, ৭, ৮ এবং এনএসএস ইয়ার্ড লাইন নং ২, ৪, ৫, ৬, ৮-এ বিএলটি ট্র্যাক শক্তিশালীকরণ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ₹ ৯১,০৫,৩৮৫.৭০; **বায়না রাশিঃ** ₹ ১,৮২,১০০.০০; **৩) টেন্ডার নং. টিএন-১৬-২৬-২৭; কাজের নামঃ** সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/I/শিয়ালদহ-এর এখতিয়ারাধীন এলাকায় ত্রুটিপূর্ণ গ্লুড জয়েন্ট/ব্লক জয়েন্ট প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে ইনসিটু গ্লুড জয়েন্ট (৫২/৬০ কেজি)-এর সংস্থান। **টেন্ডার মুল্যঃ** ₹ ৭১,৪৯,০০১.০০; **বায়না রাশিঃ** ₹ ১,৪৩,০০০.০০; **টেন্ডার জমার শেষ তারিখ এবং সময় ঃ** ক্রম নং. ১ থেকে ৩ প্রতিটির জন্য ২৯.০৫.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা; **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ক্রম নং. ১ ও ৩ প্রতিটির জন্য ১২ (বারো) মাস এবং ক্রম নং. ২ এর জন্য ০৬ (ছয়) মাস। **www.ireps.gov.in**-এ টেন্ডারের নথি এবং অন্যান্য বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে। উপরের ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে বিড জমা দিতে হবে। ম্যানুয়াল অফার সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা হবে। **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়** ২৯.০৫.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা ৩০ মিনিটে।

SDAH-28/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
Eastern Railway Headquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিশ নং. এমসি_এসসি_কোচঅ্যামেনিটি_এসডিএএইচ_২৬, তারিখঃ ২৭.০৪.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, রুম নং ৪২, ২য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নোক্ত কাজের জন্য "টু প্যাকেট সিস্টেম"-এর মাধ্যমে নির্ধারিত টেন্ডার ফর্মে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক সক্ষমতাসম্পন্ন স্বনামধন্য ঠিকাদারদের থেকে সিল করা ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ- **কাজের নাম/বিবরণঃ** শিয়ালদহ, সিপি কোচিং ডিপোতে প্রাথমিক ও রাউন্ড-ট্রিপ রক্ষণাবেক্ষণাধীন কোচসমূহে সাধারণ সাজসজ্জা, কাঠমিস্ত্রির কাজ, প্লাম্বিং, ট্রিম-ওয়ার্ক এবং অন্যান্য যাত্রী-সুবিধাসংক্রান্ত সেবাসমূহের ৩ বছরের জন্য আউটসোর্সিং এবং চেয়ার কার-এর রিক্লাইনিং মেকানিজম মেরামতের ৩ বছরের কাজ। **টেন্ডার মূল্য (টাকায়) ঃ** ₹ ১৯,০১,৮০,৭৩৯.৩১; **বায়না অর্থ (টাকায়) ঃ** ₹ ১১,০০,৯০০.০০; **চুক্তির মেয়াদ (বছরে) ঃ** ০৩; **টেন্ডার নথির মূল্য(টাকায়)ঃ** শূন্য; **বিডিং শুরুর তারিখ ঃ** ০৫.০৫.২০২৬; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৯.০৫.২০২৬ দুপুর ৩টায়; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ১৯.০৫.২০২৬ দুপুর ৩টায়; ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং কাজের যোগ্যতার মানদণ্ড সহ টেন্ডার নথি **www.ireps.gov.in** (ওয়েবসাইট ইউআরএল) থেকে দেখা এবং ডাউনলোড করা যেতে পারে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রহণ করা হবে না।

SDAH-29/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
Eastern Railway Headquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং. ২৯_২০২৬-২৭ এবং ৩০_২০২৬-২৭, তারিখ ঃ ০৪.০৫.২০২৬। সিনি. ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার (IV), ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের অফিস, পূর্ব রেলওয়ে, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া, পিন-৭১১১০১ কর্তৃক যেসব টেন্ডারদাতাদের একই ধরণের কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং সেচ/সিপিডবলুডি/এসইবি/এমইএস বা যে কোনও পাবলিক সেক্টরের উদ্যোগের সাথে নিবন্ধীকৃত ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সক্ষমতা রয়েছে তাদের থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে **[সিনিয়র ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ]। (১) ই-টেন্ডার নং. ২৯_২০২৬-২৭; কাজের বিবরণঃ** হাওড়া ডিভিশনের সিনিয়র ডিইএন/৪/হাওড়া-এর এখতিয়ারভুক্ত এলাকায় ট্রিস্বল গেডো ভর্সিস ট্রলি সিস্টেম বা অনুরূপ সরঞ্জাম ব্যবহার করে ট্যাম্পিং-এর আগে ও পরে ট্র্যাক পরিমাপ জরিপ এবং আপডেটেড স্কেল মানচিত্র তৈরি। **আনুমানিক মূল্যঃ** ₹ ৪৯,৪৫,৮০৬.৪০; **বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৯৮,৯০০/-। **(২) ই-টেন্ডার নং. ৩০_২০২৬-২৭; কাজের বিবরণঃ** সিনিয়র ডিইএন/৪/হাওড়া- এর অধীনে ২ বছরের জন্য এসএসই/পি.ওয়ে/বোলপুর শান্তিনিকেতন, এসএসই/পি.ওয়ে/সাঁইথিয়া, এসএসই/পি.ওয়ে/রামপুরহাট-এর আওতায় বিভিন্ন ট্র্যাক এবং অন্যান্য রেল সামগ্রী লোডিং, আনলোডিং ও পরিবহন সহ নিয়মিত ভিত্তিতে যানবাহন ভাড়া। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ₹ ৫৮,১৯,৩৪২.৪৪; **বায়না অর্থঃ** ₹ ১,১৬,৪০০/-। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ক্রম নং. ১ ও ২ প্রতিটির জন্য শূন্য; **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ক্রম নং. ১-এর জন্য স্বীকৃতিপত্র জারি হওয়ার পর থেকে ০৩ (তিন) মাস এবং ক্রম নং. ২ এর জন্য স্বীকৃতিপত্র জারি হওয়ার পর থেকে ২৪ (চব্বিশ) মাস। বিজ্ঞপ্তিতে আহ্বান জানানো টেন্ডারে উল্লিখিত জমার শেষ তারিখটি যে কোনও কারণে ছুটি/বনধ/ধর্মঘট ঘোষণা করা হলে, অনলাইনে টেন্ডার জমার শেষ তারিখ পরিবর্তন করা হবে না যেহেতু আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইট টেন্ডারের আবেদন জমার শেষ তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা দেওয়ার অনুমতি দেয় না। সেইহেতু, অনলাইনে টেন্ডারটি পরবর্তী কার্যদিবসে খোলা হবে। **টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময় ঃ** ২৬.০৫.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টায়। টেন্ডারের বিশদ ওয়েবসাইট ঃ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে তাদের অফারটি অনলাইনে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডারের ক্ষেত্রে বায়না মূল্য (ইএমডি) এবং টেন্ডারের নথির খরচের পেমেন্ট নেটব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে শুধুমাত্র উপরে উল্লিখিত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে গ্রহণীয় হবে। **দ্রষ্টব্য ঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল) এ আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ফিক্সড ডিপোজিট রিসিট (এফডিআর) ইএমডি হিসাবে গ্রহণ করা হবে না। কোন ম্যানুয়াল অফার গ্রহণ করা হবে না।

HWH-49/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
Eastern Railway Headquarter

নির্বাচনের পর থেকেই নিরুদ্দেশ তৃণমূলের জেলা সভাপতি, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বিজেপির বিশেষ বৈঠক

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ৬ মে ঃ কোচবিহার জুড়ে গেরুয়া ঝড়। নটি বিধানসভা আসনের মধ্যে আটটিতেই জয়লাভ বিজেপির। ভোট গণনার দিন সন্ধ্যের পর থেকে জেলা জুড়ে সেলিব্রেশন এরই মাঝে বিভিন্ন জায়গায় সংঘর্ষের খবর সামনে আসতে থাকে। তৃণমূলের বিভিন্ন কার্যালয় দখল ভাঙচুরের খবর সামনে আসে। বিশেষ করে দিনহাটা এবং সিতাইয়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ব্যাপক অশান্তির ছবি সামনে আসে। যদিও পরবর্তীতে তা কড়া হাতে দমন করার জন্য উদ্যোগী হয় প্রশাসন। এমতাবস্থায় ফল ঘোষণার পরদিন থেকে নিরুদ্দেশ কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা কোচবিহার দক্ষিণের তৃণমূল প্রার্থী অভিজিত দে ভৌমিক। দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তিনি বিজেপি প্রার্থী রথীন্দ্রনাথ বোসের কাছে ২৩২৮৪ ভোটে পরাজিত হন। নির্বাচনের প্রচারের সময় তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে যদি হেরেও যায় তবুও আপনাদের পাশেই থাকবো হেরে যাওয়ার পর দিন থেকে কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল ফল ঘোষণার পরেই তাকে আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। এমনকি তৃণমূলের একাধিক নেতা সহ কর্মী সমর্থকেরাও উধাও। এরই মাঝে কোচবিহার স্টেশন চৌপতি সংলগ্ন তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিসের দখল নিয়েছে কংগ্রেস। অপরদিকে বিভিন্ন প্রান্তে অশান্তির খবর পর বিজেপির প্রার্থী ও জেলা সভাপতি বার বার সংবাদ মাধ্যমে শান্তির বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। এ প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা বিজেপির সভাপতি অভিজিত বর্মন বলেন - রাতারাতি গায়ে গেরুয়া আবীর মেখে যারা বিজেপি হয়েছেন তারা সাবধান হয়ে যান। এমনকি তিনি প্রশাসনের উদ্দেশ্যে বলেন জাতি ধর্ম এবং রঙ না দেখে যারা এই ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে। কোচবিহারের যে দুটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিধানসভা ছিল তার অন্যতম কোচবিহার দক্ষিণ। গত বিধানসভা ভোটে এই বিধানসভাটি বিজেপি মাত্র ৩০০০ এর বেশি ব্যবধানে জিতলেও ২০২৬ শে ব্যবধান ২৩ হাজার হয়ে যায়। অর্থাৎ বিজেপির যে মূল শক্তি কোচবিহার শহর সেই শহরের ৮০ টি বুথে প্রচুর ভোট পাই বিজেপি প্রার্থী। রাজ্যে ২০০র বেশি আসন নিয়ে বিজেপি জয়ী হওয়ার পরেই মন্ত্রিত্বের দাবিদার একাধিক প্রার্থী। প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তথা বর্তমান মাথাভাঙ্গার বিজয়ী প্রার্থী নিশীথ প্রামানিক উপ মুখ্যমন্ত্রীর দাবিদার এমনই কথা শোনা যাচ্ছে ওয়াকিবহুল মহলে। অপরদিকে তৃণমূল সরকারের সময়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের কেবিনেট মন্ত্রী উদয়ন গুহকে হারিয়ে মন্ত্রিত্বের দাবিদারে এগিয়ে অজয় রায়। গতবারের তুফানগঞ্জ এবং কোচবিহার উত্তর বিধানসভার দুই প্রার্থী এবারও জয়লাভ করায় তারাও মন্ত্রিত্বের দাবিদার বলে ওয়াকিবহল মহলে খবর ঘোরাঘুরি করছে। ফলে নতুন মন্ত্রিসভায় কারা মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব পাচ্ছেন তা নিয়ে গুঞ্জন সর্বত্র। তবে একথা ঠিক বারংবার বিভিন্ন সরকারের আমলে বঞ্চিত হয়েছে উত্তরবঙ্গ। এই উত্তরবঙ্গের সবচাইতে সীমান্তবর্তী এলাকার নাম কোচবিহার। তৃণমূল সরকারের সময় উদয়ন গুহ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী হলেও কোচবিহারে উন্নয়ন চোখে পড়েনি। স্বাধীনতার পর এত দীর্ঘ সময় পার হয়ে যাওয়ার পরেও কোচবিহারে নেই কোন ফ্যাক্টরি। এমনকি রাজ আমলের বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ নিয়ে কেন্দ্র রাজ্য সংঘাতের ফলে আজও তথৈবচ অবস্থা। এরই মাঝে বিজয়ী প্রার্থীরা বিধায়ক রূপে শপথ নেওয়ার আগে জানিয়ে দিয়েছেন আগামী দিনে জেলার মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে। তৈরি হবে, কাজের জায়গা। কোচবিহারের আরো একটি মূল সমস্যা হচ্ছে বাংলাদেশ সীমান্ত। এখনো বিস্তীর্ণ এলাকায় নেই কাঁটাতার। কেন্দ্র কাঁটাতার দিতে চাইলেও রাজ্য জমি দিচ্ছে না, আর এই সংঘাতের মাঝেই চোরাচালান বাড়তে থাকে। বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে এবার এই সমস্ত কিছু বন্ধ হবে বলেই জানিয়েছেন জয়ী প্রার্থীরা। সূত্রের খবর অনুযায়ী আগামীকাল বিশেষ একটি ট্রেনে করে কোচবিহার থেকে প্রচুর বিজেপি কর্মী সমর্থকরা ব্রিগেড ময়দানের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। এখন দেখার বিগত দিনে যেভাবে অবহেলিত হয়ে পড়েছিল কোচবিহার নতুন সরকার তৈরি হবার পর তার কোন পরিবর্তন হয় নাকি যেখানে জল সেখানেই থাকে। যদিও এ বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কারোর বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

বোমা ভর্তি ব্যাগ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ৬ মে ঃ বুধবার সাতসকালে তৃণমূল নেতার বাড়ির পুকুরে পার থেকে বোমা উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের মহিষকুচি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আতঙ্কিত এলাকাবাসী। বুধবার সকালে মহিষকুচি এলাকায় তৃণমূল নেতা সুশান্ত দাসের বাড়ির পুকুরে একটি সন্দেহজনক ব্যাগ দেখতে পাওয়া যায় বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। খবর পেয়ে বক্সিরহাট থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই ব্যাগটি উদ্ধার করে। ব্যাগ খুলতেই দেখা যায় তার ভেতর সাজানো রয়েছে একাধিক তাজা বোমা। বিজেপির অভিযোগ -এলাকায় বড়সড় সন্ত্রাস চালানোর লক্ষ্যেই সুকৌশলে ব্যাগে ভরে পুকুরে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে যদি তৃণমূলের জয়লাভ হত তাহলে বিজেপি কর্মীর বাড়িতে এই বোমাগুলো দিয়ে হামলা চালানো হতো। তৃণমূল নেতার পুকুর থেকে এভাবে সন্ত্রাসের রসদ উদ্ধার হওয়ায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে বিজেপি শিবির। তাদের স্পষ্ট দাবি পরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাস ছড়ানোর জন্যই এই বোমা মজুত করা হয়েছিল। পুলিশ বোমাগুলি উদ্ধার করে নিয়ে গেছে। যদিও এই প্রসঙ্গে তৃণমূল নেতা সুশান্ত দাস বলেন - বাড়ির পাশে গোয়ালের পিছনে এটি পাওয়া গেছে প্রতিদিন বাবা-মা কাজ করেন কিন্তু দেখতে পাননি এই ব্যাগ কোথা থেকে এলো সেটা আমি জানি না আমি বাড়িতে ছিলাম না। ঘটনার তদন্তে বক্সিরহাট থানার পুলিশ।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেল সৌভিক সেবাইত, পিতা- সুনীতি কুমার সেবাইত, সাকিম-কুলবনী, পাঁচমুড়া, তালডাংরা, বাঁকুড়া। গত ০৯.০২.২০২৬ তারিখে বাঁকুড়া D.S.R OFFICE এর 601/26 নং কোবালা দলিল মূলে সৌরভ মহান্তি পিতা- সদানন্দ মহান্তি সাকিম আন্ধারিয়া, সুখাডালি, সারেঙ্গা, বাঁকুড়া, এর নিকট হইতে থানা ও জেলা- বাঁকুড়া, ডাবরা মৌজায় (জে.এল-198) 55,275 নং খতিয়ানভুক্ত ১৬৪ দাগে মোট ২৫ শতক জমিন ক্রয় করিয়াছেন যাহা সৌরভ মহান্তি বাঁকুড়া D.S.R OFFICE 515/2022 নং কোবালা দলিল মূলে প্রাপ্ত হয়। উক্ত দলিল এর কোবালা দাতা ১। শ্রীমতী শান্তি চট্টরাজ স্বামী শ্রী চন্ডীদাস চট্টরাজ সাকিম পুরন্দরপুর, বাঁকুড়া। উক্ত ১ নং দাতার পক্ষে বাঁকুড়া A.D.S.R OFFICE 4344/2021 নং রে ঃকৃত আমমোক্তারনাম দলিল মূলে নিযুক্তীয় ও ২। শ্রীমত্যা গীতারানী হাজরা স্বামী কমলাকান্ত হাজরা সাকিম, বেলিয়াতোড়, বাঁকুড়া। উক্ত ২ নং দাতার পক্ষে বাঁকুড়া A.D.S.R OFFICE 4343/2021 নং রে ঃকৃত আমমোক্তারনাম দলিল মূলে নিযুক্তীয় আমমোক্তার শ্রী প্রনব সিনহা মহাপাত্র পিতা - শ্রী সন্তোষ কুমার সিনহা মহাপাত্র সাকিম- ধবনী, নিমাইপুর, সিমলাপাল, বাঁকুড়া। উক্ত খতিয়ানভুক্ত সমস্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া B.L & L.R.O-1 অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেলগণ তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেল সেখ ফিরোজ পিতা- সেখ নূর মহম্মদ, সাকিম- নূতনগ্রাম, ভিকুরডিহি, বাঁকুড়া। গত 09.05.2024 তারিখে বাঁকুড়া A.D.S.R OFFICE এর 1744/ 2024 নং কোবালা দলিল মূলে ১। শ্রী নিমাই রায় ওর নির্মল রায় ২। শ্রী ভক্তি রায় উভয়ের পিতা- স্বর্গীয় চারু রায়, সাকিম-কাকড়াডিহি, ভিকুরডিহি, ও জেলা- বাঁকুড়া, পিন- ৭২২১৪৬। উক্ত দাতাদ্বয়ের পক্ষে বাঁকুড়া D.S.R OFFICE 314/2019 নং রে ঃ কৃত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে নিযুক্তীয় আমমোক্তার মোমেনা বিবি স্বামী নূর মহম্মদ সেখ, জাতি মুসলমান, ভারতীয় নাগরিক, সাকিম- নূতনগ্রাম, পোঃ- ভিকুরডিহি, বাঁকুড়া। উক্ত আমমোক্তারনাম দলিল দ্বারা থানা ও জেলা-বাঁকুড়া, কাঁকড়াডিহি মৌজার (জে.এল-168) 185,235 নং খতিয়ানভুক্ত 33,108, দাগে মোট 5.69 শতক জমিন ক্রয় করিয়াছেন উক্ত খতিয়ানভুক্ত সমস্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া B.L & L.R.O-1 অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেলগণ তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেল সুস্মিতা মন্ডল, পিতা- শ্রী সুনীল বরন মন্ডল, সাকিম -শ্যামডাঙ্গা, আঁন্দারথোল, বাঁকুড়া। গত ০২।০২।২০২৬ তারিখে বাঁকুড়া D.S.R OFFICE এর 445/26 নং কোবালা দলিল মূলে ১) অপুর্ব সিংহ মহাপাত্র পিতা শ্রী অহিভূষন সিংহ মহাপাত্র, ২) শীলা সিংহ মহাপাত্র স্বামী শ্রী অপূর্ব -সিংহ মহাপাত্র, উভয়ের সাকিম করগাহিড়, কেন্দুয়াডিহি, বাঁকুড়া, এর নিকট থানা ও জেলা বাঁকুড়া, করগাহিড় মৌজার (জে.এল-218) 322/1 নং খতিয়ানভুক্ত 69 দাগে মোট 4.96 শতক জমিন ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত ১ নাগাদ ২ নং দাত্রীগন গত ইংরাজী 04.08.2023 তারিখে D.S.R Bankura 4687/23 এবং 4688/23 নং রেজিষ্ট্রীকৃত দলিল দলিল মূলে শ্রী শ্যামসুন্দর কুন্ডু পিতা - নারায়ন কুন্ডু, সাকিম রাজগ্রাম, বাঁকুড়া, অত্র দলিলের দাতার A.D.S.R Bankura Office 143/15 নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা মূলে নিযুক্তিয় আমমোক্তার শ্রী সৌরভ মহান্তি পিতা- শ্রী সদানন্দ মহান্তি, সাকিম-আন্ধারিয়া, সুখাডালি, সারেঙ্গা, বাঁকুড়া। উক্ত খতিয়ানভুক্ত সমস্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া B.L & L.R.O-I অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেলগণ তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।

Sukumar Mallick
Advocate
District Judge's Court,
Bankura
E No-340/2001 W.B

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - ই-টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা ঃ পিসিএমএম/জিইএনএল/টিপি/২০২৬/১৫, তারিখ ঃ ০৬.০৫.২০২৬। "ই" প্রোকিওরমেন্ট পদ্ধতির জন্য টেন্ডার। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, হেড কোয়ার্টার অফিস (ষষ্ঠ তল), নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, ১১, গার্ডেনরিচ রোড, কলকাতা-৭০০০৪৩ কর্তৃক নিম্নলিখিত ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, যেগুলি ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করা হয়েছে। সমস্ত টেন্ডারগুলি **দুপুর ২টায়** বন্ধ হবে।

ক্র. নং.	টেন্ডার নং	বন্ধের তারিখ	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ	ইএমডি (টাকায়)
১	৩৮২৩৫০০২ সি	২৫.০৫.২০২৬	বিওএক্সএনএস ওয়াগনের জন্য লাইট ওয়েট লো হাইট ২৫টি অ্যাক্সেল লোড (এলডবলুএলএইচ-২৫) বগি অ্যাসেম্বলি কমপ্লিট	৭৫ সেট	৮,৮৩,২৩০
২	৩৮২৬৩০০৩	২৮.০৫.২০২৬	ক্লাস ই সিটিআরবি-র জন্য ইআই মেক "ব্যাকিং রিং"	৪৪৪০ টি	১,৩৬,২২০
৩	৩৮২৬৩৮৫৬	০১.০৬.২০২৬	বিওএক্সএনএইচএল ওয়াগনের জন্য এসএবি ইত্যাদি	৭৬৫টি	১,৪৬,৫৮০
৪	৭৫২৬১৭৮৮	২৬.০৫.২০২৬	নন-এসি কোচের জন্য ভিনাইল কোটেড আপহোলস্ট্রি ফ্যাব্রিক (কৃত্রিম চামড়া) ইত্যাদি	১৮৯০৩৯ মিটার	৪,৮৪,৩২০
৫	২৯২৬০০৪৭	২৫.০৫.২০২৬	ডব্লুএজি-৯ লোকোমোটিভের জন্য ইডি-ভিত্তিক টুইন বিম হেডলাইট	৪৮০ সেট	৩,৭২,৩৫০
৬	২৯২৬৪৫৮৮	২৫.০৫.২০২৬	এন্ড ফ্রেম ড্রাইভিং এন্ড অ্যাসেম্বলি (মডিফায়েড)	২৪৫ টি	৪,৬১,১৩০
৭	২৯২৬৩২৪৪	০১.০৬.২০২৬	রোটর শ্যাফ্ট (ফিনিশ মেশিনড)	১২৪ টি	২,১২,১৬০
৮	২৯২৬৩২৩৪	০২.০৬.২০২৬	হাই ভোল্টেজ বুশিং	১০৯ টি	৪,৩৩,৩০০
৯	২৯২৬৩২৫০	০৩.০৬.২০২৬	ট্র্যাকশন মোটরের জন্য মডিফায়েড সিঙ্গেল ডাক্ট লেদার বেলো	২৯০ সেট	৪,২৪,০৯০
১০	২৯২৬৩২০৬	১০.০৬.২০২৬	হেডলাইট ও অক্সিলিয়ারিজ কম্প্রেসরের জন্য কন্ট্রাক্টর	৮১০ টি	২,৯০,৫৬০
১১	২৯২৬৩৬৭১	১১.০৬.২০২৬	সার্জ অ্যারেস্টার (গ্যাপলেস লাইটনিং অ্যারেস্টার)	১৫০ টি	২,৬৯,০৪০
১২	২৫২৬১২৪৬	১৫.০৬.২০২৬	এমভিএমটি-র জন্য ইম্পেলার ব্যতীত সম্পূর্ণ ব্লোয়ার মোটর	৬৪ টি	১,৪১,৯৫০
১৩	২৯২৬৩২৭৭	১৭.০৬.২০২৬	কনট্রানসিস মেক প্যান্টোগ্রাফের জন্য আইটেমের সেট	৫০ সেট	২,১৯,৯৪০
১৪	২৯২৬৪৫৯৭	১৮.০৬.২০২৬	প্যান্টোগ্রাফের জন্য আইওএইচ ওভারহলিং কিট	৭৩ সেট	২,৪২,৫৫০
১৫	৫৬২৫৫২৩৭ এ	১২.০৫.২০২৬	রিলে স্টাইল কিউএল১-এর সরবরাহ ইত্যাদি	৯২৭ টি	১,১৫,৫৩০

আগ্রহী টেন্ডারদাতারা সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/স্পেসিফিকেশনের জন্য ও তাঁদের বিড অনলাইনে জমা করার জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। কোন ক্ষেত্রেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গৃহীত হবে না। **বি.দ্র.ঃ** সম্ভাব্য দরদাতারা অন্যান্য সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য এবং তৎপরবর্তী প্রকাশিত সংশোধনীর জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-131)**

NIQ
O/o the Exe. Engineer
Jhargram Electrical Division, PWDte.

WBPWD/EE/JED/NIQ14/2026-27

Bid submission last date:
07/05/2026 upto 12:00 PM

For details follow **www.pwdwb.in** or visit the office.

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Quotation is being invited by the undersigned from the eligible contractors. For work as follows:- **NIQ NO. - 31/Q of 2026-27**

N.W- Temporary Electrification works at diff. following Location under the Dist of Paschim Medinipur to provide accommodation and basic facilities to CAPF in view of Assembly Election 2026.

Location:- Dabcha Nabkola High School, Chandra Camp at Chandr, Maa Gouri Devi College of Education, Mundumari Ushananda Vidyapith, Sidhu Kanu Birsa Polytechnic College, Pingla Thana Mahavidyalaya (College), Palaschabri Nigamananda High School Hostel, Samsara Patpara Dhyanchand indoor stadium, Andhra High School, Hitkarni High Secondary School, Medinipur Institute of Education (B.Ed College), Colonelgola Sri Narayan Vidhya Bhabwan, Ghatal Govt. Polytechnic College, Ghatal Basanta Kumari Girls High School (HS). Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: **www.pwdwb.in**

Last dt. application: **07.05.2026 upto 01.30 P.M.** Last dt. permission: **07.05.2026 upto 02.00 P.M.** Last dt. Of receiving quotation: **07.05.2026 upto 03.30 P.M.** Dt. of Opening: **07.05.2026 at 04.00 P.M.**

SD/-
Executive Engineer
Paschim Medinipur Electrical Division , P.W.Dte.

প্রতিবেশী খুনের ঘটনায় চারজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ৬ মে ঃ বাড়ি নির্মাণকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশী খুনের ঘটনায় চারজন অভিযুক্তকে বুধবার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল বাঁকুড়া আদালত। একই সঙ্গে আদালত অভিযুক্তদের ৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। এই মামলায় অপর এক অভিযুক্ত বেকসুর খালাস পেয়েছেন। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বাঁকুড়া শহরের নতুনচটি এলাকায় প্রতিবেশী মথুরা মোহন দত্ত ও বিশ্বম্ভর রুইদাসদের মধ্যে জমি সংক্রান্ত বিবাদ চলছিল। অভিযোগ, রুইদাস পরিবার দত্ত পরিবারের জমির উপর বাড়ি নির্মাণ শুরু করে। বিষয়টি নিয়ে দত্ত পরিবার কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করলে আদালত নির্মাণ বেআইনি ঘোষণা করে তা ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেয়। এই রায়ের পর ২০২৩ সালের ২৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় অভিযুক্ত বিশ্বম্ভর রুইদাস, মহেশ্বর রুইদাস, পিন্টু রুইদাস ও নমিতি রুইদাস দত্ত পরিবারের উপর হামলা চালায়। সে সময় দত্ত পরিবারের বড় ছেলে শ্রীধর বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিলেন।

দেশ-বিদেশ

যুদ্ধের আশঙ্কা তীব্র, মার্কিন অভিযানে ধ্বংস ৬ ইরানি নৌকা, ভূপাতিত ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র

ওয়াশিংটন, ৬ মে ঃ মধ্যপ্রাচ্যের অস্থির উপসাগরীয় অঞ্চলে উত্তেজনা হঠাৎ করেই তীব্র আকার ধারণ করেছে, যখন আমেরিকার সামরিক বাহিনী জানিয়েছে যে তারা ছয়টি ইরানি নৌকা ধ্বংস করেছে এবং একাধিক ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করেছে। মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতরের ভাষ্য অনুযায়ী, এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তাৎক্ষণিক হুমকি প্রতিহত করার জন্য। ঘটনাটি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে দুই দেশের মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর সরাসরি সামরিক সংঘর্ষগুলির মধ্যে একটি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। পেন্টাগন এর তরফে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, উপসাগরীয় গুরুত্বপূর্ণ জলসীমায় মোতায়েন মার্কিন নৌবাহিনী সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করে। দ্রুতগতির একাধিক আক্রমণাত্মক নৌযান, যেগুলি Islamic Revolutionary Guard Corps Navy-এর সঙ্গে যুক্ত বলে মনে করা হচ্ছে, মার্কিন ও মিত্র জাহাজগুলির দিকে এগিয়ে আসছিল। বারবার সতর্কবার্তা দেওয়া সত্ত্বেও ওই নৌযানগুলি তাদের গতিপথ পরিবর্তন না করায় মার্কিন বাহিনী পরিস্থিতিকে শত্রুতামূলক হিসেবে বিবেচনা করে এবং দ্রুত পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এর ফলেই ছয়টি ইরানি নৌকা ধ্বংস হয়। এই নৌ-সংঘর্ষের পাশাপাশি আকাশপথেও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। মার্কিন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে একযোগে ছোড়া একাধিক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন সফলভাবে প্রতিহত করা হয়। সামরিক সূত্রের দাবি, উন্নত রাডার ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই হুমকিগুলিকে লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছানোর আগেই ধ্বংস করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত মার্কিন সেনার কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি, তবে ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণ মূল্যায়ন চলছে। মার্কিন প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই পদক্ষেপ সম্পূর্ণ প্রতিরক্ষামূলক এবং আন্তর্জাতিক জলপথে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ছিল। এক উচ্চপদস্থ প্রতিরক্ষা আধিকারিক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, আমাদের বাহিনী অত্যন্ত দ্রুত ও দৃঢ়ভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। আমরা আমাদের সেনা, মিত্র দেশ এবং বৈশ্বিক বাণিজ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথ রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অন্যদিকে ইরান সম্পূর্ণ ভিন্ন দাবি করেছে। ইরানের রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদমাধ্যমের বক্তব্য অনুযায়ী, তাদের নৌযানগুলি নিয়মিত টহলদারি করছিল এবং মার্কিন বাহিনী অকারণে আক্রমণ চালিয়েছে। তেহরানের পক্ষ থেকে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে যে, ভবিষ্যতে এ ধরনের উসকানি চলতে থাকলে তার কঠোর ও উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে। ফলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে এবং বৃহত্তর সংঘর্ষের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

উপসাগরীয় একাধিক দেশ সংযম প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়েছে এবং কূটনৈতিক আলোচনার পথ খোলা রাখার উপর জোর দিয়েছে। ইতিমধ্যেই জ্বালানি বাজারে এর প্রভাব পড়তে শুরু করেছে-অশোধিত তেলের দাম সাময়িকভাবে বেড়ে গেছে, বিশেষজ্ঞদের মতে, উপসাগরীয় এই কৌশলগত জলসীমা দীর্ঘদিন ধরেই উত্তেজনার কেন্দ্রবিন্দু। বিশ্বের তেল সরবরাহের একটি বড় অংশ এই পথ দিয়ে পরিবাহিত হয়, ফলে এখানে যে কোনও সংঘর্ষের প্রভাব পড়তে পারে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে। সাম্প্রতিক ঘটনাটি সেই সংবেদনশীলতাকেই আবার সামনে নিয়ে এসেছে। আন্তর্জাতিক মহলেও এই ঘটনাকে ঘিরে উদ্বেগ বাড়ছে। কারণ ব্যবসায়ীরা সম্ভাব্য সরবরাহ বিঘ্নের আশঙ্কা করছেন। সামরিক বিশ্লেষকদের মতে, এই ঘটনায় মার্কিন বাহিনীর প্রস্তুতি ও সমন্বয় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। একই সঙ্গে নৌ ও আকাশপথে আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষমতা আধুনিক যুদ্ধ কৌশলের পরিবর্তিত চিত্র তুলে ধরছে। ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান ব্যবহার ভবিষ্যতের যুদ্ধকে আরও জটিল করে তুলছে, যেখানে প্রচলিত নৌযুদ্ধের সঙ্গে উন্নত প্রযুক্তির সমন্বয় অপরিহার্য হয়ে উঠছে। ওয়াশিংটনেও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। বিভিন্ন দলের আইনপ্রণেতারা ঘটনার বিস্তারিত ব্যাখ্যা চেয়েছেন। যদিও অনেকেই মার্কিন বাহিনীর আত্মরক্ষামূলক পদক্ষেপকে সমর্থন করেছেন, কিছু নেতা সতর্ক করেছেন যাতে পরিস্থিতি পূর্ণমাত্রার যুদ্ধে রূপ না নেয়। হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, তারা উত্তেজনা কমানোর পক্ষেই রয়েছে, তবে প্রয়োজনে কঠোর জবাব দিতেও প্রস্তুত। এদিকে কূটনৈতিক স্তরেও তৎপরতা বাড়ছে। বিভিন্ন মধ্যস্থতাকারী দেশ দুই পক্ষের মধ্যে যোগাযোগ বজায় রাখার চেষ্টা করছে, যাতে পরিস্থিতি আরও অবনতি না ঘটে। তবে এই সংঘর্ষ সাময়িক উত্তেজনা নাকি দীর্ঘস্থায়ী বিরোধের সূচনা-তা এখনও স্পষ্ট নয়। বর্তমানে উপসাগরীয় অঞ্চল কার্যত অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে। ধ্বংস হওয়া নৌযানের ধ্বংসাবশেষ এবং আকাশে ভূপাতিত ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্রের ধোঁয়া যেন ইঙ্গিত দিচ্ছে-দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্ব আবারও নতুন করে জ্বলে উঠতে পারে। এখন বিশ্বের নজর কূটনৈতিক প্রচেষ্টার দিকে, যা হয়তো এই সংঘর্ষকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে, অথবা ব্যর্থ হলে আরও বড় বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিতে পারে।

তামিলনাড়ুর সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা

চেন্নাই, ৬ মেঃ তামিলনাড়ুর সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। কোনও একক দলই স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারায় এখন জোট রাজনীতিই হয়ে উঠেছে ক্ষমতা গঠনের প্রধান পথ। এই প্রেক্ষাপটে অভিনেতা থেকে রাজনীতিবিদ হয়ে ওঠা [illegible] একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়ে Tamilaga Vettri Kazhagam (টিভিকে)-এর নেতৃত্বে সরকার গঠনের লক্ষ্যে কংগ্রেস এবং বাম দলগুলির সঙ্গে আনুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু করেছেন। এই ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এবারের নির্বাচনে টিভিকে-র অভিষেকই ছিল চমকপ্রদ। প্রথমবার নির্বাচনে অংশ নিয়েই দলটি উল্লেখযোগ্য আসন জিতে রাজ্যের ক্ষমতার সমীকরণে কেন্দ্রীয় ভূমিকায় উঠে এসেছে। ফলে বিজয় এখন কেবল একজন নতুন রাজনৈতিক মুখ নন, বরং সম্ভাব্য কিংমেকার বা এমনকি মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবেও বিবেচিত হচ্ছেন। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রাথমিক আলোচনায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নীতি বিষয় নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্প সম্প্রসারণ, যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিল্প বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং রাজ্যের স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত প্রশ্ন। কংগ্রেস এবং বাম দলগুলি এই আলোচনায় ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছে বলে জানা গেছে। তারা মনে করছে, এই জোটের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষ ভোটব্যাঙ্ককে একত্রিত করা সম্ভব হবে এবং শাসকবিরোধী মনোভাবকে কাজে লাগিয়ে একটি শক্তিশালী বিকল্প গড়ে তোলা যাবে। বিজয় তার নির্বাচনী প্রচারে স্বচ্ছতা, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন এবং প্রজন্মগত পরিবর্তনের কথা জোর দিয়ে তুলে ধরেছিলেন। সূত্রের মতে, তিনি জোট গঠনের ক্ষেত্রেও এই নীতিগুলির সঙ্গে আপস করতে রাজি নন। তার লক্ষ্য একটি মানুষকেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলা, যেখানে একদিকে সামাজিক সুরক্ষা থাকবে, অন্যদিকে অর্থনৈতিক সংস্কারের দিকেও নজর দেওয়া হবে। এই বার্তাই শহুরে যুবসমাজ এবং প্রথমবার ভোটারদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। কংগ্রেস-এর রাজ্য নেতৃত্ব জানিয়েছে, তারা স্থিতিশীলতা এবং আদর্শগত সামঞ্জস্যকে অগ্রাধিকার দেবে। তাদের মতে, একটি সাধারণ ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে গঠিত জোট তামিলনাড়ুকে বর্তমান রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা থেকে বের করে আনতে পারে। অন্যদিকে বাম দলগুলি, যারা দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের রাজনীতিতে নিজেদের প্রভাব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছে, তারা শ্রমিক অধিকার, সরকারি শিক্ষা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার সংক্রান্ত নীতিগত আশ্বাস চাইছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই আলোচনা তামিলনাড়ুর রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত নির্দেশ করছে। বহু দশক ধরে রাজ্যের রাজনীতি মূলত দ্রাবিড় দলগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু টিভিকে-র উত্থান সেই প্রচলিত দ্বিমুখী প্রতিযোগিতাকে ভেঙে দিয়েছে এবং একটি নতুন রাজনৈতিক মেরুর সৃষ্টি করেছে। এর ফলে পুরনো দলগুলিকেও তাদের কৌশল পুনর্বিবেচনা করতে হচ্ছে। বিধানসভার আসন সংখ্যা এমন এক পরিস্থিতি তৈরি করেছে, যেখানে জোট ছাড়া সরকার গঠন কার্যত অসম্ভব। বিভিন্ন ছোট দল এবং স্বতন্ত্র বিধায়করাও এই সমীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন। তবে বিজয়ের কংগ্রেস ও বাম দলগুলির সঙ্গে যোগাযোগ একটি বৃহত্তর এবং আদর্শগতভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ জোট গঠনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। বন্ধ দরজার আড়ালে আলোচনায় মন্ত্রিসভা ভাগাভাগি, সাধারণ ন্যূনতম কর্মসূচি এবং জোট পরিচালনার কাঠামো নিয়েও আলোচনা চলছে বলে জানা গেছে। যদিও এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি, তবে রাজনৈতিক মহলের ধারণা-খুব শীঘ্রই একটি স্পষ্ট জোট কাঠামো সামনে আসতে পারে। বিজয়ের এই রাজনৈতিক যাত্রা বিশেষভাবে নজর কেড়েছে। চলচ্চিত্র জগতের জনপ্রিয় তারকা থেকে রাজনৈতিক নেতৃত্বে উঠে এসে তিনি যে দ্রুততার সঙ্গে প্রভাব বিস্তার করেছেন, তা অভূতপূর্ব। তার নির্বাচনী সভাগুলিতে বিপুল জনসমাগম এবং আবেগঘন বক্তৃতা রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবেশে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছিল। এখন সেই জনপ্রিয়তাকে প্রশাসনিক দক্ষতায় রূপান্তর করার চ্যালেঞ্জ তার সামনে। তবে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করছেন যে তামিলনাড়ুতে জোট রাজনীতি পরিচালনা করা সহজ নয়। এখানে আদর্শগত পার্থক্য, নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা এবং আঞ্চলিক স্বার্থ-সবকিছুর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়। তবুও অনেকেই মনে করছেন, এবারের নির্বাচনের ফলাফল আসলে একক দলের শাসনের পরিবর্তে সমন্বিত এবং সহযোগিতামূলক শাসনের পক্ষে জনমতকে প্রতিফলিত করছে। সব মিলিয়ে, তামিলনাড়ুর বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত গতিশীল এবং অনিশ্চিত। বিজয় এবং তার দল এখন সেই পরিবর্তনের কেন্দ্রে অবস্থান করছে। আগামী কয়েকদিনে তাদের সিদ্ধান্তই নির্ধারণ করবে রাজ্যের পরবর্তী সরকারের রূপরেখা এবং রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ।

হামলার সতর্কতা জারি, তবু ‘জঙ্গি নেই’- স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মন্তব্যে তোলপাড় বাংলাদেশ

ঢাকা ঃ একদিকে সম্ভাব্য জঙ্গি হামলার সতর্কবার্তা, অন্যদিকে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সরাসরি দাবি-বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের অস্তিত্ব নেই। এই দ্বৈত অবস্থান ঘিরে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়েছে বাংলাদেশ জুড়ে। নবগঠিত সরকারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদ-এর এই মন্তব্য ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহল, নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন তুলেছে। ঘটনার সূত্রপাত একটি সরকারি সতর্কবার্তা ঘিরে। পুলিশের সদর দপ্তর থেকে দেশের সব বিমানবন্দরে নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষকে চিঠি পাঠানো হয়। সেখানে সম্ভাব্য হামলার আশঙ্কার কথা উল্লেখ করা হয়। চিঠি পাওয়ার পরপরই দেশের সব বিমানবন্দরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কড়াকড়ি করা হয়-নজরদারি বাড়ানো হয়, অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হয়, এবং যাত্রীদের ওপর নজরদারি আরও কঠোর করা হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এই সতর্কবার্তার মাঝেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদ সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে দাবি করেন, তিনি জঙ্গি শব্দটিকেই স্বীকার করেন না। তাঁর বক্তব্য, দেশে কোনও জঙ্গি কার্যকলাপ নেই যা আছে তা কেবল এক্সট্রিমিস্ট বা উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর সীমিত উপস্থিতি, যা বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতোই স্বাভাবিক। তাঁর এই মন্তব্য মুহূর্তেই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। এর আগেও গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশের পক্ষ থেকে সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছিল, যেখানে বলা হয়েছিল যে নিষিদ্ধ একটি উগ্রবাদী সংগঠন দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, এমনকি জাতীয় সংসদ ভবনেও হামলার পরিকল্পনা করতে পারে। এই সতর্কবার্তা দেশজুড়ে আতঙ্ক ছড়ালেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তা অস্বীকার করে বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে এমন কোনও চিঠি দেওয়া হয়নি এবং যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা রুটিন। পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে যখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই মন্তব্যের ঠিক পরদিনই ঢাকা-তে পুলিশের একটি অভিযানে চারজন সন্দেহভাজন জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের কাছ থেকে অস্ত্র, বিস্ফোরক, ড্রোন এবং উগ্রবাদী মতাদর্শ প্রচারের বই উদ্ধার হয়েছে বলে জানা গেছে। তদন্তে উঠে এসেছে, কামরাঙ্গীরচর এলাকায় একটি মাদ্রাসাকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে তারা বিস্ফোরক তৈরি, অস্ত্র প্রশিক্ষণ এবং যুবকদের সংগঠনে নিয়োগের কাজ চালাচ্ছিল। এতেই প্রশ্ন আরও জোরালো হয়েছে-যেখানে মাটির স্তরে জঙ্গি কার্যকলাপের প্রমাণ মিলছে, সেখানে সরকারের শীর্ষ নিরাপত্তা দায়িত্বে থাকা মন্ত্রী কীভাবে এমন দাবি করতে পারেন? আরও উদ্বেগজনক খবর এসেছে সেনাবাহিনীর মধ্যেও সম্ভাব্য জঙ্গি অনুপ্রবেশ নিয়ে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, একটি আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন তেহরিক-এ-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)-এর সঙ্গে যোগসূত্রের অভিযোগে কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে, এবং আরও কয়েকজন পলাতক। যদিও এই বিষয়ে সরকারি ভাবে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি, তথাপি বিষয়টি নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা হচ্ছে। সরকারের অভ্যন্তরেও এই বিষয়ে মতভেদ স্পষ্ট। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান-এর তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা জাহেদ-উর রহমান এক সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেছেন যে দেশে জঙ্গি সমস্যা রয়েছে এবং সরকার তা নির্মূল করার চেষ্টা করছে। এই বক্তব্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অবস্থানের সঙ্গে সরাসরি সাংঘর্ষিক, যা সরকারের অভ্যন্তরীণ সমন্বয় নিয়েও প্রশ্ন তুলছে। নিরাপত্তা বিশ্লেষক এবং মানবাধিকার কর্মীরা মনে করছেন, এই ধরনের ডিনায়াল বা অস্বীকারের প্রবণতা নতুন নয়। অতীতে খালেদা জিয়া-র সরকারের আমলেও দীর্ঘদিন ধরে জঙ্গিবাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়েছিল। কিন্তু সেই সময়ে দেশজুড়ে ধারাবাহিক বোমা হামলা, আদালত ও প্রশাসনিক ভবনে আক্রমণ এবং সাধারণ মানুষের মৃত্যু-সব মিলিয়ে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল। এক প্রবীণ অধ্যাপক, যিনি দীর্ঘদিন ধরে মৌলবাদ ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সরব, বলেন- এই ধরনের অস্বীকার ভবিষ্যতের জন্য বিপজ্জনক। তাঁর মতে, যখন সমস্যাকে স্বীকারই করা হয় না, তখন তার সমাধানও সম্ভব নয়। অতীতে আমরা দেখেছি কীভাবে জঙ্গিরা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল, আর সরকার তা অস্বীকার করেই গিয়েছিল। এক প্রাক্তন কূটনীতিকও একই অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছেন। তিনি জানান, আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করার সময় তাঁকে বলা হতো-দেশে কোনও জঙ্গি সমস্যা নেই বলে দাবি করতে। কিন্তু বাস্তবে বিদেশি কূটনীতিকরা তা বিশ্বাস করতেন না, বরং বাংলাদেশের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলতেন।

সুলতানগঞ্জ স্টেশনে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

কলকাতা, ০৬ মেঃ মালদা ডিভিশনের অন্তর্গত সুলতানগঞ্জ স্টেশনে ১২ মিটার চওড়া একটি ফুট ওভার ব্রিজের গার্ডার স্থাপনের কাজের প্রেক্ষিতে, ০২ দিনের জন্য ’ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লক’ কার্যকর করা হবে। এই ব্লকটি ০৮.০৫.২০২৬০৯.০৫.২০২৬ (রাত ২১.৫০টা থেকে ভোর ০২.২০টা পর্যন্ত) এবং ০৯.০৫.২০২৬১০.০৫.২০২৬ (রাত ২১.৫০টা থেকে ভোর ০২.২০টা পর্যন্ত) সময়ে বলব থাকবে। এর ফলে নিম্নলিখিত ট্রেনগুলির চলাচলে নিম্নরূপ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হবে। ট্রেন বাতিলকরণঃ ৭৩৪৩৬ / ৭৩৪৩৫ জামালপুর - ভাগলপুর - জামালপুর প্যাসেঞ্জার (০৮.০৫.২০২৬ এবং ০৯.০৫.২০২৬ তারিখে যাত্রা শুরু করা ট্রেনগুলি)ট্রেনের সময়সূচি পরিবর্তন ১৩০৩১ হাওড়া - জয়নগর এক্সপ্রেস

সুচিকিৎসা মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা

NAME CHANGE

I DALI PAL Date of Birth 09/01/1971 D/O-Nagen Chandra Pal, Residing at Vill-Majhdiya Raghunathtala,P.S- Berhampore, Dist-Murshidabad, West Bengal,Pin-742101,do hereby Solemnly affirm and declare as follows:-That I such I have changed my religion from Hindu to Islam and I also Changed my Hindu name DALI PAL To Muslim name AYESHA BIBI and I am using my assumed name AYESHA BIBI in Place of Hindu name DALI PAL, That said AYESHA BIBI and DALI PAL am the same and one identical person.Vide affidavit Before the Notary public at Berhampore, Murshidabad,Date-13/04/2026

NAME CHANGE

I, Sahinda Bibi Sk (Old Name) W/O–Rinku Sk resident of Keshia Math Para , Katwa , Barddhaman , West Bengal, Pin-713130 do hereby declared that I have changed my name from Sahinda Bibi Sk to Sahina Khatun and henceforth I shall be known as Sahina Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 05/05/2026. My name Sahina Khatun & Sahinda Bibi Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Debabrata Bhattacharyya S/O-Joytish Chandra Bhattacharjee, resident of Subhash Avenue, P.O.-Ranaghat, P.S.-Ranaghat, Dist.-Nadia, West Bengal, PIN-741201, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as DEBABRATA BHATTACHARJEE vide affidavit No-229 Dated -06/05/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman. That Debabrata Bhattacharyya and Debabrata Bhattacharjee both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Abdul Gafur SK @ Abdul Gofur S/O- Ahani Sekh, resident of Vill-Hetampur, P.O.-Chotkhanda, P.S.-Memari, Dist.-Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713146, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as SEKH GAPHUR vide affidavit No-230 Dated -06/05/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman. That Abdul Gafur SK, Abdul Gofur and Sekh Gaphur all are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SK Najrul Islam S/O- Sekh Gaphur, resident of Vill- Hetampur, P.O.-Chotkhanda, P.S.-Memari, Dist.-Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713146, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as SEKH NAJRUL ISLAM vide affidavit No-231 Dated -06/05/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman. That SK Najrul Islam and Sekh Najrul Islam both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Khusi Gopal Kundu, Khushee Gopal Kundu (Old Name) S/o Hare Krishna Kundu Residing at 10, Garia Station Road, Rajpur Sonarpur (M), Garia, South 24 Parganas, W.B - 700084, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Khusi Gopal Kundu, Khushee Gopal Kundu (Old Name) to Khushi Gopal Kundu (New Name) and henceforth I shall be known as Khushi Gopal Kundu (New Name) in all purpose, vide affidavit no 01/2026 Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 05-05-2026. Khushi Gopal Kundu (New Name) and Khusi Gopal Kundu, Khushee Gopal Kundu (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Shifa Begham (Old Name) W/o Mohammed Hamza Residing at 1, Bolai Dutta Street, 2nd Floor, Chittaranjan Avenue, District - Kolkata, Pin - 700073, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Shifa Begham (Old Name) to Shifa Begum (New Name) and henceforth I shall be known as Shifa Begum (New Name) in all purpose, vide affidavit no 43/2026 Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 06-05-2026. Shifa Begum (New Name) and Shifa Begham (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Kangsha Sanghvi (Old Name) D/o Ketan Sanghvi Residing at 7C, Priyanath Mullick Road, Vtc - Bhawanipore, P.o - Bhawanipore, District - Kolkata, Pin - 700025, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Kangsha Sanghvi (Old Name) to Kanksha Sanghvi (New Name) and henceforth I shall be known as Kanksha Sanghvi (New Name) in all purpose, vide affidavit no 44/2026 Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 06-05-2026. Kanksha Sanghvi (New Name) and Kangsha Sanghvi (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Shilpi Khatun Mandal, Shilpi Bibi (Old Name) W/o Anarul Mondal Residing at Mayurhat Dakshinpara Dakshin, Mayurhat, Hanskhali, District - Nadia, Pin - 741502, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Shilpi Khatun Mandal, Shilpi Bibi (Old Name) to Shilpi Khatun Mondal (New Name) and henceforth I shall be known as Shilpi Khatun Mondal (New Name) in all purpose, vide affidavit no 61/2026 Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 06-05-2026. Shilpi Khatun Mondal (New Name) and Shilpi Khatun Mandal, Shilpi Bibi (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Manoj Kumar Das, Manoj Kr Das (Old Name) S/o Mukunda Bihari Das Residing at Naoda Kamalpur, Garapota, Garapota-Nadia, District - Nadia, Pin - 741502, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Manoj Kumar Das, Manoj Kr Das (Old Name) to Manoj Das (New Name) and henceforth I shall be known as Manoj Das (New Name) in all purpose, vide affidavit no 60/2026 Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 06-05-2026. Manoj Das (New Name) and Manoj Kumar Das, Manoj Kr Das (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Silpi Kundu (Old Name) W/o Khushi Gopal Kundu Residing at 10, Garia Station Road, Kolkata, Garia, South 24 Parganas, W.B - 700084, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Silpi Kundu (Old Name) to Shilpi Kundu (New Name) and henceforth I shall be known as Shilpi Kundu (New Name) in all purpose, vide affidavit no 02/2026 Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 05-05-2026. Shilpi Kundu (New Name) and Silpi Kundu (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Swagupta Sur (old name) wife of Abhisek Roy, resident of 21/7, Kamini School Lane, Salkia, Howrah – 711106, West Bengal, do hereby declare that I have changed my surname from Swagupta Sur (old name) to Swagupta Roy (new name) and henceforth I shall be known as Swagupta Roy (new name) in all purpose, vide affidavit No. 11, sworn before the Notary Public at City Civil Court, Kolkata, on 30/04/2026. Swagupta Roy (new name) and Swagupta Sur (old name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Harastmani Sahoo, Harashamani Sahoo (Old Name) W/o Dhulamani Sahoo Residing at Vill - Umadeibrahmpur, P.o - Garasrirampur, P.s - Balianta, District - Khorda, Pin - 752100, Odisha, India, do hereby declare that I have Changed my name from Harastmani Sahoo, Harashamani Sahoo (Old Name) to Harasamani Sahoo (New Name) and henceforth I shall be known as Harasamani Sahoo (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 05-05-2026. Harasamani Sahoo (New Name) and Harastmani Sahoo, Harashamani Sahoo (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Reshu Todi (Old Name) W/o Anurag Goel Residing at Sunland Residency, 5th floor, Rajarhat Main Road, BL-C, District - North 24 Parganas, Pin - 700136, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Reshu Todi (Old Name) to Reshu Todi Goel (New Name) and henceforth I shall be known as Reshu Todi Goel (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 04-05-2026. Reshu Todi Goel (New Name) and Reshu Todi (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Lakshminarayan Das, Lakshinarayan Das (Old Name) S/o Manoj Das Residing at Nowda Kamalpur Garapota, Naoda Garapota, Garapota-Nadia, Hanskhali, District - Nadia, Pin - 741502, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Lakshminarayan Das, Lakshinarayan Das (Old Name) to Lakshmi Narayan Das (New Name) and henceforth I shall be known as Lakshmi Narayan Das (New Name) in all purpose, vide affidavit no 57/2026 Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 06-05-2026. Lakshmi Narayan Das (New Name) and Lakshminarayan Das, Lakshinarayan Das (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Manojit Joyardar (Old Name) S/o Manoranjan Jorardar Residing at Vtc - Panditpur, P.o - Chupria, District - Nadia, Pin - 741502, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Manojit Joyardar (Old Name) to Manojit Jorarder (New Name) and henceforth I shall be known as Manoj Jorarder (New Name) in all purpose, vide affidavit no 58/2026 Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 06-05-2026. Manojit Jorarder (New Name) and Manojit Joyardar (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Narod Biswas (Old Name) S/o Krishnadhan Biswas Residing at Purbapara, Bhayna, Hanskhali, District - Nadia, Pin - 741502, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Narod Biswas (Old Name) to Narad Biswas (New Name) and henceforth I shall be known as Narad Biswas (New Name) in all purpose, vide affidavit no 59/2026 Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 06-05-2026. Narad Biswas (New Name) and Narod Biswas (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Abdhs Salam Mondal (Old Name) S/o Soharab Ali Mondal Residing at Vill - Gabberia, P.o - Dosotina, P.s - Bishnupur, District - South 24 Parganas, Pin - 743503, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Abdhs Salam Mondal (Old Name) to Abdus Salam Mondal (New Name) and henceforth I shall be known as Abdus Salam Mondal (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 06-05-2026. Abdus Salam Mondal (New Name) and Abdhs Salam Mondal (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Shaikh Soleman Shaikh Rafit (Old Name) S/o Shaikh Soleman Residing at Vill - Ranisai, P.o - Ranisai, P.s - Ramnagar, District - Purba Medinipur, Pin - 721446, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Shaikh Soleman Shaikh Rafit (Old Name) to Shaikh Rafit (New Name) and henceforth I shall be known as Shaikh Rafit (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 06-05-2026. Shaikh Rafit (New Name) and Shaikh Soleman Shaikh Rafit (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Susanta Mazumdar (Old Name) S/o Rajani Kanta Mazumdar Residing at 397/1/1, Dakshindari Road, Flat-1/A, P.o - Sreebhumi, P.s - Barasat, District - North 24 Parganas, Pin - 700048, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Susanta Mazumdar (Old Name) to Susanta Kumar Mazumdar (New Name) and henceforth I shall be known as Susanta Kumar Mazumdar (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 06-05-2026. Susanta Kumar Mazumdar (New Name) and Susanta Mazumdar (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Shanta Majumdar (Old Name) W/o Susanta Kumar Mazumdar Mazumdar Residing at 397/1/1, Dakshindari Road, Flat-1/A, P.o - Sreebhumi, P.s - Barasat, District - North 24 Parganas, Pin - 700048, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Shanta Majumdar (Old Name) to Santa Majumdar (New Name) and henceforth I shall be known as Santa Majumdar (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 06-05-2026. Santa Majumdar (New Name) and Shanta Majumdar (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Salema A Mansrur, Salema A Mansur (Old Name) W/o Md Asif Ayub Residing at 3/2D, Orient Row District - Kolkata Pin - 700017, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Salema A Mansrur, Salema A Mansur (Old Name) to Salemah Abdulqader Mansoor Al Gailani (New Name) and henceforth I shall be known as Salemah Abdulqader Mansoor Al Gailani (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 05-05-2026. Salemah Abdulqader Mansoor Al Gailani (New Name) and Salema A Mansrur, Salema A Mansur (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sk Sadek Ali (Old Name) S/o Late Sk Islam Ali Residing at Vill+P.o - Amrai, P.s - Durgapur, District - West Bardhaman, Pin - 713203, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Sk Sadek Ali (Old Name) to Shaikh Sadek Ali (New Name) and henceforth I shall be known as Shaikh Sadek Ali (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 06-05-2026. Shaikh Sadek Ali (New Name) and Sk Sadek Ali (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sucheta Pramanick (Old Name) W/o Dilip Pramanik Residing at Vill - Shibpur, P.o - Maharajganj, District - South 24 Parganas, Pin - 743357, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Sucheta Pramanick (Old Name) to Sucheta Pramanik (New Name) and henceforth I shall be known as Sucheta Pramanik (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 06-05-2026. Sucheta Pramanik (New Name) and Sucheta Pramanick (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Dilip Pramanick (Old Name) S/o Gostha Pramanik Residing at Vill - Shibpur, P.o - Maharajganj, District - South 24 Parganas, Pin - 743357, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Dilip Pramanick (Old Name) to Dilip Pramanik (New Name) and henceforth I shall be known as Dilip Pramanik (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 06-05-2026. Dilip Pramanik (New Name) and Dilip Pramanick (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Anirban Pramanick (Old Name) S/o Dilip Pramanik Residing at Vill - Shibpur, P.o - Maharajganj, District - South 24 Parganas, Pin - 743357, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Anirban Pramanick (Old Name) to Anirban Pramanik (New Name) and henceforth I shall be known as Anirban Pramanik (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 06-05-2026. Anirban Pramanik (New Name) and Anirban Pramanick (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Mohasin (Old Name) S/O–Taiyab Ali resident of Vill- Latasi , Po-Dahua , Ps-Harischandrapur , Dist-Malda , West Bengal, Pin-732125 do hereby declared that I have changed my name from Md Mohasin to Mohsin Ali and henceforth I shall be known as Mohsin Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 06/05/ 2026. My name Mohsin Ali & Md Mohasin both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, ANSARI BEGUM MONDAL W/o Delwar Hossain Mondal, Residing at Bankra Munshi Danga Dakshin Para, P.S. Domjur, Dist.-Howrah-711403 do hereby solemnly affirm and declare That my Correct Name is ANSARI BEGUM MONDAL instead of ANSARI BEGUM and my son's actual name MD NISAR MONDAL instead of MOHAMMAD NISAR MONDAL, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore on 20/04/2026. That I ANSARI BEGUM MONDAL and ANSARI BEGUM is same one and identical person. MD NISAR MONDAL and MOHAMMAD NISAR MONDAL is also same one and identical person.

NAME CHANGE

I, Abid Hossain, S/O Md. Fasiuddin, vill. Siura, ward no. 16, P.O. & P.S. Nalhati, Dist. Birbhum, W.B. My father name Md. Fasiuddin recorded my WBBSE Admit card, and Fosiuddin Sekh record is in my aadhar card. I declare that 1st Judicial Magistrate , Rampurhat, Birbhum dated 06.03.2026 Md. Fasiuddin and Fosiuddin Sekh is same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Mainuddin Mandal, S/O Alauddin Mandal, গ্রামঃ খাসপুর, পোঃ নোনাডাঙ্গা, থানাঃ খড়গ্রাম, মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা। ভোটার এবং আধার কার্ডে আমার নাম Mainuddin Mandal, S/O Alauddin Mandal নথিভুক্ত রয়েছে। ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে আমার নাম Md Montu Mandal S/O Md Alauddin Sk নথিভুক্ত রয়েছে। ১৬.০৩.২০২৬ তারিখ মুর্শিদাবাদের বহরমপুর এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, এস ডি ই এম (এস) কোর্টের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Mainuddin Mandal, S/O Alauddin Mandal and Md Montu Mandal S/O Md Alauddin Sk এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Alauddin Sekh, S/O Late Keshab Sekh, গ্রামঃ আলিনগর, পোঃ মকদম নগর, থানাঃ মহম্মদবাজার, বীরভূম ৭৩১২১৬ পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আমার বাবার নাম Keshab Sekh, যা আমার আধার, ভোটার এবং প্যান কার্ডে নথিভুক্ত রয়েছে। আমার পাসপোর্টে বাবার নাম Kisab নথিভুক্ত রয়েছে। ১৬.১০.২০২৫ তারিখ সিউড়ি জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেণীর আদালতের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি আমার বাবা Keshab Sekh and Kisab এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

আগামীর রেললাইন পরিচ্ছন্নতার পথেঃ পূর্ব রেলওয়ের মাসব্যাপী ‘স্বচ্ছতা সিম্ফনি’

কলকাতা, ৬ মে ঃ কল্পনা করুন এমন একটি রেলস্টেশন যেখানে একটি শিশুর আঁকা ছবি কোনো যাত্রীকে আবর্জনা ফেলা থেকে বিরত রাখছে, অথবা একটি ট্রেন সফর যেখানে সাধারণ কথোপকথন

একজন যাত্রীকে ‘সবুজ যোদ্ধা’ (Green Warrior)-তে পরিণত করছে। পূর্ব রেলওয়ে জুড়ে আজ এই দৃশ্যই বাস্তবায়িত হচ্ছে। হাওড়ার ব্যস্ত প্ল্যাটফর্ম থেকে শুরু করে কাঁচরাপাড়া রেলওয়ে হাসপাতালের শান্ত করিডোর-সর্বত্র এক ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। গত ১৫ এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া এই মাসব্যাপী স্বচ্ছতা অভিযান চলবে ১৪ মে পর্যন্ত। পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্করের দূরদর্শী নেতৃত্বে এই অভিযান কেবল পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ সাংস্কৃতিক আন্দোলনে রূপ নিয়েছে। পর্দার আড়ালে শিয়ালদহ, হাওড়া, আসানসোল এবং মালদার ডিআরএম-রা (DRM) চব্বিশ ঘণ্টা এই অগ্রগতির ওপর নজর রাখছেন অন্যদিকে এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হাউসকিপিং ম্যানেজমেন্ট (EnHM)-এর মতো বিশেষ বিভাগগুলো একটি স্বচ্ছ রেল নেটওয়ার্ক নিশ্চিত করতে তাদের সমস্ত সম্পদ নিয়োজিত করেছে।

এই অভিযানের অগ্রভাগে অদম্য উৎসাহ নিয়ে কাজ করছে পূর্ব রেলওয়ে ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস, যারা এই মিশনের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। গত ২ এবং ৩ মে, অফিসার্স কলোনি এবং সাউথ গ্রুপ কাঁচরাপাড়া রেলওয়ে হাসপাতালকে পরিবর্তনের ক্যানভাসে পরিণত করেছিল। একটি চতুর কার্টুন তৈরির প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তরুণ রোভার এবং রেঞ্জাররা শিল্পের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের আবর্জনা ফেলার অভ্যাস পরিবর্তনের ডাক দিয়েছে। তারা প্রমাণ করেছে যে একটি স্কেচ হাজারো স্লোগানের চেয়েও শক্তিশালী হতে পারে। এই স্বেচ্ছাসেবীরা কেবল শিল্পেই থেমে থাকেনি তারা হাসপাতালের কর্মীদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ওপিডি করিডোর এবং ওয়েটিং এরিয়া পরিস্কার করেছে। তাদের এই প্রচেষ্টা রেলওয়ের গণ্ডি ছাড়িয়ে স্থানীয় দোকানগুলোতেও পৌঁছেছে, যেখানে তারা সচেতনতা অভিযানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে তাদের চারপাশ পরিস্কার রাখার জন্য উৎসাহিত করেছে। হাসপাতালের করিডোর থেকে এই গতিবেগ গত ৩ ও ৪ মে আসানসোল ডিভিশনের রেললাইনের ওপর পৌঁছেছে, যেখানে এই অভিযান ‘চাকার ওপর সচেতনতা’ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। স্বেচ্ছাসেবীদের বিশেষ দল আসানসোল, চিত্তরঞ্জন এবং রানীগঞ্জের মধ্যে চলাচলকারী ‘প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম এক্সপ্রেস’ এবং বিভিন্ন মেমু পরিষেবার যাত্রীদের সাথে সরাসরি কথা বলে ‘স্বচ্ছ ভারত স্বচ্ছ রেল’ মিশনের ১৯ তম এবং ২০তম দিন পালন করেছে। এই সফরের সময় স্কাউটস এবং গাইডরা যাত্রীদের সাথে বর্জ্য নিষ্কাশন, ট্রেনের ডাস্টবিন ব্যবহার এবং প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানোর গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। এই প্রচেষ্টার সরাসরি সুবিধা পাচ্ছেন লক্ষ লক্ষ যাত্রী কারণ একটি পরিস্কার স্টেশন এবং জঞ্জালমুক্ত কোচ ভ্রমণকে স্বাস্থ্যকর, আরামদায়ক এবং জীবাণুমুক্ত করে তোলে। তবে রেল প্রশাসন জোর দিয়ে বলেছে যে, এই মহ মিশন একা সফল হতে পারে না। যদিও EnHM বিভাগ অক্লান্ত পরিশ্রম করছে এবং স্কাউটরা শিক্ষার দিকটি সামলাচ্ছে, ‘স্বচ্ছ রেল’-এর চূড়ান্ত সাফল্য নির্ভর করছে সাধারণ মানুষের হাতে। এই অভিযানে এটি স্পষ্ট করা হয়েছে যে, যাত্রীদের সচেতনতা এবং সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এত বিশাল নেটওয়ার্ক রক্ষণাবেক্ষণ করা অসম্ভব। এটি একটি যৌথ যাত্রা যেখানে একজন যাত্রীর ‘সঠিক স্থানে আবর্জনা ফেলা’র সিদ্ধান্ত রেলকর্মীদের চব্বিশ ঘণ্টার প্রচেষ্টার মতোই গুরুত্বপূর্ণ। প্রশাসন এবং নাগরিকরা মিলে পরিচ্ছন্নতাকে একটি সাময়িক নিয়মের বদলে স্থায়ী অভ্যাসে পরিণত করার চেষ্টা করছেন। চলমান অগ্রগতির কথা তুলে ধরে পূর্ব রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি জানান, এই অভিযানের মূল লক্ষ্য হলো পরিচ্ছন্নতাকে কেবল এক মাসের ইভেন্ট হিসেবে না রেখে একটি দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত করা। তিনি উল্লেখ করেন যে, জেনারেল ম্যানেজারের নির্দেশনায় অফিসার, ডিআরএম এবং স্বেচ্ছাসেবীরা দিনরাত কাজ করলেও সাধারণ যাত্রীদের অংশগ্রহণই এই আন্দোলনকে প্রকৃতপক্ষে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি যাত্রীদের এই মিশনে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, প্রতিটি ছোট পদক্ষেপ- যেমন একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক বর্জন করা বা রেল চত্বর পরিস্কার রাখা -একটি পরিচ্ছন্ন ও গর্বিত পূর্ব রেলওয়ের বৃহত্তর লক্ষ্যে অবদান রাখে। এই সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে পূর্ব রেলওয়ে কেবল ট্রেন পরিস্কার করছে না, বরং একটি দায়িত্বশীল এবং যত্নশীল সমাজ গড়ে তুলছে।

ঝাড়গ্রাম মেডিকেল কলেজে পরিষেবা খতিয়ে দেখলেন বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ৬ মে ঃ ঝাড়গ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পরিষেবা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে বুধবার পরিদর্শনে যান ঝাগ্রাম বিধানসভার বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউ। হাসপাতালের

এমএসভিপি পরিতোষ পাখিরার সঙ্গে বৈঠক করে তিনি চিকিৎসা পরিষেবা, পরিকাঠামো, পরিচ্ছন্নতা এবং রোগী পরিষেবার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। হাসপাতালকে ঘিরে সাম্প্রতিক একাধিক অভিযোগ সম্পর্কেও তিনি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন। পরিদর্শনের সময় বিধায়ক হাসপাতালের সার্জিক্যাল ওয়ার্ডেও যান। সেখানে সম্প্রতি দুর্ঘটনায় মৃত লোধাশুলির বিজেপি কর্মী মহেন্দ্র মাহাতোর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন। মহেন্দ্র মাহাতোর ছেলের সঙ্গে কথা বলে সমবেদনা জানান এবং পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। পরিদর্শন শেষে লক্ষ্মীকান্ত সাউ বলেন, নির্বাচনের সময় তিনি সাধারণ মানুষকে হাসপাতালটিকে উন্নতমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেই লক্ষ্যেই হাসপাতালের বিভিন্ন সমস্যা ও পরিষেবা উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, চিকিৎসকদের নির্ধারিত সময় অনুযায়ী দায়িত্ব পালন, রোগীদের উন্নত মানের খাবার সরবরাহ এবং বিশ্বমানের চিকিৎসা পরিষেবা নিশ্চিত করার উপর বিশেষ জোর দেন। এছাড়াও তিনি জানান, দুঃসময়ে কর্মীর পরিবারের পাশে দাঁড়ানো তাঁর নৈতিক দায়িত্ব এবং ভবিষ্যতেও তিনি সবরকম সহযোগিতা করবেন।

মাদ্রাসা থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ ছাত্র, চাঞ্চল্য ফাঁসিদেওয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ মে ঃ শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়ার তুফানডাঙ্গি এলাকায় অবস্থিত একটি মাদ্রাসার ছাত্রাবাস থেকে এক ছাত্র রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। নিখোঁজ ওই ছাত্রের নাম মোসাব্বিফ রেজা। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত ২ মে মোসাব্বিফ ওই মাদ্রাসায় গিয়েছিল। মঙ্গলবার সন্ধ্যা আনুমানিক ৬টা নাগাদ মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ তার মাকে ফোন করে জানায় যে, মোসাব্বিফকে চত্বরের কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা দ্রুত সেখানে পৌঁছান। দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালানোর পরেও তার কোনো হদিস মেলেনি। তবে ওই মাদ্রাসার এক শিক্ষক, আবু সুফিয়ানের কাছ থেকে ছাত্রটির মোবাইল ফোনটি উদ্ধার করা হয়েছে, যা নিয়ে রহস্য আরও ঘনীভূত হয়েছে। ছাত্রের মা শফাকত জাহান জানিয়েছেন, আত্মীয়স্বজনের বাড়ি থেকে শুরু করে সম্ভাব্য সমস্ত জায়গায় খোঁজ নেওয়া হলেও ছেলের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। তিনি মাদ্রাসা কর্মীদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং ফাঁসিদেওয়া থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এদিকে, বুধবার নিখোঁজ ছাত্রের সন্ধানে মহানন্দা ক্যানেলেও তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে। পুলিশ ও পরিজনরা অধীর আগ্রহে ছাত্রটির ফিরে আসার অপেক্ষায় রয়েছেন।

রঙ বদল শিলিগুড়িতে, ‘মমতা মন্দির’ থেকে ‘রামভবন’ তরজায় উত্তপ্ত এলাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ মে ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের সঙ্গে কি সত্যিই বদলে যায় দেওয়ালের রং? এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতে। অতীতে রাজ্যের নানা প্রান্তে বাম আমলের লাল রং বদলে তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে নীল-সাদায় রূপান্তরিত হয়েছিল। এবার সেই নীল-সাদা কি গেরুয়ায় বদলে যাওয়ার পালা? সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের আবহে সেই ছবিই যেন সামনে আসছে শিলিগুড়ি শহরে। রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসকে পরাজিত করে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। আগামী শনিবার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে নতুন সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হওয়ার কথা। তার আগেই বিভিন্ন এলাকায় রাজনৈতিক প্রভাবের ছাপ পড়তে শুরু করেছে বলে অভিযোগ। সেই আবহেই শিলিগুড়ির ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত একটি সমাজকল্যাণমূলক কেন্দ্রকে ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক। ‘মমতা মন্দির’ নামে পরিচিত এই কেন্দ্রটির দেওয়ালের রং বদলে ফেলা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। নীল-সাদা রংয়ের জায়গায় এখন দেখা যাচ্ছে গেরুয়া রং, আর এর সঙ্গে জুড়ে গেছে নতুন নামকরণের জল্পনাও। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, তৃণমূল কংগ্রেস শাসনকালে ওই একতলা বাড়িটি সমাজকল্যাণমূলক একটি ওয়েলফেয়ার কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। রাজ্যের বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে তার নামকরণ করা হয়েছিল ‘মমতা মন্দির’। এলাকার বাসিন্দাদের কাছে এটি একটি পরিচিত স্থান ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক পালাবদলের পর সেই পরিচিতির জায়গাতেই এসেছে বড়সড় পরিবর্তন। অভিযোগ, সম্প্রতি ওই কেন্দ্রের দেওয়ালের রং বদলে গেরুয়া করে দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে বিজেপির পতাকাও লাগানো হয়েছে। শুধু রং বদলেই থেমে থাকেনি বিতর্ক। সূত্রের খবর, এই কেন্দ্রটির নাম পরিবর্তন করে ‘রামভবন’ রাখা হতে পারে। যদিও সেটি এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়নি, তবে বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্বের দাবি, ওই জায়গাটি সমাজকল্যাণমূলক কেন্দ্র হিসেবেই চালু থাকবে, শুধু নাম ও ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন আসবে। শিলিগুড়ি বিধানসভায় বিজেপির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ পুনরায় জয়ী হয়েছেন এবং রাজ্যে বিজেপি ২০৭টি আসনে জিতে ক্ষমতায় এসেছে- এই রাজনৈতিক পটভূমিতেই এই পরিবর্তনের ঘটনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। ‘মমতা মন্দির’-এর চেয়ারম্যান তাণ্ডব মুখোপাধ্যায় অভিযোগ করেছেন, এটি একটি সক্রিয় সমাজকল্যাণমূলক কেন্দ্র ছিল এবং শুধুমাত্র নামের কারণে সেখানে ভাঙচুর চালানো হয়েছে। তাঁর দাবি, জায়গাটি জোর করে দখল করা হয়েছে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে রং পরিবর্তন করা হয়েছে। এতে এলাকার মানুষের অনুভূতিতে আঘাত লেগেছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। তৃণমূল ও বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে বচসা শুরু হয়, যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলেও এলাকায় এখনও চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। এদিকে, বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্ব অবশ্য ভিন্ন সুরে কথা বলছে। দলের ৩ নম্বর মণ্ডল সভাপতি শ্যামল বিশ্বশর্মার দাবি, ওই কেন্দ্রটি বাস্তবে কোনও কার্যকরী ওয়েলফেয়ার কেন্দ্র ছিল না। তাঁর মতে, সেখানে নিয়মিত কোনও সমাজকল্যাণমূলক কাজ হতো না, বরং রাতের বেলায় আড্ডা ও অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগ ছিল। স্থানীয় বাসিন্দারাও নাকি সেই কেন্দ্র থেকে বিশেষ কোনও সুবিধা পাননি। পাশাপাশি তাঁর অভিযোগ, তৃণমূলের আমলেই ওই জায়গা দখল করা হয়েছিল এবং এখন সেটিকে নতুনভাবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সব মিলিয়ে, একটি ওয়েলফেয়ার কেন্দ্রের রং ও নাম পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে শিলিগুড়ির রাজনৈতিক আবহ আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

ট্রাকের তলায় পিষে মৃত্যু খালাসির

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ৬ মে ঃ নদীয়ার বেথুয়াডহরি যুগপুর ফ্লাইওভারের কাছে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ট্রাক খালাসীর। বুধবার সকালে ঘটে যাওয়া এই ঘটনায় এলাকাজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। মৃতের নাম মোতাহার শেখ। তাঁর বাড়ি বীরভূম জেলার নলহাটি থানার লক্ষ্মীনারায়ণপুর এলাকায় বলে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, একটি পণ্যবাহী ট্রাক জাতীয় সড়কের ধারে দাঁড় করিয়ে টায়ার বদলানোর কাজ চলছিল। সেই সময় ট্রাকের খালাসী মোতাহার শেখ নিজেই টায়ার বদলাচ্ছিলেন তার ট্রাকের। জানা যায়, ঠিক সেই সময় দ্রুতগতিতে আসা আরেকটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে। তার ফলে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনায় গুরুতর জখম হন মোতাহার শেখ। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বেথুয়াডহরি থানার পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে এবং দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িগুলিকে সরিয়ে জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করার কাজ শুরু করে। ঘটনার পর কিছু সময়ের জন্য জাতীয় সড়কে যানজটেরও সৃষ্টি হয়। যদিও ওই গাড়ির ড্রাইভারকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করছে এবং মৃতের বাড়িতে খবর দেওয়া হয়েছে।

ডুয়ার্সে নতুন চমক, মূর্তি নদীর উপর আধুনিক সেতু এবার সোজা পথে জঙ্গল সাফারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ৬ মে ঃ ফরেস্ট ভ্রমণ আর ঘুরপথে নয়, এই পথ ধরেই সোজা চলে যেতে পারবেন জঙ্গল সাফারিতে! ভোট মিটতেই তোড়জোড় শুরু নয়া সেতু উদ্বোধনের। ডুয়ার্স ভ্রমণ মানেই যেন নতুন নতুন চমক। আর এবার সেই তালিকায় যোগ হতে চলেছে

এক নতুন আকর্ষণ মূর্তি নদীর উপর নির্মিত আধুনিক সেতু! চাপরামারী জঙ্গলের দিকে যেতে গেলে এতদিন অনেকেই ঘুরপথে যেতে বাধ্য হতেন। কিন্তু নতুন এই সেতু চালু হলে সেই সমস্যা অনেকটাই মিটবে। সরাসরি সহজ পথে পৌঁছে যাওয়া যাবে চাপরামারী জঙ্গলে। ফলে পর্যটকদের কাছে এই পথ হয়ে উঠছে আরও আকর্ষণীয়। ডুয়ার্স মানেই প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্য। চন্দ্রচূড় ওয়াচ টাওয়ার থেকে জঙ্গলের বিস্তীর্ণ সবুজ আর বন্যপ্রাণের ঝলক দেখা, কিংবা গজলডোবা স্টিল সেতু-তে দাঁড়িয়ে সেলফিসবই এখন পর্যটকদের অভ্যাসের অংশ। সেই সঙ্গে লাটাগুড়ি-র ফ্লাইওভার ঘিরেও ভিড় কমে না। এই প্রেক্ষাপটে নতুন মূর্তি সেতু যেন আরও এক ‘মাস্ট- ভিজিট’ স্পট হয়ে উঠছে। প্রায় ১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই সেতু ২০২২ সালে টেন্ডার হওয়ার পর এখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত। পুরনো সেতু ভেঙে আধুনিক স্টিল ফ্রেমের উপর তৈরি হয়েছে এটি, অনেকটাই গজলডোবা সেতুর আদলে। সেতুর একদিকে মূর্তি, অন্যদিকে খুনিয়া মোড়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা এই জায়গা ইতিমধ্যেই ভ্রমণপ্রেমীদের নজর কাড়ছে। এখনও যান চলাচল শুরু না হলেও, পর্যটকরা থেমে একবার অন্তত দেখে যাচ্ছেন মূর্তি নদীর বুকের উপর দাঁড়িয়ে থাকা নতুন এই কাঠামো। ভোট পর্ব মিটেছে সদ্যই, এবার অপেক্ষা শুধু আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের। আর তারপরই ডুয়ার্স ভ্রমণের মানচিত্রে এই সেতু হয়ে উঠতে পারে এক নতুন হটস্পট।

ডোমকলে গুলিবিদ্ধ আম জনতা উন্নয়ন পার্টি সমর্থক

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৬ মে ঃ ভোটের ফল প্রকাশের পরই রক্তাক্ত হয়ে উঠল মুর্শিদাবাদের ডোমকল। নির্বাচন সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির এক সমর্থককে গুলি করার অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত এক দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে মুর্শিদাবাদের ডোমকল থানার অন্তর্গত জুগিন্দা রথতলা পাড়া এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে গুলিবিদ্ধ ওই আম জনতা উন্নয়ন পার্টি সমর্থকের নাম শফিকুল ইসলাম (৪০)। বর্তমানে তিনি মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির ওই সমর্থকদের গলার কাছে গুলি লেগেছে। একুশের বিধানসভা নির্বাচনের ডোমকল বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছিলেন তৃণমূল প্রার্থী জাফিকুল ইসলাম। তবে এবছর ওই কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন প্রাক্তন পুলিশকর্তা ডঃ হুমায়ুন কবীর। অন্যদিকে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী ছিলেন মহম্মদ মোশারফ হোসেন। যদিও এদের দু’জনের কেউই এবারের নির্বাচনে জয়ী হতে পারেননি। ডোমকল কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছেন সিপিআইএম প্রার্থী মহম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে পেশায় পোল্ট্রি ফার্ম ব্যবসায়ী শফিকুল ইসলাম নিজের বাড়ি ফিরে আসছিলেন। সেই সময়ে মধু শেখ নামে এলাকার এক তৃণমূল সমর্থক তাঁকে লক্ষ্য করে হঠাৎই গুলি চালায়। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় শফিকুল রাস্তায় পড়ে গেলে তাঁর আর্তচিৎকার শুনে এলাকার অন্যান্য বাসিন্দারা ছুটে আসেন। সেই সময় মধু ওই এলাকা থেকে পালিয়ে যায়। গুলিবিদ্ধ ওই ব্যক্তিকে প্রথমে ডোমকল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁর অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করে দেন। আম জনতা উন্নয়ন পার্টির ডোমকল টাউন সভাপতি মহম্মদ জাকির হোসেন বলেন, কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে আমি জানতে পেরেছি মধু শেখ নামে এক তৃণমূল কর্মী আমাদের দলের সমর্থক শফিকুল ইসলামকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিল। কিন্তু কী কারনে এই গুলি চালানোর ঘটনা তা এখনও আমরা বুঝতে পারছি না। তিনি দাবি করেন, এবারের নির্বাচনে শফিকুল ইসলাম আম জনতা উন্নয়ন পার্টির হয়ে এলাকায় প্রচার করেছিল। সম্ভবত সেই রাগ থেকেও তৃণমূল প্রার্থীর পরাজয়ের পর গতকাল তাঁকে খুন করার চেষ্টা হয়েছে। শফিকুলের সঙ্গে ওই তৃণমূল দুষ্কৃতীর কোনও পুরনো শত্রুতা ছিল কিনা তা আমার জানা নেই।

ভোট পরবর্তী হিংসা বড়শাল পঞ্চায়েতে ঃ জয়শ্রীরাম বলতে বাধ্য করার অভিযোগ মুসলিম বয়স্ককে

নিজস্ব প্রতিনিধি, রামপুরহাট, ৬ মে ঃ ভোটে বিজেপি ভালো ফল করতেই বীরভূমের বিভিন্ন এলাকায় অশান্তি শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে একদল যুবক গেরুয়া রঙ মেখে বড়শাল পঞ্চায়েত কার্যালয়ে ঢুকে পঞ্চায়েত কর্মীদের হুমকি দেয় এবং তারপর পঞ্চায়েতের টেবিল ভাঙচুর করে। এক প্রত্যক্ষ দর্শীর বক্তব্য অনুযায়ী, মঙ্গলবার বেলা দেড়টা নাগাদ বড়শাল অঞ্চলের পাবরোখিয়া গ্রামের জনা কয়েক যুবক গেরুয়া রঙ মেখে এবং গেরুয়া পতাকা হাতে নিয়ে পঞ্চায়েত ঢুকে হুমকি দেয় এবং পঞ্চায়েত ভাঙচুর করে। গ্রামে ফিরে সেখানেও তারা দুই একজনকে ধমকি দেয় বলে সূত্রের খবর। পঞ্চায়েত প্রধান পবন মাল বলেন, পঞ্চায়েত কর্মীরা আমাকে ঘটনাটা জানায়। তারপর আমি বিডিও এবং আই সিকে ফোন করি। তবে পঞ্চায়েত কর্মীরা কোন নাম বলতে পারেনি। জানা গেছে পঞ্চায়েতে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকলেও, তারা রাউন্ডে যাওয়ার সময় ঘটনাটি ঘটে। পাশাপাশি, বড়শাল গ্রামের ফকির পাড়ার বাসিন্দা ইউসুফ রহমান নামে এক বয়স্ক মানুষ পঞ্চায়েতের অদূরে একটি সেলুনে চুল দাড়ি কাটতে গেলে, বাচ্চু বাউড়ি নামে এক যুবক চড় থাপ্পড় দিয়ে জয় শ্রীরাম বলতে বাধ্য করে, বলে জানান ইউসুফ রহমান। তিনি বলেন, নাপিতের সেলুনে চুল কাটতে যাওয়ার সময় গালিগালাজ করে জামার কলার ধরে মেরে আমাকে জয়শ্রী রাম বলতে বাধ্য করে। আমি ভয় পেয়ে চুপচাপ ওখান থেকে চলে আসি। বাচ্চু বাউড়ির বাড়ি গিয়ে তার দেখা পাওয়া যায়নি। অভিযোগ, কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকলেও, তারা শুধু রাউন্ড মেরে চলেছে। কিন্তু তাদের কাজে সেই বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো থেকে যাচ্ছে, বলে মন্তব্য একাংশের। এই ব্যাপারে বিজেপির সভানেত্রী শ্রাবন্তী মুখোপাধ্যায় এবং স্থানীয় নেতা অসিত মুখোপাধ্যায় বলেন, এই ঘটনায় জড়িত হঠাৎ বিজেপি হয়ে ওঠা কিছু দুষ্কৃতী। এদের বিরুদ্ধে প্রশাসনকে কড়া ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।

তমলুকে পথকুকুরদের ধারাবাহিক মৃত্যু, সারমেয়দের রক্ষাকর্তার ভূমিকায় পৌরসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তমলুক, ৬ মে ঃ পৌর প্রশাসনের মানবিক উদ্যোগ। পৌর এলাকার নাগরিকদের জন্য শুধু পরিষেবা নয় এবার যা করে দেখাল, সাধারণ মানুষ পৌর প্রশাসনকে ধন্যবাদ দিচ্ছে। পৌর এলাকার পথকুকুরদের বাঁচাতে তৎপর হল তাম্রলিপ্ত পৌরসভা। শেষ কয়েক দিন ধরে তমলুক শহর জুড়ে পথকুকুরদের মৃত্যুর খবর পাওয়া যাচ্ছিল। জানা যায়, একশ্রেণির অমানবিক মানুষ শহরে পথকুকুরদের উপর ধারাবাহিকভাবে বিষপ্রয়োগ করছে। যার কারণে শহরের বিভিন্ন এলাকায় অন্তত আটটি পথকুকুরের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা সামনে এসেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীরা খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে এমন জঘন্য ঘটনাগুলি ঘটাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে পথকুকুরদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে উদ্যোগ নিল তাম্রলিপ্ত পৌরসভা। পৌরসভার পক্ষ থেকে শহরজুড়ে মাইকিং করে বাসিন্দাদের সতর্ক করা হয়, যাতে কেউ অজানা উৎস থেকে দেওয়া খাবার প্রাণীদের না খাওয়ায় এবং সন্দেহজনক কিছু দেখলেই দ্রুত প্রশাসনকে জানায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শেষ কয়েকদিন ধরে রাতের বেলায় মুখে কাল কাপড় পরে এবং মোটর সাইকেলের নম্বরপ্লেট ঢেকে কিছু ব্যক্তি বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা প্যাকেটজাত খাবার রাস্তায় ফেলে দিচ্ছে বলে অভিযোগ।

সেই খাবার খাওয়ার পরই একের পর এক কুকুরের মৃত্যু ঘটছে বলে দাবি বাসিন্দাদের। এই ঘটনাকে ঘিরে শহরজুড়ে আতঙ্ক ও ক্ষোভ ছড়িয়েছে। তমলুক পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর স্বস্তিকা দাস অভিযোগ করে বলেন, ইচ্ছাকৃতভাবেই এই ধরনের ঘটনা ঘটানো হচ্ছে। বিষয়টি আমরা ইতিমধ্যেই মৌখিকভাবে পুলিশকে জানিয়েছি এবং পৌরসভার চেয়ারম্যানকেও অবহিত করা হয়েছে। পুরসভার তরফে জানানো হয়েছে, প্রাণীদের উপর এভাবে আক্রমণ করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। তাই শহরবাসীদের সচেতন করা অত্যন্ত জরুরি। মাইকিং করে প্রচার শুরু হয়েছে। যদি কেউ রাতের অন্ধকারে এ ধরনের সন্দেহজনক কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন তাহলে অবিলম্বে স্থানীয় প্রশাসন বা পুরসভাকে খবর দিতে হয়েছে। পাশাপাশি, শহরে পথকুকুরদের জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য একজন চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। এই বিষয়ে তাম্রলিপ্ত পৌরসভার চেয়ারম্যান বৈদ্যনাথ সিনহা জানান, শহরের একাধিক বাসিন্দা ও কাউন্সিলরের কাছ থেকে আমরা এই ঘটনার খবর পেয়েছি। আজ থেকে পুরসভার পক্ষ থেকে মাইকিং শুরু করা হবে। যারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, তাদের দ্রুত চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তির আওতায় আনা হোক, সেটাই আমরা চাই। পৌরসভার এই উদ্যোগে একদিকে যেমন পথকুকুরদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার চেষ্টা চলছে, তেমনই অন্যদিকে শহরবাসীর মধ্যেও বাড়ানো হচ্ছে দায়িত্ববোধ ও সতর্কতা।

তিন হেভিওয়েট প্রার্থীর পরাজয়ের মানত! পাঁঠা বলি দিয়ে বুড়োরাজ মন্দিরে পুজো প্রাক্তন বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়ের

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ৬ মে ঃ রাজ্যের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নাটকীয় মোড়ের মাঝে বিস্ফোরক মন্তব্য করে আবারও শিরোনামে উঠে এলেন প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়। তিন হেভিওয়েট তৃণমূল প্রার্থীর পরাজয় কামনা করে করা এক অভিনব মানত পূরণ করতে বুধবার তিনি উপস্থিত হন পূর্বস্থলীর জামালপুরের বুড়োরাজ মন্দির প্রাঙ্গণে। সঙ্গে ছিলেন তার অনুগামীরাও। জানা যায়, শুধুমাত্র তিন প্রার্থীর হার নয়, রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের কামনাও করেছিলেন তিনি। নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরদিনই সেই মানত পূরণে তিনটি পাঁঠা নিয়ে মন্দিরে হাজির হন তিনি এবং যথাযথ রীতিতে পুজো দেন। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় কৌতূহল এবং চাঞ্চল্য ছড়ায়। এদিন মন্দির চত্বরে দাঁড়িয়ে তপন চট্টোপাধ্যায় বিস্ফোরক অভিযোগ তোলেন নিজেরই প্রাক্তন দল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। তার দাবি, দলের পতনের পিছনে নির্দিষ্ট কিছু নেতার ভূমিকা রয়েছে। তিনি সরাসরি ইঙ্গিত করেন অভিষেক ব্যানার্জী-এর দিকেও। তপনের অভিযোগ, দলের ভিতরেই যোগসাজশ করে তৃণমূলকে শেষ করে দেওয়া হয়েছে। এই দল আর টিকবে না, উচ্ছন্নে চলে যাবে বলেই আমি মানত করেছিলাম। তার এই মন্তব্যে স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর বিতর্ক। যদিও তৃণমূলের তরফে এখনও এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। এছাড়াও, নিজের ভবিষ্যত রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেছেন তপন। তিনি জানান, আগামী দিনে অন্য কোনও দলে যোগদান করতেও পারি। তবে কোন দলে তিনি যোগ দেবেন, সেই বিষয়ে এখনই কিছু স্পষ্ট করেননি। অন্যদিকে, বুড়োরাজ মন্দির সেবাইত কমিটি-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এমন অভিনব মানত ও পুজোর দৃশ্য তারা আগে কখনও দেখেননি। পুরো ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে- কেউ একে রাজনৈতিক নাটক বলছেন, আবার কেউ দেখছেন ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে। রাজনৈতিক উত্তাপের মাঝে এই ঘটনা নতুন করে রাজ্যের রাজনীতিতে বিতর্কের পারদ চড়িয়ে দিল বলেই মত বিশ্লেষকদের।

ভোটের গণনার পরও অশান্ত কোচবিহার, ছুরিকাঘাতে জখম এক বিজেপি কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ৬ মে ঃ বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর কেটে গিয়েছে তিন’দিন, তবুও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অশান্তির আগুন এখনও জ্বলছে। রাজনৈতিক সংঘর্ষে বারবার উত্তপ্ত হয়ে উঠছে একাধিক এলাকা। শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিরোধী বিজেপি-উভয় পক্ষের কর্মীরাই আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগ তুলছে। এরই মধ্যে কোচবিহারের তুফানগঞ্জে এক বিজেপি কর্মীর উপর নৃশংস হামলার ঘটনায় নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মঙ্গলবার রাতে তুফানগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত অন্দরানফুলবাড়ী ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের চিলারায়গড় এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। আহত বিজেপি কর্মীর নাম রানা বর্মণ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই রাতে দলীয় কর্মসূচি শেষ করে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। সেই সময় আচমকাই তাঁর উপর হামলা চালানো হয়। অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাঁকে ঘিরে ধরে এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর পিঠে একাধিকবার কোপ মারে। রানা বর্মণের চিৎকারে আশেপাশের মানুষ ছুটে এলে হামলাকারীরা দ্রুত এলাকা ছা।ে। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে। হাসপাতালের সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁর শরীরে একাধিক গভীর ক্ষত রয়েছে। আহত বিজেপি কর্মীর অভিযোগ, ভোটের ফল প্রকাশের পরদিন দলের একটি বৈঠক ছিল। সেই বৈঠক সেরে ফেরার পথেই তৃণমূলের এক স্থানীয় নেতা, যার নাম গোবিন্দ বলে দাবি করেছেন তিনি, তাঁর উপর এই হামলা চালায়। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্ব। উল্লেখ্য, রাজ্যে নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই একাধিক জায়গা থেকে হিংসার অভিযোগ উঠে আসছে। কোথাও তৃণমূলের পার্টি অফিস ভাঙচুর, আবার কোথাও বিজেপি কর্মীদের উপর হামলার ঘটনা সামনে আসছে। ক্রমাগত এই সংঘর্ষের আবহে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন সাধারণ মানুষও। পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

৫০টি এলএইচবি কোচের শৌচাগারে এপোক্সি ফ্লোরিং

টেন্ডার নোটিশ নম্বর : এম-টিএসকে-২০২৬-১২; তারিখ: ০৪-০৫-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেন্ডার নম্বর ঃ** এম-টিএসকে-২০২৬-১২; **কাজের নাম ঃ** উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কোচিং ডিপো ডিব্রুগড়ে প্রাথমিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণকৃত ৫০টি এলএইচবি কোচের শৌচাগারে এপোক্সি ফ্লোরিং। **টেন্ডার মূল্য:** ২০,৬৬,০০২/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ৪১,৩০০/- টাকা; টেন্ডার **জমা** দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময় **২৫-০৫-২০২৬** তারিখে **১৩:০০** টায় এবং **খোলার** সময় **১৫:০০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ও টেন্ডার নথি **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিএমই, তিনসুকিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

টয়লেট-এর অভ্যন্তরে ভিনাইল র‍্যাপিং

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এম-টিএসকে-২০২৬-১৩, তারিখ ঃ ০৪-০৫-২০২৬। টেন্ডার নং.ঃ এম-টিএসকে-২০২৬-১৩। **কাজের নামঃ** কোচিং ডিপো ডিব্রুগড়ে ৫০ টি এলএইচবি কোচের প্রাইমারিলি মেইনটেইনড টয়লেট, গ্যাংওয়ে এবং ডোরওয়েস-এর ভেতরের অংশে ভিনাইল র‍্যাপিং। **কাজের স্থানঃ** ডিব্রুগড় ও তিনসুকিয়া। টেন্ডার মূল্যঃ ৬১,৪৫,৭২০ টাকা। বায়নার মূল্যঃ ১,২২,৯০০ টাকা। **টেন্ডার জমা করার অন্তিম তারিখ ও সময়ঃ** ২৫-০৫-২০২৬ **তারিখের** ১৩.০০ **ঘণ্টা। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ২৫-০৫-২০২৬ **তারিখের** ১৫.০০ **ঘণ্টার পরে।** টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ দেখার ও ডাউনলোড করার ওয়েবসাইটঃ **www.ireps.gov.in**।

সিনি. ডিএমই, তিনসুকিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

DHAVAL EXPORTS LIMITED

Regd Office : P-9, Shibtolla Street, Kolkata - 700007

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE DATES AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the Extra Ordinary General Meeting ("EGM") of the Members of Dhaval Exports Limited will be held on Saturday, the 30th day of May, 2026 at 10.30 A.M. at P-9, Shibtolla Street, 4th Floor, Kolkata - 700 007 to transact the businesses as set out in the Notice dated 6th May, 2026.

Notice is also given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 that the Register of Members of the Company will remain closed from Sunday, the 24th day of May, 2026 to Saturday, the 30th day of May, 2026 (both days inclusive) for the purpose of EGM.

Members may note that the Notice of Extra Ordinary General Meeting, Proxy Forms and Attendance Slips can be obtained from the registered office of the Company.

The Company is pleased to provide its Members with the facility to exercise their right to vote by electronic means and the business may be transacted through e-Voting facility provided through Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The e-voting period commences on Wednesday, 27th May, 2026 at 9.00 a.m. and ends on Friday, 29th May, 2026 at 5.00 p.m. The e-voting module shall be disabled for voting after 5:00 pm on Monday, 29th May, 2026 and no e-voting will be allowed thereafter.

The voting rights shall be as per the number of equity shares held by the Member(s) as on Saturday, 23th May, 2026 (cut-off date). Members holding shares either in physical or in dematerialised form, on the said cut-off date, are eligible to cast their vote electronically. The Notice of EGM containing, inter alia, the procedure of e-voting, is available at the registered office of the company and on CDSL's website https://www.evotingindia.com/. In case of any queries or grievances pertaining to e-voting, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members available at the Help section of https://www.evotingindia.com/ or contact helpdesk.evoting@cdslindia.com.

For Dhaval Exports Ltd.
Sd/-
Ashish More
Director

Date: 06.05.2026
Place: Kolkata

দলের সঙ্গে রায়পুর গেলেন না অধিনায়ক হার্দিকই

সংবাদ সংস্থা, রায়পুর, ৬ মেঃ ২০২৬ সালের আইপিএল-এ গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে বড় ধাক্কা খেল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। রায়পুরে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে দলের অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়াকে ঘিরে তৈরি হয়েছে বড় অনিশ্চয়তা। জানা গিয়েছে, তিনি দলের সঙ্গে রায়পুরে যাননি, আর তাতেই প্রশ্ন উঠছে- তবে কি তিনি এই ম্যাচেও খেলতে পারবেন না? মুম্বইয়ের দল যখন রায়পুরের উদ্দেশে রওনা দেয়, তখন হার্দিক পান্ডিয়া সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। আগের ম্যাচেও তিনি খেলেননি, কারণ তাঁর পিঠে সমস্যা হয়েছিল। এখনও তাঁর ফেরার বিষয়ে পরিষ্কার কিছু জানা যায়নি। এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'এই মুহূর্তে এমন কোনও ইঙ্গিত নেই যে, হার্দিক পান্ডিয়া ম্যাচের আগে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন, তবে বিষয়টি নিয়েও নিশ্চিত ভাবে কিছু জানানোও হচ্ছে না।' দলের পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছে, এটি শুধুই ফিটনেস সমস্যা, এর বেশি কিছু নয়। লখনৌ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে ম্যাচে অনুপস্থিত ছিলেন হার্দিক। সেই ম্যাচে জয়ের পর সতীর্থ রায়ান রিকেলটন বলেন, ''আমি তো জানতামই না ওর পিঠে সমস্যা হয়েছে। ম্যাচের দিন বিকেলেই প্রথম শুনলাম। ঠিক কতটা গুরুতর, সেটা জানি না। আশা করছি, খুব তাড়াতাড়ি ও দলে ফিরে আসবে।'' এই মন্তব্য থেকেই পরিষ্কার, দলের ভিতরেও বিষয়টি নিয়ে কোনও স্পষ্টতা নেই।

ফাইনাল সরল বেঙ্গালুরু থেকে!
কাদের চাপ, কোন বিতর্কে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম ছাড়ল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড?

সংবাদ সংস্থা, বেঙ্গালুরু, ৬ মেঃ আইপিএল ফাইনাল মানেই গতবারের চ্যাম্পিয়ন দলের ঘরের মাঠে শেষ ম্যাচ। সেই নিয়মে বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামেই হওয়ার কথা ছিল আইপিএল ২০২৬-এর ফাইনাল। কারণ গত মরসুমে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সেই সিদ্ধান্ত বদলে ফেলল বিসিসিআই। ৩১ মে ফাইনাল আয়োজিত হবে আমদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে। বিসিসিআই এবং আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিল যৌথ বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'অপারেশনাল এবং লজিস্টিক কারণে' এবার তিনটি আলাদা শহরে প্লে-অফ আয়োজন করা হচ্ছে। বেঙ্গালুরুই প্রথমে ফাইনালের আয়োজক ছিল। কিন্তু স্থানীয় সংস্থা এবং প্রশাসনের কিছু 'চাহিদা' বোর্ডের নির্ধারিত প্রোটোকলের বাইরে চলে যাওয়ায় ভেন্যু পাল্টাতে হয়েছে। বিসিসিআইয়ের বিবৃতি, 'বেঙ্গালুরু ফাইনালের জন্য নির্ধারিত ছিল। কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং অ্যাসোসিয়েশনের কিছু শর্ত বিসিসিআইয়ের নির্ধারিত গাইডলাইনের বাইরে চলে যাওয়ায় ভেন্যু পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।' সিদ্ধান্তের পিছনে একাধিক সাম্প্রতিক বিতর্ককেও গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। মরসুমের শুরুতেই কর্নাটকের কংগ্রেস বিধায়ক বিজয়ানন্দ কাশাপ্পানাভর দাবি তোলেন, আইপিএল ম্যাচে বিধায়ক-সাংসদদের বিনামূল্যে একাধিক টিকিট দিতে হবে। তাঁর যুক্তি ছিল, 'ভিআইপি' জনপ্রতিনিধিদের সাধারণ দর্শকের মতো লাইনে দাঁড়ানো অনুচিত। বিতর্ক এতটাই বাড়ে, যে কর্নাটকের উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার হস্তক্ষেপ করেন। পরে সিদ্ধান্ত হয়, প্রতিটি বিধায়ক, বিধান পরিষদ সদস্য এবং সাংসদকে তিনটি করে কমপ্লিমেন্টারি টিকিট দেওয়া হবে। যদিও কর্নাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জি পরমেশ্বর জানান, সেই টিকিট অন্য কেউ পাবে না। শুধু জনপ্রতিনিধি বা তাঁদের পরিবারের সদস্যরাই ব্যবহার করতে পারবেন। এতকিছুর মধ্যে সামনে আসে কালোবাজারির অভিযোগ। চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের ক্যান্টিনকর্মী চন্দ্রশেখরকে গ্রেফতারও করে বেঙ্গালুরু পুলিশ। অভিযোগ, তিনি ১৫ হাজার থেকে ১৯ হাজার টাকায় আইপিএলের টিকিট বিক্রি করছিলেন। তদন্তে উঠে আসে কর্নাটক স্টেট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য গণেশ পরীক্ষিতের নামও। যিনি আপাতত পলাতক। অনেকের মতে, ভেন্যু বদলের নেপথ্যে সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টর, গত বছর আরসিবির আইপিএল শিরোপা উদযাপনের রাত। চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বাইরে পদপিষ্ট হয়ে অন্তত ১১ জনের মৃত্যু হয়। কয়েক হাজার সমর্থক স্টেডিয়ামের বাইরে জড়ো হয়েছিলেন ক্রিকেটারদের এক ঝলক দেখার জন্য। পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। কেউ দেওয়ালে উঠছিলেন, কেউ গাছে চড়ছিলেন, কেউ টিম বাস ঘিরে ফেলছিলেন। সেই বিশৃঙ্খলার মধ্যেই ঘটে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। মৃতদের মধ্যে তিন জন কিশোরও ছিল। এই ঘটনার পর থেকে বেঙ্গালুরুতে বড় ম্যাচ আয়োজন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পিঠোপিঠি আরও ভরসার জায়গা হয়ে উঠেছে আমদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম। ২০২১ সালে সংস্কারের পর থেকে আইপিএল প্লে-অফ, বিশ্বকাপ ফাইনাল-সহ একাধিক বড় ম্যাচ আয়োজন করেছে এই ময়দান। গত মরসুমের ফাইনাল হয়েছিল এখানেই। এবারও ছবিটা বদলাল না। সূচি অনুযায়ী, ২৬ মে ধর্মশালায় কোয়ালিফায়ার ওয়ান। ২৭ মে নিউ চণ্ডীগড়ে এলিমিনেটর। একই মাঠে ২৯ মে কোয়ালিফায়ার টু। তারপর ৩১ মে আমদাবাদে ফাইনাল। আগে দীর্ঘ ভ্রমণ এবং বিশ্রামের সমীকরণ এ বার প্লে-অফের বড় ফ্যাক্টর হয়ে উঠতে চলেছে।

পাকিস্তানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ নয়
তবে পাক খেলোয়াড়রা ভারতে খেলতে পারবেন ক্রীড়া মন্ত্রক

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৬ মেঃ পাকিস্তানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক ক্রীড়া সম্পর্ক নিয়ে নিজেদের অবস্থান আরও একবার স্পষ্ট করে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রক জানিয়ে দিল, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ বা প্রতিযোগিতায় ভারত অংশ নেবে না। একইভাবে পাকিস্তানি দলকেও এদেশে এসে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলার অনুমতি দেওয়া হবে না। তবে আপাতত আন্তর্জাতিক বা বহুদেশীয় প্রতিযোগিতায় পাক ক্রীড়াবিদদের ভারতে খেলতে আসার উপর কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই। বুধবার জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন, ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন ও স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়াকে পাঠানো একটি সরকারি সার্কুলারে এই অবস্থান স্পষ্ট করেছে ক্রীড়া মন্ত্রক। একই সঙ্গে জানানো হয়েছে, আন্তর্জাতিক অলিম্পিক সনদ এবং বিশ্ব ক্রীড়া সংস্থাগুলির নিয়ম মেনে চলবে ভারত। কারণ একটাই। ভবিষ্যতে ২০৩০ কমনওয়েলথ গেমস এবং ২০৩৬ অলিম্পিক আয়োজনের দৌড়েও টিকে থাকা। সরকারি সার্কুলার মোতাবেক, 'এক দেশের মাটিতে অন্য দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ভারতীয় দল পাকিস্তানে খেলতে যাবে না। একইভাবে পাকিস্তানি দলকেও ভারতে খেলার অনুমতি দেওয়া হবে না।' অর্থাৎ, ক্রিকেট, হকি বা অন্য কোনও খেলায় আপাতত ভারত-পাকিস্তান

দ্বিপাক্ষিক সিরিজের সম্ভাবনা নেই। তবে বহুদেশীয় প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে অবস্থান আলাদা। ক্রীড়া মন্ত্রকের বক্তব্য, 'আন্তর্জাতিক এবং বহু-দেশের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে আমরা আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থার নিয়ম এবং নিজেদের খেলোয়াড়দের স্বার্থ মেনে সিদ্ধান্ত নিই।' এর ফলে আগামীতে ভারতীয় দল এমন প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে, যেখানে পাকিস্তানও খেলছে। একইভাবে ভারত আয়োজত আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে পাকিস্তানি দল বা ক্রীড়াবিদরাও নামতে পারবেন। গত বছরের আগস্টে প্রথম এই নীতি সামনে আনে কেন্দ্র। সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে হওয়া এশিয়া কাপে ভারত অংশগ্রহণ নিয়ে বিতর্ক ঘনিয়ে ওঠে। কারণ সেখানে খেলছিল পাকিস্তানও। পহেলগাম জঙ্গি হামলায় ২৬ জন নিহত হওয়ার পর চাপ বাড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর। সেই সময়ই ক্রীড়া মন্ত্রক জানিয়ে দেয়, পাকিস্তান আয়োজক না হলে বহুদেশীয় প্রতিযোগিতায় ভারত অংশ নেওয়া বন্ধ করবে না। এবার সেই অবস্থানকে ফের আনুষ্ঠানিকভাবে সামনে টানা হল। কেন্দ্রীয় সরকার কার্যত বুঝিয়ে দিয়েছে, আন্তর্জাতিক ক্রীড়া কূটনীতি এবং দ্বিপাক্ষিক রাজনৈতিক সম্পর্ক-দুটি বিলকুল আলাদা। ক্রীড়া মন্ত্রকের দাবি, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা আয়োজনের ক্ষেত্রে ভারতকে আকর্ষণীয় গন্তব্য করে তুলতে ভিসা প্রক্রিয়াও সহজ করা হবে। সার্কুলার অনুসারে, 'খেলোয়াড় দলীয় আধিকারিক, প্রযুক্তিগত কর্মী এবং আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধিদের জন্য ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করা হবে।' আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থার পদাধিকারীদের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বহুবার প্রবেশযোগ্য ভিসা দেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে। যার মেয়াদ সর্বাধিক পাঁচ বছর পর্যন্ত হতে পারে। পাশাপাশি বিদেশি ক্রীড়া প্রশাসকদের জন্য ভারতে সফরকালে সরকারি প্রোটোকল এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতাও চালু থাকবে বলে জানিয়েছে ক্রীড়া মন্ত্রক।

মন্ত্রীদের চিঠি জাল করে চলত ব্যবসা, আইপিএল ম্যাচে টিকিটের কালোবাজারি

হায়দরাবাদ, ৬ মেঃ প্রায় শেষ ল্যাপে চলে এসেছে আইপিএল-এর গ্রুপ পর্বের খেলা। শেষ চারে যাওয়া কার্যত নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে দু-তিনটি দলের। বাকি জায়গার জন্য লড়াই চলছে টিমগুলির মধ্যে। এমন আবহে ফের নয়া বিতর্কের কথা প্রকাশ্যে এল। সানরাইজার্স হায়দরাবাদ বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স ম্যাচে টিকিট নিয়ে কালোবাজারির কাণ্ডে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে হায়দরাবাদ পুলিশ। ৩ মে হায়দরাবাদের ঘরের মাঠে রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আয়োজিত হয়েছিল ম্যাচ। ওই ম্যাচেই ঘটে টিকিট নিয়ে কালোবাজারির ঘটনা। কী জানানো হয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে? মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মালকাজগিরি পুলিশের কমিশনারের অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডল থেকে পোস্ট করা হয় এই নিয়ে। জানানো হয়, স্টেডিয়ামে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা উপ্পল থানার পুলিশই এই কালোবাজারি চক্রের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তিনজনকে হাতেনাতে ধরা হয়েছে। প্রায় ২২ হাজার টাকার টিকিট আরও দাম বাড়িয়ে বিক্রি করছিলেন তাঁরা।'' তদন্তে উঠে এসেছে, অভিযুক্তরা ভুয়ো পরিচয় দিয়ে ভিআইপি ও ভিভিআইপি সেজে টিকিট সংগ্রহ করত। বিচারপতি, মন্ত্রী বা রাজ্যপালদের নাম ভাঙিয়ে এবং জাল লেটারহেড ব্যবহার করে তারা

রাজ্যের ক্রিকেট সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে এই টিকিট সংগ্রহ করতেন তাঁরা। পরে চড়া দামে বিক্রি করা হতো সেই টিকিটগুলি। পুলিশের দাবি, পুরো চক্রটি পরিকল্পিতভাবে চালানো হচ্ছিল। তবে অনেকদিনই পুলিশের নজরদারিতে ছিল এই র‍্যাকেটটি। অভিযুক্তদের কাছ থেকে একটি মাহিন্দ্রা থার গাড়ি, পাঁচটি আইপিএল টিকিট, পাঁচটি মোবাইল ফোন এবং জাল নথিপত্র উদ্ধার করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়ার জন্য তাঁদের আদালতে তোলা হয়েছে। দর্শকদেরও এই নিয়ে সতর্ক করেছে পুলিশ। একমাত্র অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকেই টিকিট কেনার অনুরোধ জানানো হয়েছে। তা না হলে, আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি আইনি জটিলতায় পড়ার আশঙ্কাও রয়েছে, সেটাও স্পষ্ট জানিয়েছে পুলিশ।

বৈভবকে আইপিএল-এ নিজেদের দলে খেলানো নিয়ে আইনি হুমকির মুখে রয়্যালস

নয়াদিল্লি, ৬ মেঃ আইপিএল-এ ফের বড় বিতর্কের মুখে পড়ল রাজস্থান রয়্যালস। দলের তরুণ প্রতিভা বৈভব সূর্যবংশীকে ঘিরে এ বার উঠেছে গুরুতর প্রশ্ন। এক সমাজকর্মী অভিযোগ তুলেছেন, এত কম বয়সে তাকে পেশাদার লিগে খেলানো মানেই 'শিশুশ্রম'। এই মন্তব্য সামনে আসতেই মুহূর্তে তোলপাড় শুরু হয়েছে ক্রিকেট মহলে। একদিকে উঠছে প্রশ্ন, অন্যদিকে শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক- তরুণ প্রতিভার সুযোগ, না কি নিয়ম ভাঙার অভিযোগ! সমাজকর্মী সিএম শিবকুমার নায়েক সরাসরি অভিযোগ করেছেন, ১৫ বছরের বৈভবকে আইপিএল-এ খেলানো ঠিক নয়। তাঁর দাবি, ''এই ১৫ বছরের ছেলেটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এত ছোট বয়সে ওকে পেশাদার ক্রিকেট খেলানো মানে শিশুশ্রম। এই বয়সে ওর স্কুলে পড়া উচিত, ক্রিকেট নয়।'' তিনি সঙ্গে যোগ করেন, ''আমি এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করছি। রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেব। এটা শিশু অধিকার আইনের বিরোধী।'' তবে বিতর্কের মাঝেও মাঠে নিজের কাজটা ভালো ভাবে করে চলেছে বৈভব সূর্যবংশী। এই মরশুমে ১০ ম্যাচে ৪০৪ রান করেছে তারা, আর তার স্ট্রাইক রেট ২৩৭-এর বেশি। এর আগেই সে আইপিএল ইতিহাসের কনিষ্ঠ সেঞ্চুরিয়ান হয়ে নজর কেড়েছিল। চলতি মরশুমেও বৈভব তার

দ্বিতীয় শতরান করে। তার এই পারফরম্যান্স রাজস্থানকে পয়েন্ট টেবিলের প্রথম চারে থাকতে সাহায্য করেছে। এই অভিযোগ মানতে নারাজ অনেকেই। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভক্তরা সমাজকর্মীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। অনেকেই মনে করিয়ে দিয়েছেন, সচিন তেন্ডুলকরও খুব কম বয়সে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেছিলেন। কারও মতে, এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা, রাজস্থান কোনও কারখানা নয়, তারা একটি ক্রিকেট দল। আবার কেউ বলেছেন, অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের মতো মঞ্চেও তো এই বয়সের ক্রিকেটাররা খেলেন। সব মিলিয়ে, বৈভবকে ঘিরে বিতর্ক যতই বাড়ুক, মাঠে তাঁর পারফরম্যান্সই এখন সবচেয়ে বড় উত্তর দিচ্ছে।

ভোটে হারতেই সুখবর, বড় দায়িত্ব পেলেন শিবশঙ্কর পাল

মুম্বই, ৬ মেঃ কেরিয়ারে রাজনীতিতে পা দিয়েই পেয়েছিলেন নির্বাচনের টিকিট। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে তুফানগঞ্জ কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের টিকিটে লড়েছিলেন। কিন্তু রাজনীতির ময়দানে হারতে হয়েছে তাঁকে। বিজেপি-র মালতী রাভা রায়ের কাছে ২৬ হাজার ৪৫৭ ভোটে হেরেছেন। এই হারের পর ক্রিকেট মাঠে পুরস্কার পেলেন তিনি। ভারতীয় ক্রিকেটে বড় দায়িত্ব পেলেন। বিসিসিআই অনূর্ধ্ব ১৬ পেসারদের নিয়ে একটি শিবির আয়োজন করেছে। জয়পুরে হবে সেই শিবির। সেখানেই

কোচ হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে ময়দানের ম্যাকো অর্থাৎ শিবশঙ্কর পালকে। বিসিসিআই-এর সেন্টার অফ এক্সলেন্সের প্রধান ভিভিএস লক্ষ্মণ শিবশঙ্কর পালকে জানিয়েছেন এই নতুন দায়িত্বের কথা। ১১ মে থেকে ৬ জুন পর্যন্ত চলবে এই শিবির। ১০ মে জয়পুরে চলে যাবেন শিবশঙ্কর। ক্রিকেটার হিসেবে তুফানগঞ্জ এক্সপ্রেস হিসেবে পরিচিত ছিলেন শিবশঙ্কর। তাই সেখান থেকেই তাঁকে টিকিট দেওয়া হয়েছিল। রঞ্জি ট্রফির সেমি ফাইনালের পরেই তিনি যোগ দেন তৃণমূলে এবং এর পর টিকিট। তবে তুফানগঞ্জ এক্সপ্রেস হিসেবে সাফল্য পেলেও তুফানগঞ্জের বিধায়ক হওয়া হলো না তাঁর। রাজনীতিতে যোগদান, নির্বাচনে দাঁড়ানো, পরাজয়, এসব মাথায় রাখতে চান না শিবশঙ্কর। তুফানগঞ্জের বিধায়ক না হলেও তিনি তুফানগঞ্জের মানুষের জন্য কাজ করে যাবেন বলে জানান। গত মরশুমে বাংলার সিনিয়র দলের সহকারী কোচ ছিলেন ম্যাকো। এ বার কোচ নিয়োগ করতে চেয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল সিএবি। আবেদন করেছেন শিবশঙ্কর। তাঁর আশা তিনি সুযোগ পাবেন বাংলা দলের কোচের পদে কাজ করার।

আতলেতিকোকে হারিয়ে ২০ বছর পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে আর্সেনাল

লড়াই হলো জমজমাট, যদিও খুব বেশি সুযোগ তৈরি করতে পারল না কোনো দল। স্নায়ুচাপ সামলে একবার বল জালে পাঠাতে পারলেন বুকায়ো সাকা। শেষ পর্যন্ত ওই ব্যবধান ধরে রেখে, আতলেতিকো মাদ্রিদকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে উঠল আর্সেনাল।

সংবাদ সংস্থা, লন্ডন, ৬ মেঃ এমিরেটস স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার রাতে সেমি-ফাইনালের দ্বিতীয় লেগে ১-০ গোলে জিতেছে আয়োজকরা। প্রথম লেগ ১-১ ড্র হওয়ায়, দুই লেগ মিলিয়ে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে গেল মিকেল আর্তেতার দল। প্রথমার্ধে পজেশন রাখায় ও আক্রমণে আর্সেনাল একচেটিয়া আধিপত্য করলেও, দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে পাল্টে যায় চিত্র। তবে পুরো ম্যাচে গোলের জন্য শটের হিসেবে কোনো পক্ষই খুব বেশি দাপট দেখাতে পারেনি আর্সেনাল ১৩টি আর আতলেতিতো ৯টি শট নিতে পারে, দুই দলেরই দুটি করে শট লক্ষ্যে ছিল। প্রতিযোগিতাটির ইতিহাসে দ্বিতীয়বার ফাইনালে উঠল আর্সেনাল। প্রথমবার তারা শিরোপা লড়াইয়ের মঞ্চে উঠতে পেরেছিল ২০০৬ সালে, সেবার বার্সেলোনার বিপক্ষে হেরে স্বপ্ন ভেঙেছিল তাদের। বেশিরভাগ সময় বল পায়ে রাখলেও, নিজেদের গুছিয়ে নিতে শুরুতে একটু সময় লাগে আর্সেনালের। এরপর টানা কয়েকটি ভালো আক্রমণ করে তারা, কিন্তু প্রতিবারই শেষটায় গড়বড় হয়ে যায়। বিপরীতে, আতলেতিকো কৌশল নেয় ঘর সামলে প্রতি-আক্রমণ শাণানোর এবং রক্ষণ জমাট রেখে কাজটা দারুণভাবেই করতে থাকে দলটি। তাদের প্রতিরোধ ভেঙে যায় প্রথমার্ধের শেষ মিনিটে, আর্সেনাল

সমর্থকদের গর্জন বেড়ে হয় দ্বিগুণ। ডি-বক্সে ডান দিকে বল ধরে সময় নিয়ে অন্যপাশে ক্রস বাড়ান ভিক্তর ইয়োকেরেশ, সেখানে অরক্ষিত লেয়ান্ড্রো ট্রসাড দেখে শুনে শট নেন, যা ঝাঁপিয়ে আটকে দেন গোলরক্ষক কিন্তু দলকে তিনি বিপদমুক্ত করতে পারেননি। সামনেই ছিলেন সাকা, তড়ি টোকায় আলগা বল জালে পাঠান ইংলিশ তারকা। প্রথম পাঁচটি শট লক্ষ্যভ্রষ্ট নেওয়ার পর, এই দুটি প্রচেষ্টাই লক্ষ্যে রাখতে পারে আর্সেনাল, তাতেই ভেঙে যায় সফরকারীদের প্রতিরোধ। প্রথমার্ধে মাত্র দুটি লক্ষ্যভ্রষ্ট শট নিতে পারা আতলেতিকো ৫১তম মিনিটে সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেনি। সতীর্থের লম্বা থ্রু পাস পেয়ে ডি-বক্সে প্রথম টোকায় গোলরক্ষককে কাটিয়ে ফেলেন জুলিয়ানো সিমেওনে, সামনে ফাঁকা জাল কিন্তু শট নিতে দেরি করে ফেলেন তিনি। মুহূর্তের ওই সুযোগেই আর্সেনালকে বাঁচান গাব্রিয়েল মাগালিয়াইস। আতলেতিকো শিবিরে অবশ্য সিমেওনেকে ফাউল করার অভিযোগে পেনাল্টির দাবি ওঠে, যদিও রেফারির সাড়া মেলেনি। কিছুক্ষণ পর আবার তারা আয়োজক শিবিরে ভীতি ছড়ায়, এবার গ্রিজমানের শট ঝাঁপিয়ে আটকান দাভিদ রায়া। প্রতিপক্ষের টানা কয়েকটি আক্রমণের পর, ৬৬তম মিনিটে দারুণ এক পাল্টা আক্রমণ শাণায় আর্সেনাল। বাঁ দিক থেকে চমৎকার ক্রসে ডি-বক্সে ছুটে যাওয়া ইয়োকেরেশকে খুঁজে নেন পিয়েরো ইনকাপিয়ে কিন্তু সুইডিশ ফরোয়ার্ডের প্রথম ছোঁয়ার শট ক্রসবারের একটু ওপর দিয়ে চলে যায়। সময় ফুরিয়ে আসছিল, তাতে হতাশা বাড়ছিল আতলেতিকো শিবিরে। দলটির কয়েকজন সমর্থকের চোখে চিকচিক করছিল অশ্রু, চেহারায় ছিটকে পড়ার শঙ্কা। ৮৩তম মিনিটে সেই দুর্ভাবনা মুছে দেওয়ার পরিষ্কার সুযোগ পান আলেকজান্ডার সরলথ। অনেক ম্যাচে বদলি নেমে ব্যবধান গড়ে দেওয়া এই ফরোয়ার্ড এবার ডি-বক্সে ফাঁকায় বল পেয়েও ঠিকঠাক শট নিতে পারেননি। বাকি সময়ে আতলেতিকোর আর কেউ পারেইনি কোনো সম্ভাবনা জাগাতে। সবশেষ ২০১৬ সালে প্রতিযোগিতাটির শিরোপা লড়াইয়ে খেলা দলটির চতুর্থ ফাইনালে ওঠার অপেক্ষা বাড়ল আরও। এবারের ফাইনাল মাঠে গড়াবে আগামী ৩০ মে, হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com